The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 923 | 22 May 2026 | শুক্রবার ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

NYC residents to oppose mayor's 'communist agenda'
→ Page 25

8 Billion Dollar Casino at Citi Field Queens
→ Page 24

Hochul's pro-housing push sees meager pick up in NYC suburbs
→ Page 24

Trump drops $10B lawsuit against IRS over leaked tax returns
→ Page 25

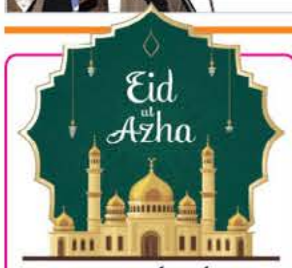

যুক্তরাষ্ট্রে ঈদ বুধবার

নিউইয়র্কে ঈদ জামাত কখন কোথায় হবে

আজকাল রিপোর্ট

উত্তর আমেরিকায় আগামী ২৭ মে বুধবার পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে। ঈদের আগের দিন ২৬ মে সৌদি আরবে পবিত্র হজ্ব অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

সম্পাদকের ঈদ শুভেচ্ছা

আজকাল রিপোর্ট

বছর ঘুরে আবারো ঘরে ঘরে মহান রাব্বুল আল-আমিনের নামে পবিত্র কোরবানীর প্রস্তুতি চলছে। ঈদুল আজহার পবিত্র এই দিনে সবাইকে জানাই ঈদ মোবারক। জনপ্রিয় পত্রিকা সাপ্তাহিক এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

রামিসা ধর্ষণ ও হত্যায় তোলপাড় বাংলাদেশ

দ্রুত বিচারের আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

ঢাকার মিরপুরের পল্লবীতে আট বছরের শিশু রামিসা আক্তারকে তাদের পাশের বাসায় আটকে রেখে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় পুরো দেশে তোলপাড় চলছে। আদালতে দোষ স্বীকার করে আসামী রানা জানায়, দেড় মাস আগে নাটোর কারাগার থেকে জামিন পেয়ে স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় রামিসাদের পাশের বাসায় এসে উঠে। জেলখাটা এই অপরাধি রামিসাকে ধর্ষণ ও নির্মমভাবে মাথা কেটে হত্যার ঘটনায় সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। থানা ঘেরাও, চলছে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, মশাল মিছিল। সারাদেশে এই নৃশংসতায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বৃহস্পতিবার পল্লবীতে নিহত রামিসার বাসায় যান। তিনি শিশুটির বাবা-মা এবং বড় বোনকে সান্ত্বনা দেন। প্রধানমন্ত্রী এ সময় বলেন, 'এই মুহূর্তে প্রধান কাজ হলো বিচার নিশ্চিত করা'। এ সময় উপস্থিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, '২৪ ঘন্টার মধ্যে এই ঘটনার চার্জশিট হবে'। পল্লবীর ১১ নম্বর সেকশনের বি-ব্লকের মিল্লাত ক্যাম্প সংলগ্ন একটি ভবনে এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

ব্রঙ্কসে নতুন প্রিসিংক্ট উদ্বোধন করলেন মামদানি

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও জোরদার করার লক্ষ্যে ব্রঙ্কসে নতুন একটি প্রিসেন্ট উদ্বোধন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ব্রঙ্কসে সাবেক ৪০ নম্বর প্রিসেন্ট ভবনে নতুন 'প্যাট্রোল বারো সাউথ' বেস এর উদ্বোধন করলেন মেয়র জোহরান মামদানী। এটি নিউইয়র্কের ২৫৭ আলেকজান্ডার এভি ব্রঙ্কস একটি নতুন পুলিশ প্রিসেন্ট। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র মামদানী উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন। এ সময় মেয়রের অফিসের সিনিয়র কর্তকর্মা, বিভিন্ন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট এরপর ৩০ পৃষ্ঠায়

নিহত রামিসার বড় বোনের দায়িত্ব নিলেন প্রধানমন্ত্রী

আজকাল রিপোর্ট

ঢাকার পল্লবীতে পাশের ফ্লাটে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার ৮ বছরের শিশু রামিসার বড় বোনের দায়িত্ব নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে পল্লবীতে শিশুটির পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সান্ত্বনা দেন। পাশাপাশি ঘটনার সার্বিক পরিস্থিতিও খোঁজ নেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

ক্যালিফোর্নিয়ায় মসজিদে বন্দুক হামলকারীসহ নিহত ৫

আজকাল রিপোর্ট

ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগো শহরে ইসলামিক সেন্টার অব সান ডিয়েগো মসজিদে বন্দুক হামলার তিনজন নিহত হয়েছেন। পরে দুই কিশোর হামলাকারী ১৭ বছর বয়সী কেইন ক্লার্ক এবং ১৮ বছর বয়সী ক্যালেব ভেলাসকেজকেও মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাতে মোট ৫ জন নিহত হয়। এরপর ৩০ পৃষ্ঠায়

শেখ হাসিনার দেশে ফেরা না ফেরার প্রশ্নে হঠাৎ আলোচনা কেন?

আজকাল ডেস্ক

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের মুখে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন সময় তার রাজনীতিতে ফেরা না ফেরার প্রশ্ন আলোচনায় এসেছে। সম্প্রতি ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে শিগগিরই দেশে ফিরবেন বলে শেখ হাসিনার যে বক্তব্য প্রকাশ হয়েছে, তাতে এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

রাজনৈতিক বংশতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছেন শামসুল হক

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শামসুল হক এমন এক রাজনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়ছেন, যিনি কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা ও সাবেক প্রভাবশালী কংগ্রেসম্যান জোসেফ ক্রাউলির নেফিউ এবং নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের দীর্ঘদিনের চিফ অফ স্টাফ র‍্যামন মার্টিনেজের ছেলে। বাংলাদেশি আমেরিকান শামসুল হক এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

মন্ত্রী-এমপিদের বাদ দিয়ে দল গোছানোর চিন্তা বিএনপির

আজকাল রিপোর্ট

ফেব্রুয়ারির ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দুই দশক পর রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরেছে বিএনপি। এবারের পথচলায় অনেক সতর্ক দলটি। এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

Computer Support/Job?
ডাটা রিকভারি, নেটওয়ার্কিং, AI সফটওয়্যার
ট্যাক্স কোর্স ও কম্পিউটারের চাকুরী
২৫ বছরের অভিজ্ঞ প্রফেশনালদের পরামর্শ ও সহায়তা নিন।
(929) 665 2500
Tired of Driving? Get office Job

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $20.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
সরকারী অনুদানে $8000-$10000
বিস্তারিত জানতে কল করুন
914-222-9477, 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

MEGA insurance BROKERAGE
TLC UBER, LYFT, YELLOWCAB, BLACK CAR ইন্স্যুরেন্সের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমরা দিচ্ছি ফ্রি কোটেশন সুবিধা
TAXI-LIMOUSINE INSURANCE EXPERT
WE OFFER DMV/TLC SERVICES & CLAIMS
RAJIB AHMED
PRESIDENT & CEO
LICENSED REAL ESTATE EXPERT
DIRECT: 718-730-5290 OFFICE: 212-721-0001
32-47 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন, নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge-Offs ▪ Inquiries ▪ Collections ▪ Garnishment ▪ Bankruptcy ▪ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem, Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

এক্সিডেন্ট কেইসেস ও মেডিকেল ম্যালপ্র্যাক্টিস
বিনামুল্যে পরামর্শ
এটর্নি বাসায় ও হাসপাতালে নিয়ে যাবে
Call : +1(866) 664 6529
For appointments only

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH
Senior Whole Health
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

রোকেয়া হায়দার-এর লেখা স্মৃতি-বিস্মৃতির নিউ ইয়র্ক বইমেলা
১২ পৃষ্ঠায়

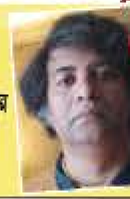
আবু জুবায়ের-এর কলাম শেখ হাসিনার শাসনামলে সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ ও সাংবাদিক নিপীড়ন
১০ পৃষ্ঠায়

বিরূপাক্ষ পাল-এর লেখা বইমেলায় বিতর্কের বেড়ে ওঠার গল্প
১২ পৃষ্ঠায়

অনুরোধে ইরানে হামলা স্থগিত করলেন ট্রাম্প

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উপসাগরীয় দেশগুলোর অনুরোধে ইরানের ওপর পরিকল্পিত নতুন হামলা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন। ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক বার্তায় ট্রাম্প বলেন, মঙ্গলবার, ১৯ মে ইরানে হামলার যে পরিকল্পনা ছিল, তা আপাতত বাতিল রাখা হয়েছে। কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতারা আলোচনার স্বার্থে তাকে এ সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করেন। বর্তমানে ইরান ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে এবং একটি গ্রহণযোগ্য সমঝোতার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে কোনো চুক্তি না হলে যুক্তরাষ্ট্র যেকোনো সময় বড় ধরনের সামরিক পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত থাকবে।

অন্যদিকে, ইরানের সামরিক নেতৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রকে নতুন করে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত না নেওয়ার বিষয়ে সতর্ক করেছে। মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকায় উপসাগরীয় দেশগুলো নতুন সংঘাত এড়াতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশ্লেষকদের মতে, ইরানের পাল্টা হামলার সক্ষমতা পুরো অঞ্চলের নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। এদিকে চলমান আলোচনাকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করলেও ট্রাম্প বলেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এখনো অনিশ্চয়তা রয়েছে।

ইরান যুদ্ধের শুরুর পর্যায়ে একটি চমকপ্রদ পরিকল্পনা ছিল সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদকে আবার দেশটির নেতৃত্বে বসানো। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে এই পরিকল্পনা করেছিল বলে মার্কিন এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই'র বর্ষবরণ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলা নববর্ষ-১৪৩৩ উদযাপন করেছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউ.এস.এ।

গত ১৬ মে লং আইল্যান্ডের ওয়ান্টাগ পার্কে এ বাংলা নববর্ষ অনুষ্ঠানে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অ্যালামনাই ও তাদের পরিবারবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে গ্রামীণ বাংলার লোকজ হস্তশিল্প ও ঐতিহ্যবাহী উপকরণ দিয়ে সাজানো হয় পুরো উৎসবস্থল, যা প্রবাসে এক টুকরো বাংলার আবহ তৈরি করে। উৎসবে আগত অংশগ্রহণকারীরা পাঞ্জাবি, শাড়ি ও বৈশাখী পোশাকে সজ্জিত হয়ে নববর্ষের এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

জামালপুর সমিতির নতুন কমিটি

আশরাফ সভাপতি তারেক সম্পাদক

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী জামালপুরবাসীদের সামাজিক সংগঠন 'জামালপুর জেলা সমিতি অব নর্থ আমেরিকা ইনক'র নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। ২০২৬-২০২৮ সালের জন্য গঠিত দুই বছরের (জুন ২০২৬-জুন ২০২৮) কমিটির সভাপতি হয়েছেন মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন মোহাম্মদ তারেক খান। আগামী ১৪ জুন রোববার উডসাইডের গুলশান টেরেসে অভিষেক অনুষ্ঠানে নতুন কমিটি দায়িত্ব এরপর ১৪ পৃষ্ঠায়

গভর্নরস আইল্যান্ডের নলান পার্কে সম্মিলিত চিত্র প্রদর্শনী শনিবার

আজকাল রিপোর্ট

আগামী শনিবার ২৩ মে নিউইয়র্কের গভর্নরস আইল্যান্ডের নলান পার্কে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশি আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরাম আয়োজিত সম্মিলিত চিত্র প্রদর্শনী। প্রায় তিন মাস ব্যাপী এ প্রদর্শনী প্রতি সপ্তাহে শনি ও রবিবার সকাল এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। প্রদর্শনীর কিউরেটর হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন শিল্পী কায়সার কামাল।

বাংলাদেশ ও প্রবাসে অবস্থানরত শীর্ষস্থানীয় ৪৩ জন শিল্পীর, এই আয়োজনে বিভিন্ন ধরনের নানান রকম শিল্পকর্ম ও সৃজনশীলতার প্রদর্শিত হবে। নিউইয়র্ক স্টেটের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত গভর্নরস আইল্যান্ড এর এই বিশেষ একটি বাড়িটি এরপর ১৪ পৃষ্ঠায়

এনসিপির সেমিনারে 'গণঅভ্যুত্থানত্তোর বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো এনসিপি ডায়াসপোর'র প্রথম আনুষ্ঠানিক সেমিনার। সেমিনারের বিষয় ছিল: "গণঅভ্যুত্থান উত্তর বাংলাদেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন"। উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক সিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন অঙ্গনের বুদ্ধিজীবী বক্তা এবং বিপুল সংখ্যক মেধাবী এনসিপি সদস্য। গত ১৬ মে শনিবার ম্যানহাটনে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সকল বক্তার বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, "জুলাই এখনো চলমান" এবং এই চেতনাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ গণঅভ্যুত্থান শুধু এরপর ১৪ পৃষ্ঠায়

আটলান্টিক সিটিতে 'ঈদ বাজার' অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে 'ঈদ বাজার' অনুষ্ঠিত হয়েছে। আটলান্টিক সিটির ফেয়ারমাউন্ট অ্যাভিনিউর বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে গত ১৯ মে এই 'ঈদ বাজার' অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি (বিএএসজে) 'ঈদ বাজার'-এর আয়োজন করে।

ঈদুল আজহার আগে অনুষ্ঠিত এ ঈদ বাজারে প্রবাসী বাংলাদেশি, ভারতীয় ও পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরা তাঁদের বাহারি পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছিল। তাঁদের স্টলগুলোতে শাড়ি, সালোয়ার-কামিজসহ নারী-পুরুষ ও শিশুদের হাল ফ্যাশনের পোশাকপরিচ্ছদ, অলংকার, খেলনা ইত্যাদি বিক্রি হয়েছে।

বাংলাদেশ এরপর ১৪ পৃষ্ঠায়

জমজম ট্রাভেলসের হজ্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

চলতি বছর নিউইয়র্ক থেকে পবিত্র হজ্ব পালনে আগ্রহী ব্যক্তিদের সঠিক নিয়ম ও প্রস্তুতির বিষয়ে ধারণা দিতে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করে নিউইয়র্কের জনপ্রিয় ট্রাভেল এজেন্সি 'জমজম ট্রাভেল'। জ্যাকসন হাইটসের একটি মিলনায়তনে গত ১০ মে বিকেলে যৌথভাবে এই সেমিনারের যৌথ আয়োজক ছিল 'রওফ মিনা'। আয়োজকেরা জানান, হজ্বযাত্রীরা যাতে কোনো প্রকার বিড়ম্বনা ছাড়াই নির্বিঘ্নে তাদের ইবাদত সম্পন্ন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে হজ্বের সফরকালীন স্বাস্থ্যবিধি এবং সৌদি আরবের বর্তমান নিয়মকানুন, দলবদ্ধভাবে চলাফেরা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে করণীয় ধারণা দেওয়া হয়। সেমিনারে হজ্বের এরপর ৪৬ পৃষ্ঠায়

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com
JACKSON HEIGHTS OFFICE
ফ্রি কনসালটেশন
74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

• Do you want apply for a green card? • Are you being deported? • Are you having credit card problems?
• Are you unable to pay your debts? • Has your bank account been sealed?
• Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

Call: 718-263-5999

• তুলনামূলকভাবে কম ফি • সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।

Asif Mortuza

NYI
NY INSURANCE BROKERAGE

NY INSURANCE BROKERAGE INC

আপনি কি TLC প্লেট নিতে চান??

NY INSURANCE দিচ্ছে আপনাকে সেই সুযোগ

যারা কোভিড-১৯ কালিন সময়ে (মার্চ ৭, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২)
প্লেট সারেন্ডার করেছেন কিন্তু নতুন করে প্লেট নেন নি,
তাদের জন্য টিএলসি নতুন করে প্লেট দিচ্ছে।

এই সুযোগ গ্রহন করতে চাইলে NY INSURANCE-এ দ্রুত যোগাযোগ করুণ

Design & Print by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

SCAN ME

718-476-2025

71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
office@nyinsuranceb.com www.nyinsurancebrokerage.us

সম্পাদকীয়

কারিনার প্রতি অসন্মান সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের স্বীকারোক্তি

কারিনা কায়সার আর নেই। চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর তিনি চলে গেছেন। কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে পরিচিত এই তরুণী জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যা শুরু হয়েছে, তা কোনো সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। কারিনার বাবা কায়সার হামিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে ছাত্রদলের রাজনীতির সাথে সামান্য জড়িত ছিলেন। এরশাদের শাসনামলে খেলোয়ার হিসেবে কায়সারের জনপ্রিয়তায় তাকে ছাত্রদল ডাকসুতে ক্রিড়া সম্পাদক পদে প্রার্থী করেছিল। মা লোপা কলেজ জীবন থেকেই লেখালেখির সাথে জড়িত ছিলেন। আধুনিক মননশীলতায় লোপা ছিলেন অনেকএগিয়ে। শিক্ষাজীবনেই লোপা ফুটবলার কায়সারের সাথে প্রেমে জড়িয়ে পড়েন এবং পরে পারিবারিক সম্মতিতে তাদের বিয়ে হয়। প্রখ্যাত দাবারু রানী হামিদের সন্তান কায়সার। দু পরিবারই সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। কারিনাকে নিয়ে কিছু অসুস্থ মানুষ যা করছে তাতে পরিবার দুটো সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। এমন পরিস্থিতি যেকোন কোন পরিবারের জন্য আর না ঘটে
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের একাংশের কর্মী-সমর্থকেরা কারিনা কায়সারের মৃত্যুতে উল্লাস প্রকাশ করছেন। এমনকি তাঁর মরদেহ নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য পর্যন্ত করছেন। এই ঘটনা কেবল একজন মৃত মানুষের প্রতি অসম্মান নয়, এটি একটি সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি।

> বরং তাঁর মা-বাবার কাছে আমরা প্রমাণ করেছি যে আমরা কারিনা কায়সারের মতো যোদ্ধাদের যোগ্য নই। কারিনা কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। গনতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ দেখার প্রত্যয়ে কোটি কেটি অরাজনৈকিতক মানুষের সাথে রাজপথে ছিলেন। স্বপ্ন ছিল একটি প্রকৃত গনতান্ত্রিক বাংলাদেশ দেখার। এ আকাংখা থেকে মা বোন শিশু ও আবাধবৃদ্ধবনিতা রাজপথে নেমে আসে। এটা কারিনাদের অপরাধ নয়। তারা জানাজায় গিয়ে 'ঢাকা না দিল্লি'-এ ধরনের শ্লোগানও রাজনৈতিক অপরিপক্কতার সামিল। সবশেষে আর্জি একটাই- আর যেন কোন বোনের কারিনার মতো চরম অবমাননা নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে না হয়। ওপারে ভালো থাকবেন কারিনা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি বদল চেয়েছিল। সেই অভ্যুত্থান সরকার বদলেছে, কিন্তু মানুষের মনের ভেতর যে ঘৃণার বীজ দীর্ঘদিন ধরে বপন করা হয়েছে, তা এখনো শিকড় ছাড়েনি। যে দেশে রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে একজন মৃত নারীর শরীরকে হুমকির লক্ষ্যবস্তু বানানো যায়, সে দেশ সত্যিকারের মুক্তির দিকে এগোচ্ছে না।
কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলটি কেবল রাজনৈতিকভাবে নয়, নৈতিকভাবেও পরাজিত হয়েছে।
জাতিসংঘের নিজস্ব প্রতিবেদনে আওয়ামী লীগ কর্তৃক নিরীহ মানুষ হত্যার প্রমাণ নথিভুক্ত হয়েছে। হাজারের বেশি মানুষকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার পর দলটির নেতৃত্বের, দলটির সমর্থকদের কোনো অনুশোচনা নেই।
১৩ মে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন মৃত্যুবরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি ছিলেন ১ নম্বর সেক্টরের সাব সেক্টর কমান্ডার। তিনি আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতা, অর্থাৎ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। রাষ্ট্র তাঁর দায়িত্ব তোলেনি। রাষ্ট্রীয় গার্ড অব অনার দিয়ে, হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে তাঁকে সসম্মানে বিদায় জানানো হয়। স্থানীয় বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির নেতারা সেই মুহূর্তে সহাবস্থানের নজির রেখেছেন। শান্তিপূর্ণ শেষবিদায় আয়োজনে তাঁরা পরিশ্রম করেছেন। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতো এমনই হওয়া উচিত। কিন্তু আওয়ামী শাসনামলে লেখক ও বুদ্ধিজীবি ড. পিয়াস করিমের মরদেহ শহীদ মিনারে নিতে দেয়া হয়নি। তার মৃত্যু নিয়ে অশ্লীল গল্প সাজানো হয়েছিল।

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

গণতন্ত্রীরা ব্যর্থ হলে উগ্র শক্তির প্রভাব আরও বাড়বে

আবুল কাসেম ফজলুল হক

কোনো একটি গোষ্ঠীকে রাজনীতি থেকে নাই করে দেওয়ার মনোবাসনা যে খুব কাজের কথা নয়, সেটা ইতিহাস ঘাঁটলেও স্পষ্ট হয়। রাজনীতিকে রাজনীতি দিয়েই মোকাবিলা করতে হয়। চর্চার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার মাধ্যমেই শুধু অগণতান্ত্রিক শক্তিকে রোধ করা সম্ভব
চিন্তার দিক থেকে বাংলাদেশে বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর একটা বিশৃঙ্খলা চলছে। যে দলগুলো প্রগতিশীল ও মার্কসবাদী বলে নিজেদের দাবি করে, তাদের চিন্তাধারা বর্তমান সময়ের নিরিখে সুশৃঙ্খল নয়। এক ধরনের আবেগ থেকে আগেকার মর্কসবাদীদের চিন্তাধারাতেই তারা এখনো পরিচালিত হচ্ছেন। কিন্তু আগের মার্কসবাদীদের চিন্তায় ভুল থাকায় নিজেরা টিকতে পারেনি, উন্নতি করতে পারেনি। একটা ভুল চিন্তাধারায় যদি পরবর্তী প্রজন্ম অগ্রসর হয়, তাহলে তারাও চলে যায় ভুল পথে। এদিক থেকে দেখলে প্রগতিশীল দলগুলো ভুল পথেই অগ্রসর হচ্ছে। অতীতের বামপন্থিরা মনে করতেন, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠন বিলুপ্ত হয়ে যাবে বা সেদিকেই নিয়ে যেতে হবে; কিন্তু বাস্তবতা হলো, ধর্মভিত্তিক দলগুলো চাইলেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে না। যদিও তাদের মধ্যে নানা বিরোধ ও মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- তাবলিগ জামাত মনে করে, 'জামায়াতে ইসলামীর ইসলাম-সম্পর্কীয় ধারণা ভুল।' আর জামায়াতে ইসলামী তাবলিগ জামাত সম্পর্কে মনে করে, 'ওরা ইসলাম বোঝে না, কেবল ইবাদত-বন্দেগি বোঝে।' এখানে বুঝতে হবে বামপন্থিদের, ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে থাকতে দিতে হবে; কারণ, বিষয়টা তো চিন্তার ও আবেগের। ইসলাম তো শুধু ইবাদত-বন্দেগি নয়, এটার রাজনৈতিক দিক রয়েছে। হজরত মুহাম্মদ (সা.) কেবল ধর্মীয় নেতা নন; তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান, মদিনা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তার মৃত্যুর পর আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী (রা.) ছিলেন; তারাও করেছেন রাজনীতি। তারা একদিকে রাষ্ট্রপ্রধান, অন্যদিকে ছিলেন ইমাম। তাদের জীবন ভালো করে দেখলে দেখা যাবে যে তারা মনে করতেন, শুধু ইবাদত-বন্দেগি নয়; রাজনীতির জায়গাটিও ইসলামসম্মত হতে হবে, তাহলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এ সময়ের ধর্মভিত্তিক দলগুলোও এভাবেই ভাবে, কখনো কখনো তা প্রকাশ্যেও তারা বলে। ফলে ধর্মীয় শক্তিকে বিলুপ্ত করা কঠিন। তবে গণতন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রীরা যদি বাস্তবতার নিরিখে জনগণের সামনে উন্নততর চিন্তাধারা উপস্থাপন করতে পারে এবং তা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে, তাহলেই ধর্মীয় শক্তি দুর্বল হয়ে যাবে। তারা জনসমর্থন পাবে না। তা ছাড়া 'আমরাই থাকব', 'ওদের বিলুপ্ত করতে হবে'- এ ধারণা সঠিক মনে হয় না, ইতিহাসের দিকে তাকালেও এটি সঠিক বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। একদিকে ধর্ম যেমন মানুষের মর্মগত বিষয়, অন্যদিকে ধর্ম অবলম্বন করে রাজনীতি চালিয়ে নিতে চাওয়া কিছু না কিছু লোক থেকেই যাবে।
বাংলাদেশের মানুষের যে সাংস্কৃতিক মূল ভিত্তি, তা কিন্তু অনেক শক্তিশালী। হাজার বছরের সেই ভিত্তিটা উপড়ে ফেলা এত সহজ নয়। সাময়িকভাবে মানুষকে উত্তেজিত করা যায়, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না
এখন রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের প্রকাশ্য কোনো সম্পর্ক নেই ইউরোপে কিংবা আমেরিকায়। ধর্ম হলো গির্জায় আর ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্র একসঙ্গে, অবিচ্ছেদ্য। বলা হতো যে, ধর্ম যদি ব্যক্তিগত বিষয় হয় আর রাজনীতি যদি সমাজ-রাষ্ট্র চালায়, তবে তো ইসলাম এবং এই আধুনিক রাজনীতি হবে সাংঘর্ষিক। একসময় দ্বন্দ্ব হয়েছেও, কিন্তু ইসলামিস্টরা এটা মেনে নেয় না। তারা মনে করে, রাষ্ট্র ও ধর্ম একসঙ্গে।
এখন আমাদের দেশের রাজনীতিতে ইসলামিস্টদের এ ধারণাটা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে খুব আবেদন সৃষ্টি করে। কারণ তারা মনে করে, রাষ্ট্র যদি ইসলামিক হয় তাহলে চুরি, ডাকাতি, জেনা, ব্যভিচার এগুলো সব দূর হয়ে যাবে, সমাজ সুন্দর হবে। অথচ ইতিহাস বলে যে, ধর্ম দিয়ে রাষ্ট্র এবং সমাজকে ভালো করা যায় না। মানুষের মধ্যে জাগিয়ে দিতে হয় নৈতিকবোধ। সেই নৈতিকবোধ ধর্ম দিয়ে একরকম জাগ্রত করা যায়, আবার জাগ্রত করা যায় যুক্তি-চিন্তা দিয়েও। আমরা যদি শুধু ধর্ম দিয়ে মানুষকে

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

> একটা জিনিস পরিষ্কার, আমরা চাই বা না চাই, ধর্মীয় শক্তি এই পৃথিবীতে এবং আমাদের বাংলাদেশেও থাকবে। তবে তারা কতটুকু প্রভাবশালী হবে, তা নির্ভর করবে যারা প্রগতিশীল বা গণতান্ত্রিক রাজনীতি করেন, তাদের সফলতার ওপর। এখন যে বিশৃঙ্খলাটা দেখা যাচ্ছে, এটা অনেকটা দীর্ঘদিনের চাপা পড়া ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু ইতিহাস বলে, মানুষকে শেষ পর্যন্ত একটা যুক্তিবাদী এবং মানবিক ব্যবস্থার দিকেই ফিরে আসতে হয়

বাংলাদেশ কি বিভাজনের রাজনীতি থেকে বের হতে পারবে

আসিফ বিন আলী

যে অভাবনীয় ঐক্য নিয়ে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালি জাতি, স্বাধীনতার কিছুকাল পরেই তা যেন রূপকথার মতো হয়ে গেল। পঁচাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশে মৌলিক জাতীয় ইস্যুতে বিভাজন যেন আমাদের বিধিলিপি হয়ে আছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির উত্তরণ ঘটাতে এর সমাধান জরুরি।
বিভাজনের রাজনীতি হলো এমন রাজনৈতিক চর্চা, যেখানে মতপার্থক্যকে গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা হিসেবে না দেখে সমাজকে স্থায়ীভাবে 'আমরা' ও 'তারা' শিবিরে ভাগ করা হয়। এতে প্রতিপক্ষকে শুধু ভুল রাজনৈতিক অবস্থানের মানুষ হিসেবে নয়; নির্মাণ করা হয় জাতি, ধর্ম, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র বা রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে। ফলে রাজনীতি নীতি, কর্মসূচি ও জবাবদিহির প্রতিযোগিতা না থেকে পরিচয়, স্মৃতি, প্রতিশোধ ও অস্তিত্বের লড়াইয়ে পরিণত হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ বিভাজন শুধু দলীয় রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়; এটি ইতিহাস, রাষ্ট্রের চরিত্র, বিচারবোধ, স্মৃতির ব্যবহার এবং সামাজিক সম্পর্কের ভেতরেও গেছে ঢুকে। তাই রাজনীতিবিদরা যেমন সমাজকে কলুষিত করেন, সমাজও প্রতিশোধ ও পক্ষপাতের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে কলুষিত করে রাজনীতিকে।
স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ জন্ম নেয় এক গভীর ক্ষত নিয়ে। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে প্রশাসনিক ভাঙন, অস্ত্রের বিস্তার এবং দুর্ভিক্ষ একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্য ছিল বিশাল বোঝা। কিন্তু স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই সংকট গণতান্ত্রিকভাবে সামলাতে পারেনি। ১৯৭৫ সালের বাকশাল প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর বড় আঘাত হিসেবে থেকে যায়। রাজনৈতিকভাবে এর ফল দাঁড়ায় বিরোধিতা দমনের পথ প্রশস্ত করা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এটি শুধু একজন রাষ্ট্রপ্রধানের হত্যাকাণ্ড ছিল না, স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি ছিল সহিংস ক্ষমতা পরিবর্তনের এক ভয়াবহ সূচনা। এরপর সামরিক শাসন, পাল্টা অভ্যুত্থান, বিচারহীনতা এবং ইনডেমনিটির সংস্কৃতি রাষ্ট্রকে দীর্ঘদিন করেছে তাড়া।
এরপর আসে আরেকটি বড় রাজনৈতিক ট্রমা, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান সামরিক সংগঠক ও পরে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড। ১৯৮১ সালের ৩০ মে হওয়া এ হত্যাকাণ্ডও আমাদের রাজনীতিতে আরেক স্তরের অবিশ্বাস তৈরি করে। একটি রাষ্ট্র যখন তার প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি এবং আরেক রাষ্ট্রপতি হত্যার স্মৃতি নিয়ে এগোয় কিন্তু সেই স্মৃতিগুলোকে ন্যায়বিচার ও রাষ্ট্রচিন্তার ভেতর স্থাপন করতে পারে না, তখন রাজনীতি স্বাভাবিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গায় থাকে না। তা হয়ে ওঠে স্মৃতির যুদ্ধ।
বাংলাদেশের আরেকটি বড় ব্যর্থতা ছিল ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধ এবং বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের প্রশ্নে দ্রুত, নির্মোহ এবং বিশ্বাসযোগ্য বিচার নিশ্চিত করতে না পারা। এ বিলম্বের ফলে সমাজে ক্ষত শুকায়নি, বরং রাজনৈতিকভাবে একে ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী, যে দল ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর দমননীতির সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে যুক্ত ছিল, তাকে পরবর্তী সময়ে বিনা বিচারে স্বনামে রাজনীতিতে ফিরে আসতে দেওয়া হয়। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নটি ন্যায়বিচারের প্রশ্ন না হয়ে, বারবার দলীয় লাভক্ষতির প্রশ্নে পরিণত হয়েছে।
বাংলাদেশ বিভাজনের রাজনীতি থেকে বের হতে পারবে কি না- এর উত্তর দ্বিধাময়। ইতিহাস আমাদের হতাশ করে কিন্তু নিরাশ করে না। কারণ, এ দেশ বহুবার অসম্ভবের ভেতর থেকে সম্ভব তৈরি করেছে
নব্বইয়ের গণআন্দোলন আমাদের সামনে অন্যরকম সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, বাম দল, ছাত্রসমাজ, পেশাজীবী সমাজ-সবাই মিলে এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। ওই মুহূর্তে বাংলাদেশের রাজনীতি দেখিয়েছিল, যৌথ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সম্ভব। ১৯৯১ সালের নির্বাচনও গণতান্ত্রিক প্রত্যাবর্তনের আশা তৈরি করেছিল। কিন্তু সেই আশা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। নির্বাচনব্যবস্থা বিশ্বাসযোগ্য করার প্রশ্নে রাজনৈতিক ঐকমত্য ভেঙে পড়ে। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির একতরফা নির্বাচন এবং তার পরবর্তী গণআন্দোলন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকে সাংবিধানিক রূপ দেয়। ১৯৯৬ সালের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালু হয়।
কিন্তু সমস্যা হলো, আমরা প্রতিষ্ঠান বানাই, তারপর সেই প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ভাঙি। ২০০১ সালে ক্ষমতা শান্তিপূর্ণভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে হস্তান্তর করে নির্বাচন হওয়া একটি ভালো উদাহরণ ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই ব্যবস্থার ওপরও আস্থা নষ্ট হয় ২০০৬ সালে। ২০০৬-০৮ সালের সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার, মাইনাস টু রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে অভিযানের নির্বাচিত ব্যবহার- সব মিলিয়ে গণতন্ত্র আবারও সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক অভিভাবকত্বের ছায়ায় চলে যায়।
এখানেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বড় সমস্যা। আমরা গণতন্ত্র চাই কিন্তু প্রতিপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে গণতন্ত্র চাই না। আমরা বিচার চাই কিন্তু নিজের পক্ষের অপরাধকে বিচারযোগ্য মনে করি না। আমরা

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

> ইতিহাস আমাদের হতাশ করে কিন্তু পুরোপুরি নিরাশ করে না। কারণ, এ দেশ বহুবার অসম্ভবের ভেতর থেকে সম্ভব তৈরি করেছে। কিন্তু এবার কাজটা কঠিন। শুধু সরকার পরিবর্তন করে হবে না। দরকার রাজনৈতিক ভাষার পরিবর্তন। দরকার এমন নাগরিক সংস্কৃতি, যেখানে প্রতিপক্ষকে হারানো যায় কিন্তু অপমান করা যায় না; বিচার করা যায় কিন্তু মবের হাতে তুলে দেওয়া যায় না; স্মৃতির সমালোচনা করা যায় কিন্তু স্মৃতি ভাঙা যায় না

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

প্রতিবেশীর দ্বন্দ্ব: হুংকারের রাজনীতি নাকি বিবেকের ডাক?

সহিদুল আলম স্বপন

দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রে আবারও আঁধার ঘনিয়ে আসছে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফের সাম্প্রতিক বক্তব্য এবং ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর পাল্টা হুঁশিয়ারি মিলিয়ে যে উত্তাপ তৈরি হয়েছে, তা নিছক বাগযুদ্ধ নয় এটি একটি সুগভীর কৌশলগত সংকটের দৃশ্যমান অংশ মাত্র। যখন দুটি পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র প্রকাশ্যে পরস্পরকে 'ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়ার' ভাষায় কথা বলে, তখন সেই উচ্চারণ কেবল কূটনৈতিক অসংযমের নিদর্শন নয়, বরং তা গোটা উপমহাদেশের প্রায় দুই শত কোটি মানুষের অস্তিত্বকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার নিরিখে একটি গভীর, নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক বিশ্লেষণ আজ কেবল সময়ের দাবি নয়, এটি ঐতিহাসিক দায়িত্বও বটে।

প্রথমেই বুঝতে হবে, এই সংকটের শিকড় কতটা গভীরে প্রোথিত। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের রক্তাক্ত স্মৃতি থেকে শুরু করে কাশ্মীর প্রশ্ন, তিনটি পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ, কার্গিল সংঘাত এবং একাধিক সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা সব মিলিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক এমন একটি জটিল গ্রন্থিতে আবদ্ধ যা সহজে খোলার নয়। পেহেলগাম হামলা এবং তার পরবর্তী সামরিক উত্তেজনা সেই পুরনো ক্ষতে নতুন করে নুন ছিটিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো, উভয় দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই ক্ষতকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা না করে বরং ঘরোয়া রাজনীতির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে আসছে দশকের পর দশক ধরে। খাজা আসিফ যখন সুনির্দিষ্ট বিজয় দাবি করেন এবং দ্বিবেদী যখন পাকিস্তানকে ভূগোল থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি দেন, তখন উভয় বক্তব্যের পেছনেই কাজ করে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ। জাতীয়তাবাদের আবেগকে উসকে দিয়ে ক্ষমতার ভিত মজবুত করার এই পুরনো কৌশল দুই দেশেই সমান কার্যকর এবং সমান বিপজ্জনক।

বিশ্বের ইতিহাসে পারমাণবিক শক্তিধর দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ কখনো হয়নি এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সত্য। স্নায়ুযুদ্ধের চার দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কোরিয়া থেকে ভিয়েতনাম, কিউবা থেকে আফগানিস্তান সর্বত্র প্রক্সি যুদ্ধ লড়েছে, কিন্তু সরাসরি মুখোমুখি হয়নি। ১৯৬২ সালের কিউবান মিসাইল সংকটে পৃথিবী পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেনেডি ও ক্রুশ্চেভ উভয়েই পিছু হটেছিলেন কারণ উভয়ই জানতেন, পারমাণবিক যুদ্ধে কোনো বিজয়ী থাকে না, থাকে শুধু ধ্বংসস্তূপ। ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃত্বকে এই পাঠ আজ নতুন করে আত্মস্থ করতে হবে। কারণ উপমহাদেশের ভৌগোলিক ঘনত্ব, জনসংখ্যার বিশালতা এবং পারমাণবিক অস্ত্রের পরিমাণ বিবেচনায় এখানে যেকোনো পারমাণবিক সংঘাতের পরিণতি হবে মানব সভ্যতার ইতিহাসে অভূতপূর্ব বিপর্যয়।

সিন্ধু পানিচুক্তির প্রশ্নটি এ প্রসঙ্গে বহুমাত্রিক তাৎপর্য বহন করে। ১৯৬০ সালে বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত এই চুক্তি তিনটি যুদ্ধ, অগণিত সংঘাত এবং দীর্ঘ কূটনৈতিক শৈত্যের মধ্যেও টিকে ছিল যা প্রমাণ করে আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো ও বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা রাখলে সংকট মোকাবেলা সম্ভব। পার্মানেন্ট কোর্ট অব আরবিট্রেশনের সাম্প্রতিক রায় পাকিস্তানের পক্ষে গেছে এটি একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত। কিন্তু একই সঙ্গে এই বিষয়টিও স্মরণ রাখা জরুরি যে পানিসম্পদ ভবিষ্যতে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় সংঘাতের কারণ হয়ে উঠতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হিমালয়ের হিমবাহ দ্রুত গলছে, সিন্ধু অববাহিকার পানিপ্রবাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে সামরিক উত্তেজনা বাড়ানোর পরিবর্তে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় যৌথ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সহযোগিতা গড়ে তোলা উভয় দেশের জন্যই অস্তিত্বের প্রশ্ন।

আফগানিস্তান প্রসঙ্গে খাজা আসিফের উদ্বেগের মধ্যে একটি বাস্তব সত্য আছে। আফগানিস্তানের ভূখণ্ড থেকে পরিচালিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য সত্যিকারের হুমকি। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান 'ভারতের প্রক্সি' তত্ত্বে নেই। আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান প্রতিযোগিতা কাবুলকে একটি ভূ-রাজনৈতিক দাবার বোর্ডে পরিণত করেছে, যার মূল্য দিচ্ছে আফগান জনগণ। ইরানের সঙ্গে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের যৌথ সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, মাদক পাচার রোধ এবং সন্ত্রাসবাদ দমনে আঞ্চলিক সহযোগিতার একটি কার্যকর কাঠামো তৈরি করা সম্ভব যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকে। চীনের মধ্যস্থতায় ২০২৩ সালে সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ প্রমাণ করেছে যে দশকের পর দশকের শত্রুতাও কূটনৈতিক সাহস ও তৃতীয় পক্ষের সক্রিয় ভূমিকায় অতিক্রম করা যায়।

ইসরায়েল ও ইরান প্রশ্নে খাজা আসিফের বিশ্লেষণ আংশিকভাবে সঠিক হলেও এটি একটি বিপজ্জনক যুক্তিরেখাও তৈরি করে। মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতকে দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে টেনে আনলে সমস্যা সমাধান হয় না, বরং জটিলতা বাড়ে। ইসরায়েল-ভারত কৌশলগত সম্পর্ককে 'পাকিস্তানবিরোধী অক্ষ' হিসেবে উপস্থাপন করা যেমন অতিসরলীকরণ, তেমনি পাকিস্তান-চীন-তুরস্ক-মালয়েশিয়া সম্পর্ককে 'ইসলামিক ব্লক' হিসেবে দেখাও একইভাবে বিভ্রান্তিকর। এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

পরিশেষে বলতে হয়, ইতিহাসের বিচারে নেতারা দুভাবে স্মরণীয় হন, হয় তারা যুদ্ধ জিতে ক্ষণিকের বীর হন, নয়তো শান্তি প্রতিষ্ঠা করে চিরকালের মহান হন। নেলসন ম্যান্ডেলা বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে যতটা না স্মরণীয়, তার চেয়ে বেশি স্মরণীয় ক্ষমা ও পুনর্মিলনের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকাকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। আনোয়ার সাদাত ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি করে নিজের জীবন দিয়েছিলেন, কিন্তু ইতিহাসে তিনি সাহসী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে চিরস্থায়ী আসন পেয়েছেন। ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃত্বের সামনেও সেই বিকল্প খোলা আছে। 'ইতিহাসে বিলীন' করার ভাষা নয়, 'ইতিহাস রচনার' সাহসই আজ দুই দেশের জনগণের প্রত্যাশা। দুই শত কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই সিদ্ধান্তের ওপর এবং সেই দায়িত্বের ভার কোনো সামরিক বিজয়ের দাবি বা কূটনৈতিক হুংকারে লঘু করার সুযোগ নেই

ইরানিদের কষ্ট যেভাবে ওয়াশিংটনের পুঁজি

জেনি উইলিয়ামস

ওয়াশিংটনের একটা অদ্ভুত রেওয়াজ আছে। ইরান নিয়ে আলোচনা শুরু হলেই তাদের মুখে খই ফোটে। গণতন্ত্র, নারী অধিকার, পরমাণু অস্ত্র রোধ আর আঞ্চলিক শান্তির ফিরিস্তি শুরু হয়। কিন্তু গল্পটা শেষ হয় অন্য জায়গায়। শেষমেশ খাতা খুলে দেখা যায়, পড়ে আছে শুধু নিষেধাজ্ঞা, হুমকি, রণতরী আর বোমা। ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তি থেকে আমেরিকা যখন বের হয়ে গেল, তখন থেকেই তাদের নানারকম জোরজবরদস্তিকে 'উদ্বেগ' হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ২০২৬ সালের মে মাসের বাজারে একদিকে আমেরিকার শান্তি প্রস্তাবের খসড়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল, অন্যদিকে ট্রাম্প অনবরত হুমকি দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট নতুন করে হামলার হুমকি দিয়ে ইরানকে হরমুজ প্রণালি খুলে দিতে বলছিলেন। মুখের কথা আর আসল কাজের মধ্যে এই যে ফারাক, এটা এখন আর লুকানো কোনো কূটনীতি নয়। এটাই আসল ক্ষমতা। ক্ষমতার দম্ভ।

আমেরিকার ইরান নীতির সংকট এখানেই স্পষ্ট। তাদের নীতিতে নৈতিকতার বালাই নেই। সাধারণ ইরানিদের দেখানো হয় সহানুভূতির পাত্র হিসেবে। তারপর তাদের ওপরই চাপানো হয় এমন সব নিয়ম, যাতে তাদের রোজকার জীবনটাই একটা যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাংক অচল। জাহাজ চলাচল বন্ধ। ওষুধ নেই। খাবারের দাম আকাশছোঁয়া। আমদানির খরচ বাড়ছে। সাধারণ মানুষের সঞ্চয় কর্পূরের মতো উড়ে যাচ্ছে। আর তাদের ওপরই মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরও কঠোর হচ্ছে।

যুদ্ধ তো আর শুধু ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লে শুরু হয় না; যুদ্ধ শুরু হয় বোমা মারার অনেক আগে। ওয়াশিংটনের ঠান্ডা ঘরের শুনানিতে, টিভি স্টুডিওর টক শোতে; থিংকট্যাংকের রিপোর্টে বাজানো হয় যুদ্ধের দামামা। বড় বড় দাতার বৈঠকে আর সংবাদপত্রের চটকদার শিরোনামে যুদ্ধের সলতে পাকানো হয়। আমজনতাকে বোঝানো হয়- কূটনীতি আসলে বোকাদের খেলা। গায়ের জোর দেখানোই একমাত্র রাস্তা। হরমুজ প্রণালির চলমান সংকটে এই চেনা ছকটাই আবার দেখা যাচ্ছে। যে জলপথ দিয়ে গোটা দুনিয়ার সিংহভাগ জ্বালানি যেত, তা এখন হুমকি আর দরকষাকষিতে অচল। ট্রাম্প তো এক কাঠি ওপরে। যেসব চীনা সংস্থা ইরান থেকে তেল কিনছে, তাদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তোলা হবে কি না, তা নিয়ে দরদাম করছেন। এটা কোনো নৈতিক প্রশ্ন নয়। এটা বিশ্ব রাজনীতির দাবার বোড়ে। নিজের আখের গোছানোর চাল। এখানেই খেরোখাতায় নাম ওঠে লবিস্ট আর টাকার। 'আইপ্যাক' এর কথাই ধরা যাক। তাদের কাজ হলো ইসরায়েলপন্থীদের ভোটে জেতানো, আর যারা আমেরিকার এই ইসরায়েল-প্রেমের সমালোচক, তাদের উপড়ে ফেলা। খাতা-কলমে এটা আইনি রাজনীতি। কিন্তু আইনি হলেই কি তা ন্যায়সংগত? ২০২৬ সালে ইলিনয়ের মাত্র ৬টি সংসদীয় আসনের নির্বাচনে এসব বাইরের গোষ্ঠী আর আইপ্যাক মিলে প্রায় ৭০ মিলিয়ন ডলার ঢেলেছে! সমস্যা এটা নয় যে ভোটাররা ইসরায়েল বা ইরান নিয়ে বিতর্ক শুনছেন। সমস্যা হলো, টাকার জোরে বিতর্কটাকে একতরফা করে তোলা হয়।

ওয়াশিংটন যা দেয়, তা হলো- এক ফোঁটা মায়াকান্না আর তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া একটা কড়া নিষেধাজ্ঞার খসড়া

একই নাটকের পরের অঙ্কটা হলো 'ইরান ইন্টারন্যাশনাল' আর 'মোজাহেদিন-ই খালক' (এমইকে)। নির্বাসিতদের রাজনীতিকে কীভাবে পশ্চিমি দুনিয়ার বৈধতার থিয়েটার বানানো যায়, এরা তার জ্যান্ত উদাহরণ। 'ইরান ইন্টারন্যাশনাল'-এর দিকে বরাবরই আঙুল উঠেছে। সৌদি আরবের রহস্যময় তহবিল থেকে তারা টাকা পায় বলে অভিযোগ। যদিও তারা সরকারের প্রভাবের কথা অস্বীকার করে। আর এমইকে? ২০১২ সালে আমেরিকা তাদের জঙ্গি তালিকা থেকে বাদ দেয়। এখন আমেরিকার প্রাক্তন কর্তারা তাদের মাথায় তুলে নাচছেন। ভাবখানা এমন, এরাই যেন ইরানের ভবিষ্যৎ। আসল গলদ কিন্তু শুধু টাকায় বা ইতিহাসে নয়; আসল গলদ হলো- একটা গোটা সমাজের বিকল্প হিসেবে এদের খাড়া করা। ইরানের জটিল সমাজ, তাদের ইতিহাস, কান্না, মধ্যবিত্তের লড়াই আর রাজনৈতিক চেতনাকে স্রেফ কিছু চটকদার স্লোগানে মুড়ে দেওয়া হচ্ছে। নির্বাসিতদের এই মাইকটা ওয়াশিংটন ঠিক তখনই বাজায়, যখন তারা ওয়াশিংটনের মনমতো স্ক্রিপ্ট আউড়ে যায়। মানবাধিকারের ভাষা তো মানুষকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু ইরানের ক্ষেত্রে আমেরিকার এই বুলি ঠিক উল্টো কাজ করে। ইরানের নারী, ছাত্র, শ্রমিকদের মঞ্চে আনা হয় সাক্ষী হিসেবে। কিন্তু তাদের নিজেদের যন্ত্রণার দাওয়াই কী হবে, তা ঠিক করার অধিকার তাদের দেওয়া হয় না। তাদের কষ্টটা হয়ে উঠেছে 'পোর্টেবল' বা বহনযোগ্য। সেই কষ্ট নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসে বক্তৃতা ঝাড়া হয়, নিউজ চ্যানেলে ফুটেজ বানানো হয়, দাতাদের নৈশভোজে সহানুভূতি কুড়ানো হয়। আর তারপর? সেই কষ্টের দোহাই দিয়ে চাপানো হয় এমন সব বিধ্বংসী নীতি, যা ইরানিরা কোনোদিন চায়নি। আসল সহমর্মিতা দেখাতে হলে উত্তেজনা কমাতে হবে। কূটনীতির দরজাটা খুলতে হবে। একটা দেশকে জবরদস্তির ল্যাবরেটরি বানানো বন্ধ করতে হবে। কিন্তু ওয়াশিংটন তা করে না। ওয়াশিংটন যা দেয়, তা হলো- এক ফোঁটা মায়াকান্না এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

বেঁচে থাকার সব পথ বন্ধ করো, আর তারপর সেই কান্নাকে নিজেদের 'লেভারেজ' বা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করো। এমনকি তাদের কূটনীতিও আসলে একধরনের চাপ সৃষ্টির কৌশল। সেখানে এই বোধটুকু নেই যে, আঞ্চলিক নিরাপত্তা কোনোদিন স্থানীয় মানুষকে বাদ দিয়ে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। ইরান নিয়ে একটা সুস্থ নীতি যদি তৈরি করতে হয়, তবে ইরানিদের কষ্টকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে। কূটনীতিকে আবার মূল মঞ্চে ফিরিয়ে আনতে হবে। বুঝতে হবে যে গায়ের জোরের একটা সীমা আছে। আর যুদ্ধ এড়ানোর দাওয়াই হিসেবে দেদার নিষেধাজ্ঞা চাপানো বন্ধ করতে হবে। সবশেষে এটা স্বীকার করতেই হবে যে- ভয়, নির্বাসিতদের তামাশা আর ক্ষমতার পালাবদলের দিবাস্বপ্ন ফেরি করে যারা পকেট ভরায়, তাদের হাত দিয়ে অন্তত গণতন্ত্র আসে না

পোশাক বদলেই কি সব সন্তুষ্টি?

> এই পরিবর্তন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে জনআস্থা বৃদ্ধিতে এক নবযাত্রার সূচনার প্রয়াস। পুলিশ বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ স্বভাবতই সরকারের হাতে। সরকার এই হাতেই আবার জনগণের সেবা নিশ্চিত করে। আর সরকার যখন তার হাতকে কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাত হিসেবে পুলিশকে ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালায় অথবা ক্ষমতাকে জোরপূর্বক দীর্ঘস্থায়ী করার মন্ত্রপাঠে সোচ্চার হয়, তখন পুলিশকে তার দায়িত্বে ও কর্মে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। আর এই প্রশ্নের মুখে পুলিশের কোনো সদস্য তার পেশাদারিত্ব বিকিয়ে দিলে তিনি এক সরকারের মেয়াদে থাকেন বহাল তবিয়তে, আর অন্য সরকারের মেয়াদে কপাল পুড়ে যেতে হয় বাধ্যতামূলক অবসরে। পেশাদারিত্ব বজায় রাখলে আইনপ্রয়োগের চেয়ে 'নির্দেশ পালন' কখনো গুরুত্ব পায় না

বদরুল হুদা সোহেল

উনিশ শতকের মার্কিন লেখক Mark Twain এর একটি মজার উপন্যাস রয়েছে। নাম 'The Prince and the Pauper'। উপন্যাসের ঘটনায় ইংল্যান্ডের যুবরাজ এডওয়ার্ডের সঙ্গে টম নামের এক দরিদ্র ছেলের পরিচয় হয়। দু'জনের চেহারায় এতটাই মিল ছিল যে তারা নিজেরাই একে অপরকে দেখে চমকে যায়। মজা করতে গিয়ে তারা তাদের পোশাক বদল করে ফেলে। আর তাতেই ঘটে সব বিপত্তি। রাজপোশাক পরা টমকে কুর্নিশ করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়।
অন্যদিকে জীর্ণ পোশাক পরা প্রকৃত যুবরাজকে ফকির ভেবে বের করে দেয়া হয় প্রাসাদ থেকে। লেখক মূলত হাস্যরসের মাধ্যমে বিষয়টি দেখিয়েছিলেন যে, মানুষ অনেক সময় চেহারা-চরিত্রের চেয়ে পোশাককেই বেশি গুরুত্ব দেয়। এডওয়ার্ড আর টমের পোশাক বদলের কথা মাথায় আসলো পুলিশের পোশাক কের পরিবর্তনের খবরের সূত্র ধরে। সম্প্রতি এ নিয়ে কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। বলেছেন, পোশাকের ওপরের অংশ আগে যা ছিল 'নেভি-ব্লু শার্ট', তাই থাকছে। সঙ্গে খাকি প্যান্ট দেয়া হয়েছে।
পুলিশ বাহিনীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পোশাকে পরিবর্তন আনার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে বলে জানান তিনি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে- পোশাকের এই পরিবর্তনে পুলিশ সদস্যদের মতামতের জরিপের ফলাফল কি প্রতিফলিত হয়েছে? পোশাক পছন্দ নিয়ে স্বয়ং পুলিশ বাহিনী সদস্যদের মাঝে গত মাসে এক জরিপ চালিয়েছে।
জরিপ দেখিয়েছে যে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় পুলিশের জন্য যে পোশাক নির্ধারণ করা হয়েছিল তা পরতে আগ্রহী মাত্র ০.৮৪ শতাংশ পুলিশ সদস্য। আগের পোশাকে থাকতে চায় ৯৬.৫৭ শতাংশ পুলিশ সদস্য। একেবারে নতুন পোশাক চায় মাত্র ২.৫৯ শতাংশ পুলিশ। আগের সময়ে জেলা পুলিশের গাঢ় নীল রঙের শার্ট ও প্যান্ট ছিল।
এতে যদি ৯৬.৫৭ শতাংশ পুলিশের পছন্দ থাকে, তাহলে জরিপের ফলাফল পুলিশের পোশাক পরিবর্তনে পুরোপুরি প্রভাব ফেলতে পারেনি বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পুলিশের পোশাক পরিবর্তন নিয়ে পুলিশ বিভাগে যে দাবি জোরালো হয়, নতুন সিদ্ধান্তে সাময়িক স্বস্তি মনে হলেও প্যান্ট-প্রশ্নে ভবিষ্যতে শঙ্কা থেকেই যায়।
পুলিশের পোশাক নিছক কোনো পরিধেয় বস্ত্র নয়, এটি রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব, শৃঙ্খলা ও দায়িত্বশীলতার প্রতীক। এই পোশাক অপরাধীর জন্য যেমন ভয় আর আতঙ্কের, নিরপরাধীর জন্য তেমনি অভয় আর স্বস্তির। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো একটি নির্দিষ্ট পোশাক চোর-সাধুর ওপর প্রভাব ফেললেও পোশাকের রঙের তারতম্য তাদের মনে তেমন প্রভাব ফেলে না। তাহলে কেন বারবার এই পোশাকে পরিবর্তন? যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও বিভিন্ন সময়ে পুলিশের পোশাকে পরিবর্তন আনা হয়েছে।
মূলত আধুনিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর তাগিদে, আবহাওয়ার সঙ্গে উপযোগী করতে কিংবা মাঠপর্যায়ে কাজের উপযোগী করতে পোশাকে বা রঙে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন হয়েছে। নিরাপত্তা সরঞ্জাম বহনের উপযোগিতাও এই কারণের মধ্যে ছিল। কিছু দেশে পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ও বন্ধুসুলভ ভাবমূর্তি গড়ে তোলার বিষয়ও গুরুত্ব পেয়েছে। আমাদের দেশেও ২০০৪, ২০০৯ ও সর্বশেষ ২০২৫ সালে পুলিশের পোশাকে কম-বেশি পরিবর্তন আনা হয়।
২০০৪ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন ইউনিফর্মের রং ও নকশায় বড় পরিবর্তন আনা হয়। তখন বাহিনীকে আধুনিক ও পেশাদার রূপ দেয়ার গুরুত্ব আলোচিত হয় সকল মহল থেকে। পরবর্তীতে ২০০৯ ও ২০২৫ সালের পোশাক পরিবর্তনের হাওয়া আসে এক একটি নতুন সরকার আগমনের ওপর ভর করে।
২০০৯ সালে পোশাকে আংশিক পরিবর্তন আসার পর কেটে যায় দীর্ঘ ষোলোটি বছর। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও পুলিশ সংস্কারের আলোচনার প্রেক্ষাপটে গত বছর নতুন লোগো ও ইউনিফর্ম চালুর উদ্যোগ নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। এর লক্ষ্য ছিল পুলিশ বিভাগের ভাবমূর্তি পুনর্গঠন ও পুলিশকে আরও জনবান্ধব হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা।
২০২৫ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে পোশাক পরিবর্তনে পুলিশের মতামত উপেক্ষিত থেকেছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে বারবার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পুলিশ সদস্যরা তাদের পোশাক পরিবর্তনের দিকে বারবার সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে।
সরকার প্রথমে বিষয়টি আমলে না নিলেও শেষমেশ পরিবর্তনে সায় দেয়। তবে যেহেতু খাকি রঙের প্যান্ট অন্তর্ভুক্তি নিয়ে পুলিশ সদস্যদের মতামতের জরিপে কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি, তাহলে ভবিষ্যতে পুলিশ বিভাগে এ নিয়ে আবারো যে অভিযোগ উঠবে না তার নিশ্চয়তা কী? পোশাক পরিবর্তন শুধু ইচ্ছার ব্যাপার নয়, অর্থের বিষয়ও এখানে জড়িত। অন্তর্বর্তী সরকারের এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

ভালোবাসা সবার তরে,
ঘৃণা নয়কো কারো পরে

Love for all, hatred for none

বাংলাডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভূবনে স্বাগতম

For more information contact:
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বনু নযীর' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং দু'জন শহীদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ বনু নযীরের যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। বনু নযীর গোত্রের পরিচিতি হলো, এরা মদীনার ইহুদীদের একটি বংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনু নযীর খয়বরের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহরা বলা হতো। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বনু নযীর গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের ষষ্ঠ প্রজন্মে নযীর বিন শাহামের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বনু নযীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.) বনু নযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়াতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও দয়ালু এবং পরকালেও আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দিবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের নিরিখে বনু নযীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উত্তর পূর্ব দিকে (অবস্থিত) ছিল। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি প্রায় আসতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক তথ্য অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর তথ্যও এটিই। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে মা'উনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর ছাড়াও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বনু নযীরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কার কুরাইশ কাফিররা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এবং অওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, [তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।] তোমরা আমাদের নবীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বহিষ্কার করো; নতুবা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদের (নির্মমভাবে) হত্যা করবো। যখন ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে, পাছে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে না আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর একথা শোনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে মক্কার কুরাইশের এই হুমকি আর শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু নযীর গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সম্মত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো তো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতার যতদ্রুত সম্ভব অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা এমন দুরভিসন্ধি করার চিন্তা করে যাতে মহানবী (সা.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন এক স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের এবং আপনাদের পছন্দের হবে। আমাদের লোকেরা আপনার কথা শুনবে। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন মহানবী (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসে। ইহুদীরা যখন খোলা প্রান্তরে আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। ত্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পুনরায় এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ষাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পথিমধ্যেই বনু নযীরের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নারী একজন আনসারী মুসলমানকে এবং পরে মহানবী (সা.)-কে বনু নযীরের সকল চক্রান্তের কথা বলে দেয়। তাই মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন রচয়িতা লিখেছেন, বনু নযীর গোত্র সংগোপনে কুরাইশের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে এবং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও জানিয়ে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশকে চরমভাবে উত্তেজিত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে মা'উনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী (রা.) বনু আমেরের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদান আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বনু নযীরের কাছে গিয়েছিলেন, কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারায় ছিল, 'আইন্না'ওয়ালুহুম্ নীন্ দিয়াত' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি খুবই অন্যায় কাজ করেছ। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি এবং নিরাপত্তার শর্ত ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী (রা.) বলেন, আমি এই সন্ধিচুক্তির বিষয়টি জানতাম না। আমি তাদেরকে মুশরিক মনে করতাম আর তাদের গোত্র আমাদের সাথে প্রতারণাও করেছে। হযরত আমর (রা.) তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। মহানবী (সা.) রক্তপণ সহ সেগুলো পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) শনিবার দিন বনু নযীর গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, মসজিদে কুবায় নামায পড়েন। প্রায় দশজনের মতো মুহাজির ও আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) বনু নযীরকে তাদের বৈঠকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনিও তখন সেখানে আসন গ্রহণ করেন যাতে করে মৃত দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন, যেন তারা দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে তাঁকে সহযোগিতা করে।

এই যুদ্ধাভিযানের কারণ কি ছিল এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.)'র একটি তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন আর এ কারণে এই যুদ্ধ ঠিক কখন আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারেও দ্বিমত রয়েছে। বনু নযীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সকল ঘটনাই ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থান সাপেক্ষে সঠিক। কিন্তু সর্বশেষ যুদ্ধ সেটি ছিল যা বনু আমেরের দু'জন ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের সময় আরম্ভ হয়েছিল, বাকি আল্লাহ্ই ভালো জানেন। রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বনু নযীরের নিকট উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি তাদের কাছে উত্থাপন করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাসেম! আপনি খাবার খেয়ে নিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হাস্যোজ্জ্বলভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী ইহুদীদের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, বনু নযীরের সর্দার হুয়াই বলে, "হে ইহুদীর দল! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশজনেরও কম। এই বাড়ির ছাদে উঠে বড় একটি পাথর ফেলে মুহাম্মদকে (সা.)-কে হত্যা করো, তোমরা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাবে না। যদি তাকে মেরে ফেলতে পারো তাহলে তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আসা তোমাদের সাথীরা মক্কায় ফিরে যাবে এবং এখানে শুধু অওস ও খাযরাজ থাকবে, যারা তোমাদেরই মিত্র। তাই তোমরা যা করতে চাও, এখনই করো"। একথা শুনে এক দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাশ বলে, "আমি বাড়ির ছাদে উঠে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাঊযুবিল্লাহ্) হত্যা করবো"। যখন এসব সলাপরামর্শ করা হচ্ছিল তখন বনু নযীরের এক নেতা সালাম বিন মিশকাম বলে, "হে ইহুদীর দল! তোমরা চাইলে সারাজীবন আমার বিরোধিতা কোরো, কিন্তু আজ আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত করা হবে। আর এটি আমাদের এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তির লঙ্ঘনও বটে।" কিন্তু ইহুদীরা তার কথায় কর্ণপাত না করে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে যে, তারা কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করতে চাই। সম্প্রতি তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা কুরবানির বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এরপর হুযূর (আই.) পাকিস্তানের দু'জন শহীদ ও একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান। শহীদদের একজন হলেন, ৬৪ বছর বয়স্ক মুকাররম গোলাম সারোয়ার সাহেব আর অপরজন হলেন ৩২ বছর বয়স্ক শহীদ মুকাররম রাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব। মণ্ডী বাহাউদ্দিন জেলার সাদুল্লাহপুরে গত ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে একজন মাদ্রাসা ছাত্র সৈয়দ আলী রেযার গুলিতে তারা উভয়েই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করার পর মুকাররম মালেক মুজাফফর খান সাহেবেরও স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের তিনজনের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

Michael Taub, Esq.

Moin Choudhury, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা

IMMIGRATION
(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

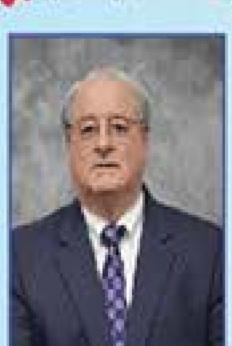

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

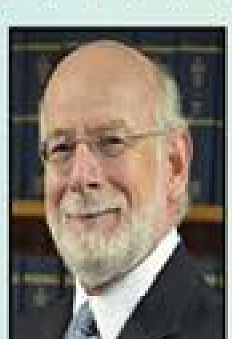

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

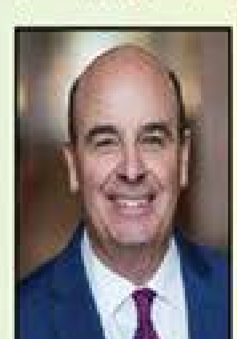

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States. Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.

শেখ হাসিনার শাসনামলে সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ ও সাংবাদিক নিপীড়ন

> তখন এটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শেখ হাসিনার সরকার কেবল রাজনৈতিক অধিকারই হরণ করেনি, দেশের মানুষের জানার অধিকার এবং সত্য প্রকাশের স্বাধীনতাকেও পুরোপুরি শিকলবদ্ধ করে রেখেছিল। অতীতের সেই বিভীষিকাময় অধ্যায় আজকের এবং আগামী দিনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য বড় শিক্ষা, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো স্বৈরাচারী শাসক সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর এমন নির্মম ও পদ্ধতিগত আক্রমণ চালানোর দুঃসাহস দেখাতে না পারে। লেখায় অনেকের নাম আসেনি। কত শত সাংবাদিককে যে অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয়েছে তার হিসেব নেই । কেবলমাত্র তৎকালীন অবস্থাকে তুলে ধরার জন্য কয়েকজনের নাম উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছি। কিছু ঘটনাকে সামনে এনে পরিস্থিতির কোন পর্যায়ে ছিলো সেটির ধারণা দিয়েছি। আমার এই সীমাবদ্ধতার জন্য আগাম ক্ষমা প্রার্থী

আবু জুবায়ের

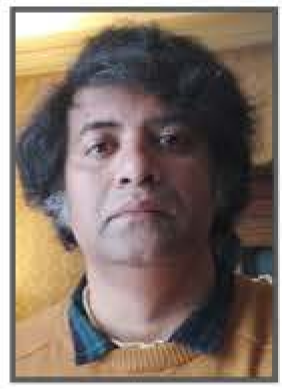

আজকের ২০২৬ সালের বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যখন আমরা অতীতের দিকে তাকাই, তখন শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের এক বিশাল পালাবদল আমাদের চোখে পড়ে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার এক ঐতিহাসিক ও রক্তক্ষয়ী গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের চূড়ান্ত পতন ঘটে। এরপর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রের ক্রান্তিকালীন দায়িত্ব পালন করে। সেই অন্তর্বর্তীকালীন পর্বের সমাপ্তির পর জনগণের ভোটাধিকার ও ম্যান্ডেট নিয়ে বর্তমানে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু আজকের এই পরিবর্তিত ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের স্বাধীনতায় শ্বাস নেওয়ার আগে, দেশের সাংবাদিক সমাজকে শেখ হাসিনা সরকারের দীর্ঘ দেড় দশকে যে ভয়াবহ, বিভীষিকাময় ও দমবন্ধ করা পরিস্থিতি পার করতে হয়েছে, তা স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদমাধ্যম ক্ষমতার জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে 'চতুর্থ স্তম্ভ' হিসেবে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত শেখ হাসিনার শাসনামলে সাংবাদিকতা এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ধারণাটিকে সুপরিকল্পিতভাবে পদদলিত করা হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়ে দৃশ্যত দেশে টেলিভিশন চ্যানেল ও পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে একটি 'মিডিয়া বুম' বা সম্প্রসারণের মায়াজাল তৈরি হলেও, প্রকৃত সাংবাদিকতা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে সরকারের জনসংযোগ হাতিয়ারে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছিল।

শেখ হাসিনার সরকারের আমলে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতার যে চরম অবনতি ঘটেছিল, তার সবচেয়ে বড় ও বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ হলো প্যারিস-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স' এর প্রকাশিত বিশ্ব মুক্ত

গণমাধ্যম সূচক। ২০০৯ সালে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণ করে, তখন ১৮০টি দেশের মধ্যে এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২১তম । কিন্তু সরকারের লাগামহীন দমন-পীড়ন এবং ভয়ের সংস্কৃতির কারণে এই সূচকে বাংলাদেশের ধারাবাহিক ও লজ্জাজনক পতন ঘটতে থাকে। সূচকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে বাংলাদেশ ১৫২তম অবস্থানে নেমে আসে । ২০২২ সালে পরিস্থিতি আরও মারাত্মক রূপ ধারণ করে এবং এক ধাক্কায় ১০ ধাপ পিছিয়ে অবস্থান দাঁড়ায় ১৬২তম । ২০২৪ সালের সর্বশেষ প্রকাশিত সূচকে বাংলাদেশ আরও পিছিয়ে ১৬৫তম অবস্থানে পতিত হয় । মাত্র ১৫ বছরের ব্যবধানে সূচকে ৪৪ ধাপের এই ভয়াবহ পতন প্রমাণ করে যে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতার মাপকাঠিতে বাংলাদেশ কীভাবে সুপরিকল্পিতভাবে পিছিয়ে পড়েছিল । আরএসএফ তাদের বিশ্লেষণে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিল যে, শেখ হাসিনার সরকার মিডিয়াকে স্বাধীন সত্তার পরিবর্তে জনসংযোগের হাতিয়ার ভাবত এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার পথে সেন্সরশিপ, সাইবার হয়রানি ও রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সরাসরি হস্তক্ষেপের মতো পদ্ধতিগত বাধা সৃষ্টি করেছিল।

শেখ হাসিনা সরকার সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সবচেয়ে চতুর যে কৌশলটি গ্রহণ করেছিল, তা হলো 'স্বজনতোষী পুঁজিবাদ' এর মাধ্যমে সম্প্রচার মাধ্যমের মালিকানার চরম রাজনীতিকীকরণ। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পরপরই আওয়ামী লীগ সরকার সুপরিকল্পিতভাবে কেবল দলীয় অনুগত এবং আশীর্বাদপুষ্ট ব্যবসায়ীদের বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্স প্রদান শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৯ সালের অক্টোবরে মাত্র একদিনেই ১০টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২০১০ ও ২০১১ সালে আরও বেশ কিছু দলীয় চ্যানেল অনুমোদন লাভ করে । এই রাজনৈতিক লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক ও আদর্শিক আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং জনগণের সম্মতি উৎপাদন করা । মালিকানার এই চরম রাজনীতিকীকরণের ফলে সংবাদমাধ্যমগুলো ক্রমশ সরকারের অঘোষিত মুখপাত্রে পরিণত হয় এবং নিউজরুমগুলোতে এক ধরনের 'স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ' প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

নিজেদের অনুগত গণমাধ্যমের প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি শেখ হাসিনা সরকার অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বিরোধী মতাদর্শের বা সরকারের সমালোচক গণমাধ্যমগুলোকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। ভিন্নমত দমনের এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয় ২০১০ সালে, যখন পূর্ববর্তী বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠিত স্যাটেলাইট চ্যানেল 'চ্যানেল ওয়ান'-এর সম্প্রচার জোরপূর্বক বন্ধ করে দেওয়া হয় । দীর্ঘ ১৬ বছর পর কেবল আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরই চ্যানেলটি পুনরায় সম্প্রচারে ফিরতে সক্ষম হয়। সরকারের রোষানলের অন্যতম শিকার ছিল 'দৈনিক আমার দেশ' পত্রিকা। পত্রিকাটির সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে ২০১০ এবং ২০১৩ সালে দুই দফা গ্রেপ্তার করা হয় এবং উভয় সময়েই পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ

এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

রাজনীতি ও কূটনীতিতে নয়া মেরুকরণের আভাস

আহসান হাবিব বরুন

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি আবারও এক নতুন ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার দিকে এগোচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে ভারতকেন্দ্রিক আঞ্চলিক ভারসাম্যের ভেতরে আবদ্ধ থাকা বাংলাদেশ এখন ধীরে ধীরে বহুমাত্রিক কূটনৈতিক সম্পর্কের দিকে ঝুঁকছে-এমন ধারণা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের কাছে।

আর সেই প্রেক্ষাপটেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ এবং সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সম্ভাব্য বাংলাদেশ সফর, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য চীন সফর এবং শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক অঙ্গনে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ এবং সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের সম্ভাব্য বাংলাদেশ সফরের খবর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও ইসলামাবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি নিশ্চিত করেনি, তবুও কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে-ঢাকা ও ইসলামাবাদের মধ্যে সম্পর্ক পুনর্গঠনের একটি নীরব প্রক্রিয়া অনেক দূর এগিয়ে গেছে। যদি এই সফর বাস্তবায়িত হয়, তাহলে সেটি শুধু একটি কূটনৈতিক সফর হবে না; বরং দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন কৌশলগত মেরুকরণের বার্তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

বিশেষ করে সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্য, শিল্প সহযোগিতা, সমুদ্র যোগাযোগ, নিরাপত্তা সমন্বয়ের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা সহযোগিতার বিষয়ও সামনে এসেছে। ড্রোন প্রযুক্তি, ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি, সামরিক প্রশিক্ষণ এবং প্রতিরক্ষা শিল্প সহযোগিতার মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলো যদি আলোচনায় আসে, তাহলে তা নিঃসন্দেহে আঞ্চলিক রাজনীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করতে পারে।

এদিকে একই সময়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরের আলোচনা এবং পদ্মা ব্যারেজ নির্মাণের ঘোষণা নতুন সমীকরণকে আরও গভীর করেছে। কারণ দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে নদী, পানি, সীমান্ত, বন্দর এবং নিরাপত্তা-সবকিছুই কৌশলগত বাস্তবতার অংশ।

ঠিক এই সময়েই ভারতের একটি প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন সেখানে পলাতক পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনা। বলেছেন, তিনি দ্রুতই "মাথা উঁচু করে" দেশে ফিরবেন। তার এই বক্তব্য নিছক ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উচ্চারণ, নাকি এর পেছনে বৃহত্তর কূটনৈতিক বার্তা রয়েছে-সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। কারণ সময়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

দীর্ঘদিন ধরে ভারত বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদি সরকারের জন্য আওয়ামী লীগ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার। শেখ হাসিনার সরকারের সময় ভারত নিরাপত্তা, ট্রানজিট, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং আঞ্চলিক সংযোগে ব্যাপক সুবিধা পেয়েছে। ফলে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে ভারত পুরোপুরি নির্লিপ্ত থাকবে-এমনটা বিশ্বাস করা কঠিন।

বরং প্রশ্ন উঠছে-এই মুহূর্তে শেখ হাসিনার এমন প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা কি শুধুই তাঁর রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাস, নাকি এটি ভারতের পক্ষ থেকেও একটি কৌশলগত সংকেত? কারণ দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ভারত বাংলাদেশকে শুধু প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে দেখে না; বরং এটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় নিরাপত্তা, বঙ্গোপসাগরীয় কৌশল এবং আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বাস্তবতা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া জোরদার, অনুমতি ছাড়া গরু জবাই নিষিদ্ধ করার মতো সিদ্ধান্তগুলো শুধুই প্রশাসনিক নয়; বরং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মেরুকরণের অংশ হিসেবেও দেখা হচ্ছে। কারণ ধর্মীয় উত্তেজনা ও পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি বিজেপির দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এদিকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাও ক্রমেই দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ সময়ে যে আরটিএ (জএএ) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেটি নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলে। অনেক পর্যবেক্ষক মনে করছেন, এই চুক্তি নিছক অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক সমঝোতা নয়; বরং এটি বৃহত্তর কৌশলগত হিসাবের অংশ। কারণ বর্তমানে বঙ্গোপসাগর এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত-সবাই এই অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব নিশ্চিত করতে চাইছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, সমুদ্রবন্দর, বঙ্গোপসাগরীয় প্রবেশাধিকার এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সংযোগের কারণে বাংলাদেশ এখন বৈশ্বিক শক্তিগুলোর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ভবিষ্যৎ ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করছে। ফলে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, নিরাপত্তা চুক্তি, বাণিজ্যিক সমঝোতা কিংবা কৌশলগত অংশীদারিত্ব-সবকিছুই এখন বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ভেতরে বিবেচিত হচ্ছে।

অন্যদিকে চীন বাংলাদেশকে তার বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখছে। পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আগেই রয়েছে। এখন যদি বাংলাদেশও নতুনভাবে ইসলামাবাদ ও বেইজিংয়ের আরও কাছাকাছি যায়, তাহলে দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত ভারসাম্যে বড় পরিবর্তন আসতে পারে বলেও মনে করেন কেউ কেউ।

এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

> পরিশেষে বলা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্র বদলাচ্ছে। পুরনো জোট দুর্বল হচ্ছে, নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। ধর্ম, সীমান্ত, বন্দর, পানি, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য-সবকিছু এখন ভূরাজনীতির অংশ। আর সেই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। এখন দেখার বিষয়-বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থানকে কতটা দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাতে পারে, কতটা ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে এবং কতটা দৃঢ়ভাবে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। কারণ আগামী দিনের বাংলাদেশকে শুধু অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নয়; বরং বৈশ্বিক শক্তির নতুন মেরুকরণও গভীরভাবে প্রভাবিত করবে। সুতরাং কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করাই হচ্ছে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন

স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০

- ওমরাহ প্যাকেজ
- ওমরাহ ভিসা
- মোয়াল্লেম
- হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট

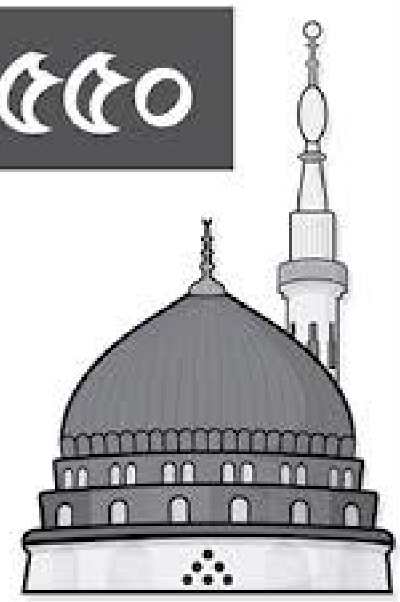

বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

৭৪৯
JFK-Dhaka-JFK Return

আমরা IATA অনুমোদিত | আমরা ARC অনুমোদিত

DELTA AIR LINES · Biman Bangladesh Airlines · American Airlines · Etihad Airways · Qatar Airways · Emirates · Kuwait Airways

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।

আবু তাহের খান	কাঞ্চন	জামান রঞ্জু	কে.এম. শহিদ	মাহির	জাহাঙ্গীর	নিলয়
ট্রাভেল কনসালটেন্ট	ট্রাভেল কনসালটেন্ট	ট্রাভেল কনসালটেন্ট	ট্রাভেল কনসালটেন্ট	ট্রাভেল কনসালটেন্ট	ট্রাভেল কনসালটেন্ট	ট্রাভেল কনসালটেন্ট

NEW YORK OFFICE
73-05 37th Road,
Jackson Heights
NY 11372

ATLANTA OFFICE
4229 1st Ave, Suite B,
Tucker, GA 30084
Tel: 404-704-7753

DHAKA OFFICE
Floor #03, House #09
Road # 17, Block-E,
Banani, Dhaka-1213
+88 01711256872

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

নিউইয়র্ক বইমেলা নিয়ে রামেন্দু মজুমদারের আনন্দময় স্মৃতি

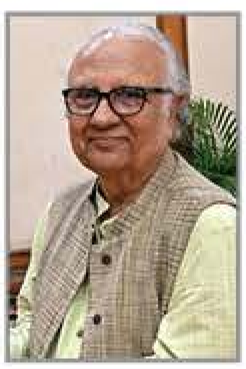

২০১৫-তে ব্রবাহুত হয়ে যোগদান, আর ২০১৮-এ আহুত হয়ে উদ্বোধন– নিউ ইয়র্কের আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ও বাংলা সংস্কৃতি উৎসবের অনন্দময় স্মৃতি হৃদয়ে লালন করছি সেই থেকে। বাংলাদেশ ও ভারতের বাইরে বাংলা বই নিয়ে বইমেলার এতো বৃহৎ আয়োজন আর কোথায়ও হয় না। আর এর কৃতিত্ব মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের, যার চালিকাশক্তি বিশ্বজিত সাহা।

যে তিন-চারদিন বইমেলায় ছিলাম, কী যে আনন্দে কেটেছে সময়টা। উদ্বোধনী প্যারেডে বাংলাদেশের মিছিলের মতো একত্রে পথ হাঁটা– প্রতিবাদে নয়, ভিনদেশে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির জয়গান গেয়ে। কতো পুরনো চেনা মানুষের সঙ্গে আবার দেখা হওয়া, নতুন নতুন প্রবাসী গুণীর সঙ্গে পরিচয়, এক সঙ্গে বসে আড্ডা, চা-কফি খাওয়া– দৃশ্যগুলো এখনও চোখের সামনে ভাসে।

দিনে দিনে বইমেলার সঙ্গে সম্প্রসারিত হয়েছে বাংলা সংস্কৃতি উৎসব, যে আয়োজনে কেবল নামী শিল্পীরা নন, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ আমাদের মনে আশা জাগায়। সময় ধরে একের পর এক আলোচনা বৈঠক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে চিন্তার খোরাক জোগানো সেমিনার, কবি কণ্ঠে কবিতা পাঠ, আবৃত্তি– আর সঙ্গীত তো আছেই। কেবল আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য নয়, কাছাকাছি অনেক দেশ থেকে বাংলা সংস্কৃতির টানে উৎসাহীরা চলে আসে এই বইমেলায়। ওপরে বড়ো মিলনায়তন যেমন দর্শকে পূর্ণ থাকে সবসময়, নীচে বইয়ের পসরার সামনেও তেমনি নতুন নতুন বইয়ের খোঁজে পাঠকের ভীড়। কোন স্টলে নিজের বই বিক্রি হতে দেখে মজাই লাগে।

বিশ্বজিতের দুই ভাই আমার ঘনিষ্ঠ। নোয়াখালীর চৌমুহানীতে যখন আমি কলেজে পড়াতাম, তখন ওর বড়ো ভাই প্রাণজিত ছিল আমাদের আড্ডার সঙ্গী। ছোট ভাই রণজিত ছিল আমার ছাত্র। তাদের সুবাদে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বিনোদন সাংবাদিক হিসেবে বিশ্বজিত আমার প্রিয় হয়ে ওঠে। ভাইয়ের চিকিৎসার জন্যে আমেরিকা গিয়ে কীভাবে দিনরাত প্রচণ্ড পরিশ্রম করে আমেরিকায় বাংলা বইয়ের বাজার সৃষ্টি করে নিজেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে– তা আমার নিজের চোখে দেখা। বিশ্বজিত নিরলসভাবে লেগে ছিল বলে নিউ ইয়র্ক বইমেলা আজকের

এরপর ১৪ পৃষ্ঠায়

স্মৃতি-বিস্মৃতির নিউ ইয়র্ক বইমেলা

রোকেয়া হায়দার

দিনের সব কাজ শেষ করে ঘুমের দেশে যাওয়ার কথা চিন্তা করছি যখন, হঠাৎ তখন মনে পড়লো বহুদিন আগের এক গানের সুর– 'দেয়াল ঘড়িতে এখন অনেক রাত/ বাইরে এখন বৃষ্টি বৃষ্টি/ বেতারে চলেছে অনুরাগিনীর রবীন্দ্র সঙ্গীত'। কেমন যেন মন উদাস করা গানের কথা ঘুম আর আসছে না। এমন সময় ফোনের রাগিণী মৃদু সুরে বেজে উঠল; নিউ ইয়র্কের নম্বর– দিদি জেগে আছেন? একটা জরুরি কথা মানে– অনুরোধ। বলো বিশ্বজিত, এতো রাতে কি আবদার। দিদি দিলারা আপা কেমন আছেন? মনে মনে ভাবলাম কিছু খবর শুনেছে নাকি? স্বনামধন্য লেখিকা, সংবাদপাঠক 'ভয়েস অফ আমেরিকা'র সাংবাদিক আমার দীর্ঘ দিনের সহকর্মী দিলারা হাশেম কিছুটা অসুস্থ, তবে গুরুতর কিছু নয়। বললাম, কেন মোটামুটি ভালোই আছেন।

উনাকে এবারের বইমেলায় নিয়ে আসতে পারবেন? প্লিজ উনাকে এবার মেলায় আসতেই হবে বুঝলাম, 'মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কারের জন্য' এতো দিনে এই সম্মান অর্জন! বললাম দেখি। কথা শেষ। এই ভাবনার মাঝেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাসখানেক সময় আছে। দিলারা আপার বড় মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে, তাঁর নিউ ইয়র্ক যাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। কন্যা ড্রাইভ করে মাকে নিয়ে যাবে। এ হলো ২০১৯ সালের স্মৃতিকথা! আমি বরাবর একদিন আগেই চলে যাই আমার অন্যতম পছন্দের বইমেলার আয়োজনে। ফোনেই খবর পেলাম, মাকে নিয়ে পৌঁছে গেছে হোটেলে। ওখানে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে বইমেলায় আসবেন। কিন্তু খানিক পরই ফোন– মেলার কাছে এসে গাড়ি পার্কিংয়ের সমস্যায় পড়েছে, কী করবে এখন? আমি, বিশ্বজিত এবং বইমেলায় উপস্থিত সেলিনা হোসেন, বইমেলা কমিটির সদস্য গোলাম ফারুক ভূঁইয়া এবং আরো কয়েকজন কী করা যায় ভাবছি। আমরা তিন-চারজন হল থেকে বেরিয়ে গাড়ির কাছে চলে আসি। এরপর একেবারে গাড়ি থেকে বের করে উনাকে নিয়ে ভিতরে মঞ্চের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। উনি মঞ্চে উঠতে পারলেন না। মাইকে ধারা বিবরণী দিয়ে সবাই তাঁকে স্বাগত জানাল। মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার হাতে নিয়ে তাঁর সৃজনশীল জীবন সায়াহ্নে আলোকিত এক নারী অভিভূত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মুক্তধারা এবং উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেশ অনেকটা সময় সবার মাঝেই বসে ছিলেন। তারপর বিদায় জানিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে আনন্দমুখর হল থেকে বেরিয়ে গেলেন। ওটাই ছিল দিলারা আপার জনসমক্ষে শেষ উপস্থিতি। তাঁর প্রিয় বইমেলা থেকেই তিনি জনসমক্ষ থেকে বিদায় নিলেন। এরপর কোভিড শুরু হলো

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

বইমেলায় বিতর্কের বেড়ে ওঠার গল্প

বিরূপাক্ষ পাল

মানুষের জীবনে নববর্ষ, পৌষমেলা বা বসন্ত উৎসব যেমন ঋতুগত অনুভূতি সৃষ্টি করে, নিউ ইয়র্ক বইমেলাও তেমনি এক অনুভূতির সান্নিধ্য ঘটায় প্রবাসী বাঙালির মনে। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মেমোরিয়াল ডে'র ছুটিকে জড়িয়ে এই মেলা হয়ে থাকে। তখন বসন্তের আবেশ থাকে প্রকৃতিতে। আরামদায়ক গ্রীষ্মের মৃদু উষ্ণতা প্রথম পরশ প্রদান করে। পরিবেশ থাকে মধুর।

জ্যামাইকার মাইগ্রেন্ট রিসোর্স সেন্টারের আঙিনায় জমে ওঠে বইমেলা, হৈচৈ, মেলামেশা, ছবি তোলা কিংবা স্মৃতির বাতায়নে পুরানো বন্ধুদের আমোদপূর্ণ সম্মিলন। অনেকগুলো বইয়ের দোকান থাকে চার পাশের বেষ্টনীজুড়ে। একপাশে ঢাক-ঢোল থেকে শুরু কুটির শিল্পের নানা সামগ্রী। অন্যপাশে ফুচকা, সিঙ্গারা, জিলাপি, ছোলা, চা তথা বাঙালির ইত্যাকার মুখরোচক দ্রব্যাদির সমাহারে খাবার দোকানের পশরা। থোকে থোকে চলে নানা আড্ডা আর হাসিমুখের কুশল বিনিময়। স্মার্টফোনে ছবি তোলা বা ভিডিও করার হিড়িক লেগেই থাকে। এ সব মিলিয়ে বইমেলা আমেরিকা প্রবাসী বাঙালির এক প্রাণের মিলনাঙ্গন। প্রবাসে সংস্কৃতির মহোৎসব।

২০১৫ সালে আমি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে প্রধান অর্থনীতিবিদের দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশে যাই। সেবার প্রথম এই বইমেলার অন্যতম সংগঠক ও নিউ ইয়র্ক মুক্তধারার কর্ণধার বিশ্বজিত সাহা ঢাকায় আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বইমেলায় অন্যদের সঙ্গে আমাকেও একজন অতিথি হয়ে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান। তখন নিউ ইয়র্কে অন্য আরেকটি সেমিনারে আমার যোগ দেওয়ার কথা ছিল। সময় মিলে যাওয়ায় আমি সেবারই প্রথম বইমেলায় যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তবে শুধু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকতে পেরেছিলাম। বাঙালির নৃত্যগীতি সম্বলিত একটি শোভাযাত্রাও দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম।

এরপর দীর্ঘ সময় কেটে গিয়েছে। দূর থেকে শুনেছি বইমেলা হচ্ছে। কিন্তু সেভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ হয়নি। ২০২২ সালে আয়োজকদের কাছ থেকে ডাক পাই কোনো একটা অনুষ্ঠানে এককভাবে বিতর্কের ওপর কিছু বলতে। বাংলাদেশে বিতর্কের কর্মশালায়

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

বই-প্রেমিদের উৎসবে মুখরিত হোক নিউইয়র্কের বইমেলা

ম. আমিনুল হক চুন্নু

উৎসবে মুখরিত নিউইয়র্ক, উৎসবে মুখরিত নিউইয়র্কের বাঙালিরা। ঈদ এবং নববর্ষ উৎসবের আমেজ কাটতে না কাটতেই এই নগরীতে শুরু হতে যাচ্ছে ৩৫তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা। আবহাওয়া মনোরম হওয়ার সাথে সাথে শহরে নানা উৎসব আনন্দে ও বর্ণিল সাজে সাজতে শুরু করেছে। শুধু বাঙালিরাই নয়, নানা সম্প্রদায়ের নানা অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক এখন মুখরিত।

কথায় আছে, বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। অর্থাৎ বছরজুড়ে উৎসব লেগেই থাকে। এই উৎসব উদযাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশিরা নিজেদের এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরেছে এই প্রবাসে। বাংলা নববর্ষে ম্যানহাটনের টাইম স্কয়ারকে দখলে নিয়েছে বাংলাদেশিরা। সারাদিন নানান সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় মুখরিত হচ্ছে নিউইয়র্কের এই প্রাণকেন্দ্রটি। এখানেই প্রতিবছর ৩১ ডিসেম্বর রাতে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে ঐতিহ্যবাহী বল ড্রপিং। বিশ্বের মানুষের বহুল পরিচিত এই স্থানটিতে এখন প্রতি পহেলা বৈশাখে অনুষ্ঠিত হয় বাংলা বর্ষ বরণের অনুষ্ঠান। নিউইয়র্কের বাঙালি অধ্যুষিত প্রতিটি এলাকাতেই বিভিন্ন সংগঠন ব্যাপক আয়োজনে উদযাপন করে চলছে নববর্ষ উৎসব।

স্বাগত জানাই এই উৎসবকে। আমরা চাই আনন্দ, হাসি, গানে ভরে উঠুক বিশ্ব। শান্তির ছায়া তলে আনন্দময় হোক মানুষের জীবন। আমরা যখন ঈদ ও নববর্ষ উদযাপনের মধ্য দিয়ে আনন্দমুখর সময় অতিবাহিত করছি, তখন এক অশুভ দুর্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছে সারা বিশ্ব। এ দুর্ভাবনা এক সম্ভাব্য যুদ্ধ নিয়ে, আরো ধ্বংস, আরো হত্যার আশঙ্কা নিয়ে মানুষের সব আনন্দ ম্লান হয়ে যাচ্ছে শক্তিমান দেশগুলোর রণ উন্মাদনায়। এই অস্থির পরিস্থিতিতে উৎকণ্ঠিত শান্তিকামি মানুষ। এ উৎকণ্ঠা আমাদেরও। আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। আমরা চাই, অবরুদ্ধ ইউক্রেন, ইরান, ফিলিস্তিন ও গাজাবাসীর জীবনে আনন্দ আসুক।

তবে সু-দিনের চেয়েও দুর্দিনে আমরা প্রবাসীরা যেন আরো বেশি একাত্ম হয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়াই। একজনের সুখে দশজন কাতর হই। সেই সুখের মধ্যেও শক্তি

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

www.nyboimela.org
বইমেলার ৩৫ বছর
যত বই তত প্রাণ
নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৬
NEW YORK INTERNATIONAL BANGLA BOOK FAIR 2026
•২২ মে, ২০২৬
বিকেল ৬টা থেকে রাত ১১টা
•২৩-২৫ মে, ২০২৬
সকাল ১১টা থেকে রাত ১১টা
স্থান Jamaica Performing Arts Center (JPAC)
153-10 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432
[Take the E Train to Jamaica Center- Persons/Archer Ave station, and exit via 153rd Street & Archer Ave]
শ্রদ্ধাঞ্জলি
জন্মশতবর্ষ
শামসুদ্দীন আবুল কালাম
মহাশ্বেতা দেবী
উদ্বোধক
ইমদাদুল হক মিলন
প্রধান অতিথি
অধ্যাপক রেহমান সোবহান
বিশেষ অতিথি
বব হোলম্যান
সুবোধ সরকার
ফারুক মঈনউদ্দীন
দীপেন ভট্টাচার্য
তৌফিক ইমরোজ খালিদী
সাদাত হোসাইন
সম্মানিত অতিথি
অধ্যাপক ড. রওনক জাহান
ফরিদুর রেজা সাগর
আমন্ত্রিত শিল্পী
অদিতি মহসিন
আমন্ত্রিত লেখক
ড. আবদুন নূর ॥ অধ্যাপক মোস্তফা সারওয়ার
গৌতম দত্ত ॥ কৌশিক সেন ॥ অধ্যাপক বিরূপাক্ষ পাল
নজরুল মিন্টো ॥ অধ্যাপক সৌরভ সিকদার ॥ রুমা মোদক
জাফর আহমদ রাশেদ ॥ মোকারম হোসেন
অধ্যাপক শামীম রেজা ॥ রুদ্র শংকর ॥ ফারুক আহমেদ
আশিক মুস্তফা ॥ পারমিতা হিম
আমন্ত্রণে
ড. নজরুল ইসলাম
আহ্বায়ক, ৩৫তম নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা
অধ্যাপক জিয়াউদ্দিন আহমেদ
চেয়ারপারসন
মুক্তধারা ফাউন্ডেশন
বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও যুক্তরাষ্ট্রের ২৫টি প্রকাশনা সংস্থার অংশগ্রহণ
অঙ্কুর প্রকাশনী ॥ অন্বয় প্রকাশ ॥ অন্য প্রকাশন ॥ অনন্যা ॥ আহমদ পাবলিশিং হাউস ॥ ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ ॥ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ॥ কথাপ্রকাশ
কাকলী প্রকাশনী ॥ কাশবন প্রকাশন ॥ কবি প্রকাশনী ॥ গ্রন্থকুটির ॥ জলধি ॥ নালন্দা ॥ প্রথমা প্রকাশন ॥ বেঙ্গল বুকস ॥ বাতিঘর ॥ বিদ্যাপ্রকাশ
মাওলা ব্রাদার্স ॥ সময় প্রকাশন ॥ সম্পর্ক পাবলিশার্স ॥ সাহিত্যম ॥ ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন ॥ পিজ্জা এন্ড পোয়েট্রি ॥ মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক
আয়োজক
মুক্তধারা ফাউন্ডেশন
Muktadhara Foundation
www.nyboimela.org
Email: nyboimela@gmail.com
Media Partner CHANNEL i
Principal Patrons
Dr. Ziauddin Ahmed
Dr. Fatema Ahmed
Asabur Rahman Sabu
Mita Rahman
ফোন
1 (347) 735-0405, 1 (610) 203-9695
1 (347) 235-3837, 1 (646) 255-2397
1 (646) 323-3223, 1 (347) 656-5106
• শিশু কিশোরদের জন্য
1 (347) 864-1218

আপনার ঘর বা ব্যবসার জন্য
সিকিউরিটি ক্যামেরা ও ভিডিও ডোরবেল দরকার?

- রেসিডেনসিয়াল ও বিজনেসের জন্য ইনডোর ও আউটডোর ইনস্টলেশন।
- প্রফেশনাল সার্ভিস ।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
929-365-1935

এনসিপির সেমিনারে 'গণঅভ্যুত্থানত্তোর বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা

৩ পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঘটনা নয়, এটি দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধের বহিঃপ্রকাশ। তাই একটি দায়িত্বকরের গণতান্ত্রিক, মানবিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র গঠনই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

আলোচনায় উঠে আসে, শুধু সরকার বা মুখ পরিবর্তন হলেই রাষ্ট্র বদলায় না। বছরের পর বছর দলীয়করণ, দুর্নীতি ও ক্ষমতার দম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা প্রশাসনিক কাঠামো এখনো বহাল রয়েছে। জনগণ নতুন বাংলাদেশের স্বপ্নে রক্ত দিলেও রাষ্ট্রযন্ত্রের ভেতরে মৌলিক পরিবর্তনের সাহস এখনো দেখা যাচ্ছে না। কারণ পুরোনো কাঠামো ভেঙে গেলে সুবিধাভোগীদের স্বার্থ ও নিয়ন্ত্রণ হুমকির মুখে পড়ে। তবুও আশা আছে। সামাজিক সম্প্রীতি, সাংস্কৃতিক মুক্তচিন্তা এবং ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই একটি নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব। এমন একটি বাংলাদেশ, যেখানে নাগরিকের মর্যাদা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং জনগণের প্রকৃত ক্ষমতা নিশ্চিত হবে।

এই সেমিনারে স্পীকার ছিলেন মির্জা গালিব, রওশন হক,আহমুদ হায়দার ও নাজনীন নাহার সুলতানা। স্পেশাল গেষ্ট হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন মা, ওয়াহেদ এ খান, আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু, কাজি জহিরুল ইসলাম, সৈয়দ আল আমীন রাসেল, ঈমাম চৌধুরী, তৌফিক চৌধুরী ও মুনা মাহমুদা।

আটলান্টিক সিটিতে 'ঈদ বাজার' অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিদেশের মাটিতে দেশের ঈদের আমেজের ছোঁয়া দিতেই এ প্রয়াস। অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা জানান, প্রবাসীদের কাছ থেকে তাঁরা এ ঈদ বাজারে যে সাড়া পেয়েছেন, তা ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে ঈদ বাজার আয়োজনের অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে।

বিভিন্ন শহর থেকে ঈদ বাজারে আসা প্রবাসী বাংলাদেশিরা জানান, দেশি ও বিদেশি আধুনিক পোশাক এবং গয়না পেয়ে তারা খুবই আনন্দিত। বিদেশের মাটিতে এমন সুন্দর আয়োজনের জন্য তারা আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

ঈদ বাজার আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, প্রধান সমন্বয়ক মাহবুব শাহ ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশনউদ্দিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উৎসবমুখর পরিবেশে "ঈদ বাজার" সম্পন্ন হয়।

গভর্নরস আইল্যান্ডের নলান পার্কে সম্মিলিত চিত্র প্রদর্শনী শনিবার

৩ পৃষ্ঠার পর

(মুক্ত আর্ট গ্যালারি হিসেবে বিশ্বের পর্যটকদের কাছে পরিচিত)। বাংলাদেশি আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরামের কার্যক্রম প্রশংসিত হওয়ার ফলে, তাদের (আর্টিস্ট ফোরামের) শিল্পকর্ম ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিভিন্নরকম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করার জন্য স্থান প্রদান করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারায় বাংলাদেশি আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরামের দীর্ঘদিন ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নিউইয়র্কসহ উত্তর আমেরিকার সকল বাঙালি শিল্পরসিকদের জন্য আর্টিস্ট ফোরাম- এই আয়োজন বাংলা সংস্কৃতির চেতনা-জাগানিয়া উজ্জ্বলতম প্রয়াস।

আশরাফ সভাপতি তারেক সম্পাদক

৩ পৃষ্ঠার পর

যুক্ত থেকে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

জামালপুর জেলা সমিতি নর্থ আমেরিকার কার্যকরি নতুন কমিটির সদস্যরা হলেন- সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন, সহ সভাপতি জেলাল আহমেদ, মোহাম্মদ মাইদুল ইসলাম (মুন্না), খন্দকার সালমান, সিদ্দিক আকবর বিদ্যুৎ ও মোহাম্মদ জাফের আলী, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তারেক খান, সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ও সাইফ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক শাকিল মাহমুদ, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, আপ্যায়ন সম্পাদক মোহাম্মদ হক জনি, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির, ক্রীড়া সম্পাদক মাহিদ জিয়ান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাকিলা রুনা, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোহাম্মদ হাফেজুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক লুৎফর রহমান লিমন, মহিলা সম্পাদক মনোয়ারা বেগম এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ নাজমুল হক, খন্দকার আবু হুরান, মোহাম্মদ নাসির ইকবাল, আহমদ রেজা খান (পিপলু), মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ আতিক, মোহাম্মদ এনামুল ইসলাম খান বিপ্লব, মোখলেছুর রহমান (মেশকিন), মোহাম্মদ মশিউর রহমান (সোহেল), সৈয়দ আহমেদ (বাবলা), মেহেদী হাসান মনু, মোহাম্মদ ফায়েজুর রহমান জুয়েল, শাহমুনুল হাসান (মানিক), শরিফুর রাজী (মনজু), মোশারফ হোসেন খান, জাহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ও বাবলী সোম।

নিউইয়র্ক বইমেলা নিয়ে রামেন্দু মজুমদারের আনন্দময় স্মৃতি

১২ পৃষ্ঠার পর

জায়গায় আসতে পেরেছে। মুক্তধারা ও মুক্তচিন্তা হাসান ফেরদৌস সবসময়েই তার পাশে থেকে শক্তি যুগিয়েছে। সাংবাদিক মিনি ওয়াহেদ ও তার গুণী কন্যা সাংস্কৃতিক দিকটা সামলেছে।

খুবই ইচ্ছা করে আবার এই বইমেলায় যোগ দিই। কিন্তু এখন ৮৪ বছরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মনে হয়- এ জীবনে আর সে সাধ মিটবে না। কিন্তু নিউ ইয়র্ক বইমেলার আনন্দময় স্মৃতি বয়ে বেড়াতো আমৃত্যু। নিউ ইয়র্ক বইমেলার জয় হোক।

এস্টোরিয়ায় বাংলাদেশী মালিকানাধীন বিশ্বস্থ অটো রিপেয়ার শপ

Open 24 Hours

Body Work
Computerized wheel Alignment
Complete Mechanical Work
Rebuild Transmission
Tires & Wheel Balancing
N.Y.S. Inspection
Low Price & Fully Guaranteed

United
Auto Repair & Body Shop, Inc.
Contact: Azam Tel: 718-786-6677
Cell: 917-567-3637, Email: unitedautony@gmail.com

- ১০০% গ্যারান্টি সহ যাবতীয় রিপেয়ার
- দক্ষ মেকানিকের দ্বারা ত্রুটি নির্ণয়
- সুলভ মূল্যে ফুল অটো রিপেয়ার
- নতুন ও রিবিল্ড ট্রান্সমিশন স্থাপন

ইউনাইটেড অটো রিপেয়ার
ইয়েলো ক্যাব, লিমোজিন ও লিভারীর জন্য বিশেষ ছাড়
38-06 31st Street (Betn. 38th & 39th Ave.), Astoria, NY 11101

লাল-সবুজের পতাকায় বাংলাদেশ ডে প্যারেড

৬৪ পৃষ্ঠার পর

যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে। প্যারেডে মূলধারার রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকেও নায়ক নায়িকা এবং শিল্পীরা আসেন। তারা যখন রাস্তা অতিক্রম করছিলেন, তখন ভিন দেশিরা তাদের উৎসাহিত করছিলেন।

প্যারেডের উদ্বোধনী পর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, আজকাল সম্পাদক শাহন শাহ নেওয়াজ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম ফজলুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর প্রেসিডেন্ট শাকিল মিয়া, ঢাকা জেলা সমিতির সভাপতি দুলাল মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, নুরুল আমিন, লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি জেক হালেন, সাধারণ সম্পাদক মামুন রানা তপন, লায়ন্স ক্লাবের সাবেক সভাপতি আহসান হাবিব, জেবিবিএ'র সাবেক সভাপতি আবুল ফজল দিলারুল ইসলাম, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সিরাজুল হক, কম্যুনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সালিম আলী খান পল, আইনবিশেষজ্ঞ রফিক আহমেদ, মনির হোসেন, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কমিশনের সদস্য মিয়া

মোহাম্মদ দুলাল, প্রবাসী মতলব সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কবীর রতন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি কাজী আজম, বর্তমান সভাপতি আবু তাহের, কামাল হোসেন মিঠু, আরিফ হোসেন, আবুল কাশেম, আহসান হাবিব, জাবেদ উদ্দিন, আবুল কাশেম, খলিলুর রহমান, মামুন মিয়াজি, এবি সিদ্দিক পাটোয়ারি, সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীর ঢালী, শিল্পী কামরুজ্জামান বকুল, আফতাব জনি, শাহ মাহবুব, মঈনুজ্জামান চৌধুরী, পুলিশ অফিসার এরশাদুল বারী, আহসান হাবিব, মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, সৈয়দ এনায়েত আলী, খুলনা সমিতির সভাপতি ওয়াহেদ কাজী এলিন, বজলুর সেলিম, মোহাম্মদ সোহেল হোসেন, মূলধারার রাজনীতিবিদ আমিন মেহেদী, আমিনুল কবীর জাকির, নওশাদ হোসেন, আব্দুর রশিদ বাবু, নূরে আলম জিকো, আরিফুর রহমান, আবুল কাশেম চৌধুরী, মজিবর রহমান, রেজওয়ান হক, লিটন আহমেদ, মানজুরুর রহমান, দেওয়ান কাউসার, নওয়াজ খান বাবু, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, অ্যাসেম্বলিম্যান প্রার্থী শামসুল হক, হায়রাম মনসুরাত, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও লায়ন মফিজুর রহমান, বগুড়া সমিতির সভাপতি সাইফুল ইসলাম, জাকির হোসেন বাচ্চু, এস এম সোলায়মান পাটোয়ারি, সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, শো টাইমের খায়রুল কবীর খোকন, মনিরুল ইসলাম, একেএম রফিকুল ইসলাম জালিম, জাকির মোল্লা, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কমিশনের সদস্য রুহুল আমিন সরকার, ডা. বর্ণালী হাসান, মূলধারার রাজনীতিবিদ দিলীপ নাথ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা ফারুক হোসেন মজুমদার, মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর সমিতির সভাপতি কাজী সেলিম খান, সাবেক সভাপতি শাহাদাত হোসেন প্রমুখ।

প্যারেড শুরুর আগে জ্যাকসন হাইটসে ৩৭ অ্যাভিনিউ ও ৬৯ স্ট্রিটের বিশাল প্রান্তরে জড়ো হতে থাকেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। তাদের কারো হাতে ছিল বাংলাদেশের পতাকা, কারো হাতে ছিল ব্যানার, আবার কেউ এসেছিলেন ঐতিহ্যবাহী পাঞ্জাবি, শাড়ি কিংবা লোকজ পোশাকে। অনেকেই শিশুদের সাজিয়েছিলেন লাল-সবুজের রঙে। ছোট ছোট

শিশুদের হাতে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, যা উপস্থিত সবার নজর কাড়ে। এরপর বেলা ১২টার দিকে প্যারেড যাত্রা শুরু করে ৩৭ অ্যাভিনিউ হয়ে ৮৭ স্ট্রিটের দিকে।

বাংলাদেশ ডে প্যারেডে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে শামিল হয়েছিলেন নিউইয়র্কে মূলধারার নেতৃবৃন্দ। প্যারেডে যোগ দিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন কংগ্রেস সদস্য গ্রেস মেং ও টম সুজি, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জেসিকা রামোস, অ্যাসেম্বলি মেম্বার ক্যাটালিনা ক্রুজ ও স্টিভেন রাগা, সিটি কাউন্সিল মেম্বার শেখর কৃষ্ণান, সিনেট প্রার্থী হাইরাম মনসেরাত প্রমুখ। তারা বাংলাদেশি কমিউনিটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন।

বাংলাদেশ ডে প্যারেডের গ্রান্ড মার্শাল ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এম. আজিজ এবং ত্রিধারা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য এম এ শাহীন। প্যারেডের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্যারেড কমিটির আহ্বায়ক, জেবিবিএ'র সভাপতি ও মূলধারার রাজনৈতিক গিয়াস আহমেদ, প্যারেড কমিটির চেয়ারম্যান, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, প্যারেড কমিটির সদস্য সচিব, জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, চিফ কো-অর্ডিনেটর ছিলেন আব্দুল কাদের শিশির, ম্যানেজিং পার্টনার ছিল ফয়সাল আজিজ, প্যারেড মার্শাল আব্দুল সোবহান এবং চিফ ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর কেমন রুবি।

বাংলাদেশ ডে প্যারেডে আরো অংশ নেয় সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব, বাংলাদেশি আমেরিকান পোস্টাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস (বিফা), বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (বাফা), জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী, প্রবাসী মতলব সমিতি, বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ ইনক, প্রবাসী বরিশাল বিভাগীয় সমিতি, বরিশাল সিটি ও সদর সোসাইটি ইউএসএ, বরিশাল বিভাগীয় সমিতি ইউএসএ, পাবনা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা জেলা অ্যাসোসিয়েশন, গ্রেটার খুলনা সোসাইটি, কুষ্টিয়া জেলা সমিতি, নবাবগঞ্জ উপজেলা অ্যাসোসিয়েশন, দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইনক, নবাবগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক, ফার্স্ট এইড হোমকেয়ার, আমেরিকান বাংলাদেশি কমিউনিটি হেল্প (এবিসিএইচ), ফায়ার ডিপার্টমেন্ট নিউইয়র্কের (এফডিএনওয়াই) ফিনিক্স সোসাইটি, নিউইয়র্ক সিটি ডেমোক্রেটিক সোশালিস্ট, ইয়থ ফর দ্য ইয়ুথ প্রমুখ সংগঠন। অ্যাসেম্বলি প্রার্থী শামসুল হক ও স্টেট সিনেটর প্রার্থী হাইরাম মনসেরাত ও তাদের সমর্থকেরা প্যারেডে স্বতস্ফূর্ত অংশ নেন। বহু বাংলাদেশি পরিবার নানা রঙের পোশাকে প্যারেডে অংশ নেন।

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা সম্পন্ন

৬২ পৃষ্ঠার পর

তাজুল ইমাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার, ব্যবসায়ী মইনুল ইসলাম, ব্যবসায়ী মহবুবুজ্জামান চৌধুরী, ব্যবসায়ী আতিকুল ইসলাম জাকির, রাজনীতিবিদ জাকারিয়া চৌধুরী, রাজনীতিবিদ আবদুল কাদের মিয়া, ইফজাল চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার ফজলুল হকসহ আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিবৃন্দকে ফুল দিয়ে ও ফিতা কেটে এবং সকলকে উত্তরীয় পরিধানের মাধ্যমে উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। এভাবেই শুরু হয়, ১৫, ১৬, ১৭ মে ২০২৬ এর তিনদিনের বইমেলা। তিনদিনের এই আয়োজনে অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন খ্যাতিমান রবীন্দ্রকন্যা শ্রেয়া গুহঠাকুরতা, বিখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী জয় শংকর, শিল্পী দীনাত জাহান মুন্নী, বাউল শিল্পী কালা মিয়া, নতুন প্রজন্মের শিল্পসান পেয়েছেন বিশিষ্ট শিল্পী - তাজুল ইমাম, বিপ্লব মুখার্জি, রাজীব ভট্টাচার্য, সেলিনা আশরাফ, শাহ মাহবুব, নীলুফারকরিম হাওলাদার, পণ্ডিত কৃপাল মহারাজ, মোরশেদ খান অপু,সেজান মাহমুদ, দিনার মনি, মোহাম্মদ শাহীন, তা বিশিষ্ট আলোকচিত্রী শিল্পী পাঞ্জেল রহমান করেছেন একক উপস্থাপনা। এনি ফেরদৌস নৃত্য ছিল বিশেষ পরিবেশনায়।

এবারের তিনদিনের বইমেলায় বিষয়ভিত্তিক কয়েকটি সেমিনার,নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও বই পরিচিতি, প্রকাশকদের মুখোমুখি,স্বরচিত কবিতা,আবৃত্তি,নবীন- প্রবীণ যাপনচিত্রের অভিজ্ঞতা, মায়েদের কথা- প্রবাসের প্রতিকূলতা, ইত্যাদি বিষয়ে প্রোগ্রাম ছিল খুবই সুবিন্যস্ত।

বইমেলা উপলক্ষে, একটি চমৎকার ম্যাগাজিন উত্থান প্রকাশিত হয়েছে। প্রধান সম্পাদকীয় উপদেষ্টা ড.নুরুন নবীর তত্ত্বাবধানে ও কবি ফকির ইলিয়াসের সংযোগ সমন্বয়ে এটি সম্পাদনের দায়িত্বে ছিলেন আনসার আহমেদ খান।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা ও নবী-জিনাত সাহিত্য পুরস্কার-২০২৬ পেয়েছেন বিশিষ্ট লেখক ড.মুহম্মদ জাফর ইকবাল। এই সম্মানী - অর্থমূল্য ৳ ২০০০/০০ দুই হাজার ডলার ও একটি ক্রেস্ট।

আবৃত্তি ও গানের আরও কয়েকটি পর্বে অংশ নেন, আনোয়ারুল শান্তনু, আবু নাসের মানিক, শুক্লা রায়, শ্রেয়া সেন, হাসনা ইমাম, মাহের আব্দুল্লাহ, গীতা রায়, প্রিয়াংকা দাশ, ক্রিস্টিনা রোজারিও, কাওসারী মাসেক রোজী,শহীদ উদ্দিন,মিশুক সেলিম, খালেদ সরফুদ্দীন, আনোয়ার সেলিম প্রমুখ।

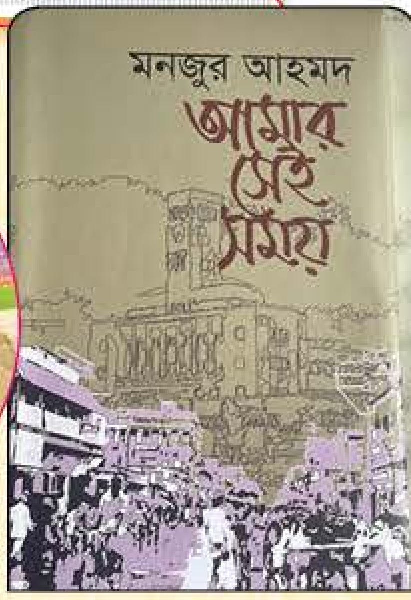

মনজুর আহমদ-এর ‘আমার সেই সময়’

মনিজা রহমান

বইটি হাতে পেয়ে একটানা পড়ে ফেলি। পাঠক হিসেবে আমার কাছে এটাকে আত্মজীবনী মনে হয়নি। লেখকও অবশ্য তা বলেননি। তিনি বলেছেন আত্মকথন। আমার কাছে মনে হয়েছে মেমোয়ার। মেমোয়ার বললাম এ কারণে যে মেমোয়ারের একটা ধরন আছে। যা না স্মৃতিকথা না আত্মজীবনী। তাঁর দীর্ঘ জীবনের কিছু মনে রাখার মত ঘটনাকে তিনি গেঁথেছেন শিউলি ফুলের মালার মত। এই বইতে সেই সব ঘটনা এসেছে ধারাবাহিকভাবে, যেসব ঘটনা তাঁর মনে দাগ কেটেছে।

কোনো কোনো ঘটনায় যে তার আবেগ কাজ করেছে তাও অবদমনের চেষ্টা করেন নি। অবশ্য সে আবেগ উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়নি। স্বীকার করতে হবে, তাঁর সেই সময় আমাদের ইতিহাসের ঘটনাবহুল কাল।বইয়ের শুরু হয়েছে গল্প বলার ভঙ্গিতে “দেশ ভাগের সীমান্তরেখা গ্রামটার ঠিক কানের গোড়া দিয়ে চলে গেছে। সীমান্তরেখার ওপারে ভারত, এপারে পাকিস্তান। হিন্দুপ্রধান গ্রামটা অল্পের জন্য ভারতের ভেতরে না গিয়ে পাকিস্তানে পড়ে গেল।” (পাতা ৯)

মনজুর আহমদ অন্য অনেকের মত নিজের বংশ পরিচয় জাহির করে পাঠককে বিরক্ত করতে চান নি। যেটুকু না দিলেই নয় সেটুকু দিয়েছেন। এতে তাঁর পরিমিতিবোধ প্রতিফলিত হয়েছে।

শুরু করেছেন যখন তার বয়স ৬ তখন থেকে। ওনার আব্বার কথাই প্রথম এসেছে। পরপরই আম্মার কথাও। ওখান যাত্রা শুরু কুল্লুগাছি গ্রাম থেকে। সেখান থেকে ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া হয়ে আবার ঝিনাইদহ, অতঃপর ঢাকা। এর মধ্যেই তিনি খুব সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়েছেন সেখানকার সেই সময়ের সামাজিক অবস্থা, হিন্দু-মুসলমান সৌহার্দ, দেশ ভাগ, নিরবে হিন্দুদের চলে যাওয়া, ঈদ ও পুজা পালন, ইত্যাদি। আস্তে আস্তে চিনছেন সমাজ, দেশ, মানুষ, রাজনীতি। তাঁর ভাষায় “ধীরে ধীরে আমার চারপাশের জগত প্রসারিত হচ্ছিল।” সে প্রসারিত হওয়া পাঠকরা দেখতে পান ১৯৭১ পর্যন্ত। শ্বশুরবাড়ির সূত্রে গত ২৪ বছরে ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া এলাকায় বহুবার যাওয়া হয়েছে আমার আর ঢাকা আমার নিজের শহর এজন্য ওনার বর্ণিত প্রতিটি ঘটনা খুব চেনা মনে হয়েছে।

১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনের সময় মনজুর আহমদের বয়স ছিল ১০ বছর। অথচ ওনার মা তাকে মিছিলে পাঠিয়েছিলেন। (পাতা ২২)। এটা আমার কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। ঝিনাইদহে থাকতে গড়ে তুলেছিলেন পাঠাগার, প্রকাশ করেছিলেন পত্রিকা, শুরু করেছিলেন সাংবাদিকতাও। কৈশোর থেকেই পড়তে শুরু করেন সংবাদপত্র। ঝিনাইদহ প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ পান সংবাদ পত্রিকায়। তিনি কীভাবে মনজুর আহমদ হয়ে উঠছেন তার আলামত তিনি চমৎকার ভঙ্গিতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

মনজুর আহমদের মা ছিলেন স্কুল শিক্ষক আর বাবা ডাক্তার। বামপন্থি চিন্তাধারার মানুষ বাবার মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে পারেন। আমরা জানতে পারি তাদের বাড়ি ছিল “অনেক নেতার পদধূলিতে ধন্য এবং অনেক ঘটনার সাক্ষি।” (পাতা ৩৬)। জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের পর তাদের বাড়িতে পুলিশ আসে। তার বাবার ডাক্তারখানায় আওয়ামি লিগের মিটিং হতো বলে সেই ঘর এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

কোথাও হারানো হলো না আমার

আহমেদ হোসেন

অনেকদিন আগে এক রাতে-
কাউকে কোন কিছু না জানিয়ে আমি হারিয়েছিলাম।
তখন আমার বয়স সতেরো কি আঠারো, ভালো করে দাড়ি-গোঁফ ওঠেনি।
সে সময়ে কে যেন আমাকে শুধু নাম ধরে ডাকতো-
ডেকে ডেকে বলতো, হারিয়ে যাও। কোথাও হারিয়ে অন্যরকম বাঁচো...
এরকম শুনতে শুনতে- একদিন নিঃশব্দে আমি হারিয়ে গেলাম।
এক তারা ভরা রাতে, কোন কারণ ছাড়াই আমি হারিয়ে গেলাম।
একেবারে এলোমেলো উদ্দেশ্যবিহীন, গন্তব্যহীন হারিয়ে যাওয়া।
দীর্ঘদিন আমি নিরুদ্দেশে কাটালাম-
দিন-রাত পথে-পথে অনেক ঘুরেছিলাম আমি।
বাসে, ট্রেনে, রিক্সায়, জাহাজে ঘুরে-ঘুরে বুঝেছিলাম-
ক্ষুধার যন্ত্রণা কত ভয়াবহ! নিসর্গ কত না মনোহর!
পাহাড়, সমুদ্র, অরণ্য, নক্ষত্র, মেঘের ভেতরে খুঁজেছিলাম তোমাকে...
সর্বস্ব হারিয়ে বুঝেছিলাম, মানুষের মুখ বিধাতার কী আশ্চর্য সৃষ্টি!

মোবাইল ফোন তখনো হয়নি চালু, তবু-
মুহূর্তেই রাষ্ট্র হয়েছিল- আমার হারিয়ে যাওয়া।
কারণ, মা তখন পাগলিনী! নাওয়া-খাওয়া বন্ধ!
সেই দেখে বাবা পথে বেরিয়েছিলেন, খুঁজে এনেছিলেন আমাকে।
হারিয়ে যাবার সে স্মৃতিতে ডুব দিলে, আজও রোমাঞ্চিত হই আমি!

দীর্ঘদিন পরে আবারো হারিয়ে যাব ভেবে বেরিয়েছি-
কিন্তু পথে নেমে মনে হলো, চারিদিকে শূন্য খাঁ-খাঁ মরুভূমি!
বাবা নেই, মাও নেই। ত্রিভুবনে কোথাও কী কেউ আছে?
যে আমার হারিয়ে যাওয়ার কথা শুনেই উদ্বিগ্ন হবে?
যে আমাকে উদাস নয়নে, খুঁজে ফিরবে পৃথিবীর পথে পথে?
কোথাও কী কেউ আছে? হাতড়ে ফিরি- আর শিউরে উঠি!
নীরব- নিথর-নিস্তব্ধ-নিসর্গ মাঝে তুমি ছাড়া কেউ নেই!
তাই আর কোথাও হারানো হলো না আমার...
শূন্য ঘরে ফিরে আসি, মৃন্ময় কবরের পাশে বসি
মা শাড়ির আঁচলে পরম আদরে, মুছে দেন কপালের ঘাম...
উর্ধ্বমুখে গভীর নিঃশ্বাসে, চক্ষু বন্ধ করে মনে মনে বলি-
শুধুই তোমার জন্যে, আর কোথাও হারানো হলো না আমার-
শুধুই তোমার জন্যে।

এই সপ্তাহের কবিতা

মঞ্চপ্রিয় নার্সিসিস্টের ছড়া

লুৎফর রহমান রিটন

আমরা--
সবাই তোমায় ভালো করেই চিনি।
তুমি--
নুনের সাথে মিশিয়ে দাও চিনি!
তোমার--
চেহারাতে ভদ্রলোকের ছাপ।
তুমি--
কায়দা পেলে জোরসে মারো লাফ!
তুমি--
নিজকে চালাক ভাবো অতি।
এবং--
নিজের সভায় নিজেই সভাপতি!
০২
তোমার--
আত্মপ্রেমের প্রগলভতায়
বিরক্ত হয় শ্রোতা!
স্বার্থ নামের বৃক্ষতলায়
তোমার নাড়ি পোতা।
তুমি--
আত্মরতির মধু বিলাও
এর পাতে ওর পাতে,
মঞ্চে উঠে মত্ত থাকো
নিজের প্রসংশাতে!
তুমি--
যত্রতত্র ব্যাকড্রপে রোজ
টানাও নিজের ছবি!
বাঁশ বনে হয় শেয়াল রাজা
তেমনি তুমিও কবি!
তুমি--
নিজের প্রচার করতে গিয়ে
এ-পাড়া ও-পাড়া--
পদক কেনো নিজের টাকায়
মঞ্চ করো ভাড়া!
জায়গা মতো লেখক তুমি
জায়গা মতো গায়ক,
নিজের প্রযোজিত ছবির
নিজেই চিত্রনায়ক!
একাত্তরের কীর্তি তুমি
বিক্রি করতে পটু,
সংবর্ধনা পাইতে পাইতে
শরীর তোমার মটু!
স্টুট কিনে নাও অনুষ্ঠানের
খুচরো নগদ দামে,
জয়ধ্বনি করতে থাকো
নিজেই নিজের নামে!
নার্সিসিস্টিক উন্মাদনার
ব্যাপক অনুরাগে--
পদক রাখার জন্যে তোমার
আলাদা ঘর লাগে!
ক্রেস্টে ক্রেস্টে ঠতোগুতি
তোমার ঘরের তাকে!
উত্তরীয়র বাহুল্যতে
ক্লজেট ভরে থাকে!
পুরস্কারের মহাপ্লাবন
ঘটিয়ে দিলে মামা!
ইতিহাসে কে রচিবে
তোমার আমলনামা!
প্রতিভার এক বোচকা লইয়া
জন্মিয়াছো কাকা!
সার্টিফিকেট কেনার পেছন
ওড়াও তুমি টাকা।
(ইহার মধ্যে অমর হবার
বিপুল সম্ভাবনা...
ভাব দেখি রে সোনা ওরে
ভাব দেখি রে মনা!)...

গরীবের আল্লাহ ভরসা

মো. আবু তাহের চৌধুরী

ঘূর্ণিঝড়ে করছে ভয়
আসবে বুঝি ঝড়,
দালান কোঠা নেই মোদের
ভাঙা ঝুড়ে ঘর ।

দীন মজুর খেটে খাওয়া
মোরা গরীব দল,
আগুন পানি বিপদ ঝড়ে
খোদা মোদের বল।

ভয় করে বা যাবো কোথায়
কোথায় নেবো ঠাঁই,
তাই তো মোরা হতাশ মনে
আকাশ পানে চাই ।

রহম কর দয়াল খোদা
দুঃখ কর হ্রাস,
নইলে ঝড়ে ভেঙে করবে
ঘরদুয়ার নাশ।

বৈশাখ এলে পরাণ কাঁপে
রাত্রিদিনে ভয়,
খোদার কাছে সপে দিলাম
আমার ঝুঁড়ে ঘর।।

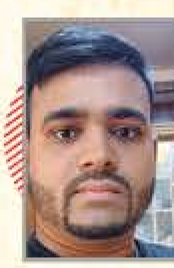

বর্ষা

মাসুদ রানা

বর্ষা এলো শাপলা ফুলের জলে
বর্ষা এলো হাঁসের দলে খেলে,
বর্ষা এলো ভরে গেলে জলে।

বর্ষা এলো জলে রাশি রাশি
বর্ষা এলো কদম ফুলের হাসি,
বর্ষা এলো মাঠ-ঘাট জলে ভাসি।

বর্ষা এলো কলার ভ্যাপা ভাসে
বর্ষা এলো ব্যাঙের দলে হাসে,
বর্ষা এলো ঝিলে-বিলে ভাসে।

বর্ষা এলো হাওর জলে ভাসে
বর্ষা এলো দেশি মাছে আসে,
বর্ষা এলো কলমি লতা ভাসে।

মন মহাশয়

উৎপলকান্তি বড়ুয়া

ঘরে বসেই আছি,এ মন-
বাইরে চলে যায়,
সবুজ কোনো বন-বাদাড়ের
নিঝুম নিরালায়।

গ্রাম ছেড়ে সেই দূর শহরে
কিম্বা বিদেশ-ভূঁই,
দ্রুত গতির মন ধরে রই,
বা কি করে ছুঁই?

দুঃসময়ের ভয় করে জয়
বিপদ পেরোয় মহা,
মন মহাশয় সয় সবি সয়
তিনিই সর্বংসহা।

এই চলে যায় ঘানা প্যারিস
আফ্রিকা চীন বর্মা,
মুহূর্তে যায় চলে রে,মন-
বিশ্ব করিৎকর্মা!

রাজনীতির হালচাল

সুজন দাশ

রাজনীতিতে আদর্শ আজ নেই বলে আর কিছু,
রাজনীতিকে ব্যবসা ভেবে ছুটছে সবাই পিছু।
জনগণকে মাঠ বানিয়ে দিচ্ছে সবাই ধোঁকা,
আসলে সব ফসল খেকো লাভ অলাভের পোকা।

নেই নীতিবোধ ন্যূনতম নরম কাদার খুঁটি,
নড়েও তারা এদিক-ওদিক চালেও দাবার গুটি।
দেশপ্রেমের নেইও বালায় স্বার্থ পেলেই নাচে,
পেশীর জোরে লাফায় ফালায় পরের খেয়ে বাঁচে!

প্রশাসনের নাকের ডগায় বুক ফুলিয়ে ঘোরে,
আঙুল ফুলে হয় কলাগাছ ভাসে টাকার তোড়ে।
মারামারি লুটতরাজে ওরাই থাকে মেতে,
দখল করে রাখে গদি চায় ক্ষমতা পেতে।

দেশ দরদী নেতা এখন পাইনা কোথাও খুঁজে,
বেশিরভাগই চোর বদমাশ চুরিই শুধু বোঝে।
গোল্লাতে যাক দেশের মানুষ কেইবা অত দেখে?
ন্যায্য কথায় ত্যাজ্য করে বিপদও দেয় মেখে।

হানাহানি রেষারেষি দেয় তারা রোজ এঁকে!
এমন যদি রাজনীতি হয় দেশ কি কারো টেকে?
থাকেনা আর বিচারধারা পক্ষপাতের দোষে,
আইন তুলে নেয় নিজের হাতে হিংসা ক্রোধে ফোঁসে।

ZILLUR TAX ACCOUNTING
& INSURANCE SERVICES
• Tax Filing & Payroll
• IRS Audit Assistance
• Insurance &
• Real Estate Services
Zillur Rahim
EA, CAA, MBA
IRS Enrolled Agent
• OUR SERVICES
☐ Personal Tax Filing
☐ Business Tax Filing
☐ New Business Setup
☐ Home & Business Insurance
☐ Immigration Services
☐ ITIN Number Application
☐ Notary Services
zillurincometaxnyc@gmail.com
www.zillurtaxandinsurance.com
Cell: 646-322-3254
Office: 718-374-3110
88-11 169 Street, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432

IMMIGRATION
ইমিগ্রেশন
TRANSLATION
TAX FILING
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator
• ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
• অ্যাক্সিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
• ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)
631-805-1051
Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

www.careeracademyny.com
CAREER ACADEMY
OF NEW YORK
BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!
HHA, PCA & PCA TO HHA
CERTIFICATION COURSE
347-425-3878
CALL NOW
A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
347-425-3878 careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208

জামালপুর জেলা সমিতি অব নর্থ আমেরিকা ইনক্
Jamalpur Zilla Samity of North America INC.
যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রিয় জামালপুরবাসী, আসসালামু আলাইকুম।
জামালপুর জেলা সমিতি অব নর্থ আমেরিকা ইনক্ এর ২০২৬-২০২৮ অর্থবছরের পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা আপনাদের সদয় অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।
অভিষেক অনুষ্ঠান ২০২৬
মোঃ আশরাফ হোসেন
সভাপতি
মোঃ তারেক খান
সাধারণ সম্পাদক
বেলাল আহমেদ
সহ-সভাপতি
মোঃ মাইনুল ইসলাম (মুনু)
সহ-সভাপতি
খন্দকার সালমান
সহ-সভাপতি
সিদ্দীক আকবর বিদ্যুৎ
সহ-সভাপতি
মোঃ জাহের আলী
সহ-সভাপতি
মোঃ আজিজুর রহমান
সহ- সাধারণ সম্পাদক
মোঃ নূরল ইসলাম
সহ- সাধারণ সম্পাদক
সাইফ আলী
সহ- সাধারণ সম্পাদক
শাকিল মাহমুদ
সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ সাইফুল ইসলাম
কোষাধ্যক্ষ
মোঃ হক জনি
আপ্যায়ন সম্পাদক
মোঃ মনিরুজ্জামান মনির
প্রচার সম্পাদক
মাহিদ জিয়ান
ক্রীড়া সম্পাদক
শাকিলা রুনা
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোঃ ছায়েদুর রহমান
সমাজ কল্যান সম্পাদক
লুৎফর রহমান লিমন
দপ্তর সম্পাদক
মনোয়ারা বেগম
মহিলা সম্পাদক
মোঃ নাজমুল হক
কার্যকরি সদস্য
খন্দকার আবু মুরাদ
কার্যকরি সদস্য
মোঃ নাসির ইকবাল
কার্যকরি সদস্য
আহমদ রেজা খান (পিপলু)
কার্যকরি সদস্য
মোঃ আতিকুল্লাহ আতিক
কার্যকরি সদস্য
কার্যকরি সদস্য
কার্যকরি সদস্য
কার্যকরি সদস্য
সৈয়দ আহমেদ (বাবলা)
কার্যকরি সদস্য
মেহেদী হাসান মুন
কার্যকরি সদস্য
কার্যকরি সদস্য
মাহমুদুল হাসান (মানিক)
কার্যকরি সদস্য
শরিফুর রাজী (মনজু)
কার্যকরি সদস্য
মোশারফ হোসেন খান
কার্যকরি সদস্য
জাহিদুল ইসলাম
কার্যকরি সদস্য
মোঃ আমিনুল ইসলাম
কার্যকরি সদস্য
বাবলী সোম
কার্যকরি সদস্য

প্রবাসী বরিশাল বিভাগীয় কল্যাণ সমিতি ইউএসএ, ইন্‌ক
PROBASHI BARISAL DIVISIONAL WELFARE ASSOCIATION USA, INC.

আকর্ষনীয় র‍্যাফেল ড্র, খেলাধুলা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

Place : Hempstead Lake State Park
Site: Philip Scott Pavilion
Eagle Avenue, West Hempstead, NY 11552

তারিখ ঃ
২৮ জুন ২০২৬, রবিবার
সকাল ৮ টা-সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং অতিথিবৃন্দ,
আসছে ২৮ জুন, ২০২৬, রোজ রবিবার প্রবাসী বরিশাল বিভাগীয় কল্যাণ সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক এর উদ্যোগে লং আইল্যান্ড এর হ্যামস্টেট স্টেট পার্কে বার্ষিক বনভোজন ও প্রবাসী বরিশাল বিভাগবাসীদের এক মিলনমেলার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত বনভোজনে আপনি এবং আপনারা সপরিবারে আমন্ত্রিত।

রেজিস্ট্রেশন ফিঃ
পরিবার: ১২৫ ডলার
একক: ৫০ ডলার

অর্থ সম্পাদকঃ মোঃ সাইদুর রহমান
(৯১৪) ৩০৩-৮৬৪২

আমন্ত্রণে
বনভোজন উদ্‌যাপন কমিটি

আবু তালেব মাতুব্বর
আহ্বায়ক
917-853-9683

মোঃ মশিউর রহমান
সদস্য সচিব
347-553-1465

যুগ্ম আহ্বায়ক:
মাসুদ হোসেন
মোঃ আল আমিন
মোঃ বেলায়েত হোসেন

সমন্বয়কারী:
মোহাম্মদ শাহ আলম (917) 514-9993
মোশাররফ হোসেন সবুজ (646) 684-9688
রুহুল আমিন নাসির (347) 484-0598

যুগ্ম সদস্য সচিব:
ফারদিন রেজা রনি
মোঃ হুমায়ুন কবির
মোসাঃ বকুল আলী

সদস্য:
ডাঃ সোহেল পারভেজ, মোঃ কামরুল ইসলাম, মনির হোসেন, প্রদীপ বিশ্বাস, শহিদুজ্জামান মিজান, মোঃ রুবেল গাজী, মোঃ রাশেদ মিলন, মোঃ ওবাইদুল হক, অহিদুজ্জামান আসলাম, মোঃ ডালিম সিকদার, মোঃ শাহজাহান মৃধা ও মোঃ আকতারুজ্জামান।

সাংস্কৃতিক আয়োজনে: শামিমা আলম মুন্নী, **সহযোগিতায়:** ইশরাত জাহান লাভলী
ক্রীড়া সঞ্চালনায়: লিয়াকত খান, ফারদীন রেজা রনি, মোঃ মাহাবুব, অহিদুজ্জামান নিলু

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
একে আজাদ তালুকদার (প্রধান উপদেষ্টা), এমডি নুরুল আলম খান (প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি), শাহ জামান, নাজমা বেগম (লিলি), আলহাজ্ব রেজাউল করিম, শেখ ইলিয়াস হাবিব, মঈণ আহম্মেদ বাচ্চু, লিয়াকত খান, শামিমা আলম মুন্নী, মোঃ আকতারুর রহমান মামুন, এস ইসলাম মামুন।

সাংস্কৃতিক পর্বে
দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয়
শিল্পী রোকসানা মির্জা ও
তানভীর শাহিন
সঙ্গীত পরিবেশন করবেন।

সার্বিক সহযোগিতায়:
মোঃ জাকির হোসেন লিটন, মোঃ আশিক মাহমুদ, মোঃ মহসিন, মোঃ মিজান হাওলাদার, মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, মোঃ শাহ জামান, মোঃ মনিরুল ইসলাম, হেদায়েতুল ইসলাম খোকন, মোঃ মাসুম মাতব্বর, মোঃ আব্দুল হাই, মোঃ নাহিদ, পনির হোসেন, সরোয়ার মৃধা,

স্মরণিকা সম্পাদনায়:
আবু জাফর আকন
সহযোগিতায়:
এ্যাড. রেজবুল কবির

রফিকুল ইসলাম জিয়া
সভাপতি
646-262-7951

মাযহারুল ইসলাম মিরন
সাধারণ সম্পাদক
585-708-6022

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক: জান্নাত সৈকত কর্তৃক প্রচারিত

‘দেশী প্যারেডে বিদেশী নৃত্য’

৬৪ পৃষ্ঠার পর

প্রবাসিদের পক্ষ থেকে। বাংলাদেশি কমিউনিটির অংশগ্রহণ এই প্যারেডে এবার অংশগ্রহণ করেনি। সে কারণেই বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ ছিল কম। প্যারেডে বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি, গ্রাম-বাংলাকে তুলে ধরতে না পারলে আগামীতে ‘বাংলাদেশ ডে প্যারেড’ কেবল দূরে থেকে দূরেই হতে থাকবে বলে আশংকা। ৮৫ হাজার ডলার খরচ করে এবারের প্যারেডে এই কসরত কেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন প্রবাসি বাংলাদেশিরা।

এদিকে প্যারেডের একজন প্রান্ত মার্শালের অশালীন কথাবার্তা ও মন্তব্য সাংস্কৃতিক কর্মিদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। তিনি বাংলাদেশের প্রখ্যাত এক অভিনয় শিল্পীকে নোংরা ভাষায় কটাক্ষ করেছেন। এতে প্যারেডে উপস্থিত সাংস্কৃতিক কর্মীরা মর্মাহত হয়েছেন।

সিটিতে প্রি-কে’র আসন সংখ্যা বাড়লো

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। সিটি প্রশাসন জানিয়েছে, চলতি শরতে অতিরিক্ত আরো ২ হাজার নতুন আসন যোগ করা হবে। এতে করে শহরের হাজারো পরিবারের জন্য প্রাক-শৈশব শিক্ষা আরো সহজলভ্য হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সম্প্রতি এক ঘোষণায় নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি জানান, তার প্রশাসন প্রি-কে কর্মসূচি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা দ্বিগুণ করেছে। তিনি বলেন, আমরা দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র অষ্টম দিনে নিউ ইয়র্কবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমরা প্রি-কে ব্যবস্থাকে ঠিক করব এবং এমন একটি শহর গড়ে তুলব যেখানে প্রতিটি পরিবার সহজে সাশ্রয়ী ও মানসম্মত শিশু পরিচর্যা পাবে। আজ আমরা সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করছি।

নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, সম্প্রসারিত ২ হাজার আসনের বড় অংশ রাখা হবে কমিউনিটিভিত্তিক শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রগুলোতে, যেগুলো শহরের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিকভাবে প্রি-কে সেবা পরিচালনা করে। এর বাইরে কিছু আসন থাকবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ভিত্তিক কেন্দ্রেও। সিটি প্রশাসন জানায়, প্রি-কে কর্মসূচি চালুর পর থেকেই একটি বড় সমস্যা ছিল ভৌগোলিক ভারসাম্যহীনতা। অর্থাৎ কিছু এলাকায় আসনের চাহিদা অনেক বেশি হলেও সেখানে পর্যাপ্ত কেন্দ্র নেই, আবার কিছু এলাকায় আসন থাকলেও শিশুদের সংখ্যা কম। ফলে নির্দিষ্ট কিছু জিপ কোডে দীর্ঘ অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরি হয়েছে, আবার কিছু কেন্দ্র আসন পূর্ণ করতে পারেনি। নতুন আসনগুলো মূলত সেই এলাকাগুলোতেই দেওয়া হবে যেখানে চাহিদা বেশি এবং পরিবারের চাপ বেশি। যদিও চলতি সেশনের আবেদন ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে, তবুও অভিভাবকরা অপেক্ষমাণ তালিকায় নাম যুক্ত করে নতুন আসনের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

সিটি প্রশাসন জানিয়েছে, নিয়মিত ভর্তি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে যেসব পরিবার ইতিমধ্যে আবেদন করেছে, তাদের কাছে মঙ্গলবার থেকে প্রি-কে আসনের প্রস্তাব পাঠানো শুরু হবে। যারা ইতিমধ্যে কোনো অফার পেয়ে গেছেন, কিন্তু নতুন চালু হওয়া কেন্দ্রগুলোতে যেতে চান, তারা চাইলে অপেক্ষমাণ তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন।

নতুন সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অর্থায়ন আসছে নিউ ইয়র্ক স্টেট সরকারের একটি বিশেষ তহবিল থেকে, যা জানুয়ারিতে ঘোষণা করা হয়েছিল। মেয়র দফতরের এক মুখপাত্র জানান, এই তহবিলের মাধ্যমেই প্রি-কে সম্প্রসারণ, নতুন টু-কে (দুই বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাথমিক সেবা) কর্মসূচি এবং নিম্ন আয়ের পরিবারের জন্য প্রাইভেট চাইল্ড কেয়ারের ভর্তুকি ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। এ উদ্যোগকে শিশু পরিচর্যা ব্যবস্থায় বড় রূপান্তর হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে প্রথমবারের মতো দুই বছর বয়সী শিশুদের জন্যও সরকারি শিশু পরিচর্যা কর্মসূচি চালু করার পরিকল্পনা নিউ ইয়র্কের সামাজিক নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি’র অভিষেক অনুষ্ঠিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

গীতা পাঠ করা হয়। এরপর যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বিদায়ী সভাপতি মোঃ আব্দুর রফিক সেন্টু এবং বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক এস এম নাদির উজ্জল শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তারা বিদায়ী কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং নতুন কমিটির সফলতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আকাশ রহমান সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা সোসাইটির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ খালেক, বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য আনোয়ারুল আলম, নর্থবেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইনক-এর সভাপতি রাসেল মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান আশরাফ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক (ইলেক্ট) মামুন রানা তপন এবং ট্রেজারার (ইলেক্ট) এএসএম উদ্দিনপিন্টু। বক্তারা তাদের বক্তব্যে প্রবাসীদের মধ্যে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথি আকাশ রহমান তাঁর বক্তব্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানবিক ও সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতিদেন। তিনি বলেন, গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার দায়িত্ব গ্রহণ, অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে না পারা মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং তরুণদের জন্য পড়াশোনা ও চাকরি বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করাহবে। তাঁর এই মহতী উদ্যোগের ঘোষণায় উপস্থিত সবাই ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হন।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান মার্কন্সহ ২০২৬-২০২৭ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান নির্বাচন কমিশনার উত্তম কুমার সাহা।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সংগঠনের বিগত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সম্মাননা প্রদান। এ সময় মোহাম্মদ আলামিন, মোঃ ইকরামুল হক রোকনী, মোঃ সাইফুল বারী সবি, আব্দুর রফিক সেন্টু, কামরুজ্জামান কামরুল, আহম্মদ শরিফ খান মৌসুমি এবং এসএম নাদির উজ্জলের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, এই ক্রেস্টসমূহ ২০২৬-২০২৭ কার্যনির্বাহী কমিটির নিজস্ব খরচে প্রস্তুত করা হয়, যা উপস্থিত সবার প্রশংসা কুড়ায়।

অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত দক্ষতা ও সাবলীলতার সঙ্গে পরিচালনা করেন রুহুল আমিন সরকার। তাকে সার্বিক সহযোগিতা করেন গণেশ নাথ চৌধুরী এবং মোহাম্মদ কাশেম।

মন্ত্রী-এমপিদের বাদ দিয়ে দল গোছানোর চিন্তা বিএনপির

১ পৃষ্ঠার পর

কোনোভাবেই আওয়ামী লীগের ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি চায় না বিএনপির হাইকমান্ড। বিশেষ করে, সরকারের সঙ্গে দলের একীভূত হয়ে যাওয়ার পক্ষে নন কোনো নেতাই। সে কারণে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠনের পর এবার মিশনড দল গোছানো।

কাউন্সিল সামনে রেখে কোরবানির ঈদের পর সংগঠন পুনর্গঠনে পুরোদমে নামছে বিএনপি। এবারের মূল চমক হবেন্ত যারা সরকারের মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য হয়েছেন, তারা থাকতে পারবেন না দল ও অঙ্গসংগঠনের শীর্ষ পদে। তাদের বাইরে রেখেই গঠন করা হবে নতুন কমিটি। আর কাউন্সিলের মাধ্যমে মহাসচিব এবং স্থায়ী কমিটিসহ পুনর্গঠন করা হবে সব গুরুত্বপূর্ণ পদ।

নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একাধিক নেতা জানালেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই হবে সপ্তম জাতীয় কাউন্সিল। বিএনপির সবশেষ কাউন্সিল হয়েছিল ২০১৬ সালের ১৯ মার্চ। সে সময় গঠিত হয়েছিল ৫০২ সদস্যের নির্বাহী কমিটি। এ ছাড়া ১৯ সদস্যের জাতীয় স্থায়ী কমিটি এবং চেয়ারম্যানের (তৎকালীন চেয়ারপারসন) ৮৫ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদও গঠন হয়। পরে আর কাউন্সিল না হলেও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বহিষ্কার, নিষ্ক্রিয়তা কিংবা মৃত্যুর কারণে পূরণ করা হয় শূন্য হওয়া বেশ কিছু পদ। যদিও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, কাউন্সিল হওয়ার কথা প্রতি তিন বছর পর। কিন্তু নানান কারণে তা সম্ভব হয়নি।

সবশেষ কাউন্সিল হয়েছিল ২০১৬ সালের ১৯ মার্চ। এখন নতুন কাউন্সিলের আগেই নতুন নেতৃত্ব আসবে তৃণমূল এবং অঙ্গসংগঠনগুলো। বিএনপির ৮২টি সাংগঠনিক জেলার অর্ধেকের বেশি এখন মেয়াদোত্তীর্ণ। অন্যদিকে, দলের ১১টি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের মধ্যে ১০টিরই মেয়াদ শেষ। মেয়াদ আছে শুধু যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির। তবে যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও কৃষক দলের শীর্ষ নেতারা এখন মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য। তারা সরকারি কাজে ও জনপ্রতিনিধি হিসেবে ব্যস্ত থাকায় আশানুরূপ সময় দিতে পারছেন না সংগঠনে। সে কারণে ব্যাহত হচ্ছে তৃণমূলের ধারাবাহিকতা। তাই খোঁজা হচ্ছে রাজপথের পরীক্ষিত ও অনুগত নেতাদের। এরই মধ্যে দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান কমিটি পুনর্গঠনে দায়িত্বশীল নেতাদের নিয়ে কাজ করছেন বলে জানতে পেরেছে আগামীর সময়। আর নতুন কমিটির আভাস পেয়ে উচ্ছ্বসিত নেতাকর্মীরা, জোর তদবির শুরু করেছেন পদপ্রত্যাশীরা।

একটু পেছনে ফিরে আওয়ামী লীগ আমলের দিকে তাকালে দেখা যাবে, টানা তিনবার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় দলকে একীভূত করে ফেলেছিল সরকারের সঙ্গে। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় সাংগঠনিক গতিশীলতার দিকে হাইকমান্ডের ছিল না তেমন কোনো মনোযোগ। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত কমিটিগুলো মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকত বছরের পর বছর। একই পদে দীর্ঘদিন বাসা বেঁধেছিলেন দলটির নেতারা। ফলে আন্দোলন-সংগ্রামের সময় তথা দলের প্রয়োজনে নেতাকর্মীদের মাঠে পাওয়া যায়নি।

ক্ষমতাসীন বিএনপি এ পথে হাঁটতে চায় না। তারা সরকারকে আলাদা রাখতে চায় দল থেকে। দলকে সবসময় চাঙ্গা ও আন্দোলনের উপযোগী রাখাই যার মূল উদ্দেশ্য। বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কাউন্সিল সামনে রেখে দলের অঙ্গসংগঠনগুলোতে মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি, শীর্ষ নেতাদের সরকারি দায়িত্বে ব্যস্ততা এবং তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্বের স্থবিরতার কারণে অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোতে নতুন নেতৃত্ব আনার জোর প্রস্তুতি চলছে বিএনপিতে। দল ও হাইকমান্ডের প্রতি অনুগত এবং রাজপথের পরীক্ষিত ও ত্যাগী নেতাদের দিয়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে এসব কমিটি ঢেলে সাজানোর।

পুনর্গঠন সম্পর্কে কথা হয় বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক ও শিল্পবিষয়ক উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভীর সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘দল ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের কমিটি গঠন-পুনর্গঠন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এজন্য চেয়ারম্যান তারেক রহমান দায়িত্বশীল নেতাদের নিয়ে কাজ করছেন। আশা করছি, দ্রুত সময়ের মধ্যেই অঙ্গসংগঠনগুলোর পুনর্গঠন কার্যক্রম শুরু হবে।’

যুবদল : তিন বছর মেয়াদি বিএনপির প্রধান এই অঙ্গসংগঠনটির মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি। তবে ২২ মাস পার হলেও এখনো পূর্ণাঙ্গ হয়নি যুবদল। যদিও দলীয় ফোরামে সম্প্রতি ১৫১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি জমা দিয়েছে সংগঠনটি। এমন প্রেক্ষাপটে যুবদলের আংশিক কেন্দ্রীয় কমিটি পূর্ণাঙ্গ হবে নাকি নতুন কমিটি গঠিত হবে, দলের হাইকমান্ডই নেবে সে সিদ্ধান্ত।

যুবদলের নতুন কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক পদে আসতে চান শরিফ উদ্দীন জুয়েল। তার ভাষ্য, গত ১৭ বছর রাজপথের আন্দোলন-সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ‘৩১৭টি মামলা খেয়েছি। তিনবার কারাবরণসহ টানা ৪২ দিন ডিবি অফিসে গুম ছিলাম। আমি বিশ্বাস করি, বিএনপি চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আমাকে মূল্যায়ন করবেন।’

স্বেচ্ছাসেবক দলঃ তিন বছর মেয়াদি স্বেচ্ছাসেবক দলের বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০২৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। এরই মধ্যে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে সভাপতি এসএম জিলানী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। আর সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহসান সংসদ সদস্য হওয়ার পাশাপাশি সরকারের মন্ত্রিসভায়ও স্থান পেয়েছেন। এ অবস্থায় সংগঠনটির নতুন কমিটির আলোচনা চলছে জোরেশোরে।

এক্ষেত্রে সভাপতি পদের জন্য আলোচনায় রয়েছেন বর্তমান কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি ইয়াছিন আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজজাদুল হাসান, সহসভাপতি ফখরুল ইসলাম রবিন। অন্য পদগুলোতেও প্রত্যাশীর সংখ্যা কম নয়। তারা প্রত্যেকেই বিএনপি চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ছাত্রদলঃ ২০২৪ সালের ১ মার্চ রাকিবুল ইসলাম রাকিবকে সভাপতি ও নাছির উদ্দীন নাছিরকে সাধারণ সম্পাদক করে ঘোষণা করা হয় ছাত্রদলের আংশিক কেন্দ্রীয় কমিটি। এরই মধ্যে শেষ হয়েছে দুই বছর মেয়াদের ওই কমিটির মেয়াদ। সে কারণে জোরালো হয়েছে ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের দাবি।

সংগঠনটির দুই শীর্ষ পদের আলোচনায় রয়েছে ২০০৮-০৯ সেশন থেকে ছাত্রদলের বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি মঞ্জুরুল আলম রিয়াদ, খোরশেদ আলম সোহেল, সাকি ইসলাম, জাফর আহমেদের নাম।

কৃষক দলঃ তিন বছর মেয়াদি কৃষক দলের বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে দেড় বছরেরও বেশি সময় আগে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে। বিএনপি সরকার গঠনের পর গত ৫ মে সচিব পদমর্যাদায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিএমডিএ) নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন সংগঠনের সভাপতি হাসান জাফির তুহিন। অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বাবুল ত্রয়োদশ সংসদের নির্বাচিত সংসদ সদস্য। এ অবস্থায় জোরালো হয়েছে সংগঠনের নতুন কমিটির দাবি।

কৃষক দলের নতুন কমিটিতে সভাপতি পদে বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বাবুলসহ কয়েকজনের নাম আলোচিত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কে হচ্ছেন, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন।

সম্পাদকের ঈদ শুভেচ্ছা

১ পৃষ্ঠার পর

আজকাল-এর অগণিত পাঠক, শুভানুধ্যায়ি, বিজ্ঞাপনদাতাকে জানাই ঈদের অফুরন্ত শুভেচ্ছা। আমরা সবাই আজকাল পরিবারের সদস্য। ঈদুল আজহার আনন্দের দিনে আমরা একে অন্যের পাশে থাকবো এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা।
-শাহ নেওয়াজ, সম্পাদক, আজকাল।

যুক্তরাষ্ট্রে ঈদ বুধবার

১ পৃষ্ঠার পর

পবিত্র ঈদুল আজহা মুসলমানদের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব। সাধারণত সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ঈদ উদযাপনের পরদিন বাংলাদেশে ঈদ উদযাপিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের আকাশে ১৮ মে সোমবার পবিত্র জিলহজ্ব মাসের চাঁদ দেখা গেছে। সে হিসাবে জিলহজ্বের ১০ তারিখ, অর্থাৎ ২৮ মে বাংলাদেশে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে।

আরবি বর্ষপঞ্জী অনুসারে জিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখে ঈদুল আযহা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগের দিন ৯ জিলহজ্ব পালিত হবে পবিত্র হজ্ব। বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলিম ইতোমধ্যেই মক্কানগরীতে উপস্থিত হয়েছেন। আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হবেন লক্ষ লক্ষ মুসলমান। সারা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে ঈদুল আযহা উদযাপনে পরিলক্ষিত হচ্ছে ব্যাপক উৎসাহ। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি মসজিদগুলো আগামী ২৭ মে ঈদের জামাত আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে।

আবহাওয়া ভালো থাকলে অধিকাংশ মসজিদের পক্ষ থেকে খোলা মাঠে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার কোনো মসজিদের অভ্যন্তরে একাধিক ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। এসব ঈদ জামায়াতে নামাজ আদায় করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে মহিলাদের। জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে কুইন্সের টমাস এডিসন হাইস্কুল মাঠে সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে। আবহাওয়া খারাপ থাকলে মসজিদ ভবনে সকাল ৮টা, ৯টা ও ১০টায় তিনটি জামায়াত হবে। সাটফিন জ্যামাইকার পিএস ৫০ স্কুল মাঠে মসজিদ আল কুবার ঈদ জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৮.৩০ মিনিটে।

জ্যামাইকার দারুস সালাম মসজিদের উদ্যোগে ঈদের চারটি জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে ২৭ মে মসজিদের ভিতরে। প্রথম জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৭টায়। দ্বিতীয় জামায়াতি সকাল ৮টায়, তৃতীয় জামায়াত সকাল ৯ টায় এবং চতুর্থ জামায়াত সকাল ১০টায়। প্রথম জামায়াত ছাড়া সব জামায়াতে মহিলাদের নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমেরিকান মুসলিম সেন্টারে সকাল ৬টা, ৭টায় ৮টা, ৯টা এবং ১০টায় মোট ৫টি জামাত অনুষ্ঠিত হবে। মুসা সেন্টার অব জ্যাকসন হাইটসে সকাল ৮টায় একটি জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে।

আল-আমিন জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে ঈদের জামাত খোলা মাঠে সকাল ৮টায় অনুষ্ঠিত হবে। বৃষ্টি হলে মসজিদের ভেতরে তিনটি জামাত হবে সকাল ৭টা, ৮টা ও ৯টায়। তৃতীয় জামাতে মহিলাদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। জ্যাকসন হাইটসের মসজিদ নামিরাহ মসজিদ সংলগ্ন ৩৫-৩৫, ৭১ স্ট্রিটে ঈদের একটি জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৮টায়। আবহাওয়া খারাপ হলে মসজিদের ভেতরে দুটো জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে ও সকাল ৯টায়।

জ্যামাইকার আল আরাফা ইসলামিক সেন্টারে মসজিদের ভেতরে তিনটি জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে। সম্ভাব্য সময়সূচি সকাল ৭টা, ৮টা ও ৯টা। নিউইয়র্ক ঈদগাহের উদ্যোগে ঈদের ৬টি জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার সিটি প্লাজায়। প্রথম জামাত সকাল ৬টায়, দ্বিতীয় জামায়াত সকাল ৭টায়, তৃতীয় জামায়াত সকাল ৮টায়, চতুর্থ জামায়াত সকাল ৯টায়, পঞ্চম জামায়াত ১০টা এবং শেষ জামায়াত সকাল ১১টায়।

ব্রুকলের পার্কচেস্টার মসজিদের উদ্যোগে ঈদের দুটো জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে মসজিদের ভিতরে। প্রথম জামায়াত সকাল ৮টায় এবং দ্বিতীয় জামাত সকাল ৯টায়।

সিটি কার্ক বেলাল মসজিদের উদ্যোগে ঈদের তিনটি জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামায়াত সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে, দ্বিতীয় জামায়াত সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে এবং তৃতীয় জামায়াত সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে।

ব্রুকলিনের বাইতুল জান্নাহ জামে মসজিদ ও মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে খোলা রাস্তায় সকাল ৮টায় জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া মসজিদের ভেতরে প্রথম জামায়াত হবে সকাল সাড়ে ৬টায়। বৃষ্টি হলে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে পরপর পাঁচটি জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে। দারুল জান্নাহ মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে চারটি জামায়াত অনুষ্ঠিত হতে পারে। সম্ভাব্য সময়-সকাল সোয়া ৭টা, পৌনে ৮টা, সোয়া ৮টা ও ৯টা।

রামিসা ধর্ষণ ও হত্যায় তোলপাড় বাংলাদেশ

১ পৃষ্ঠার পর

মঙ্গলবার সকালে এই হত্যাকান্ড ঘটে। নিহত রামিসা আক্তার স্থানীয় পপুলার মডেল হাই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলো। গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে সে স্কুলের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়। রামিসাদের পাশের ফ্ল্যাটেই সাবলেট ভাড়াটে হিসাবে থাকতো মূল অভিযুক্ত সোহেল রানা (৩০) এবং তার স্ত্রী স্বপ্না আক্তার। পুলিশ ও মামলার বিবরণ অনুযায়ী, রামিসা ঘর থেকে বের হওয়ার পর সোহেল রানা ও তার এক সহযোগি তাকে জোরপূর্বক তাদের ঘরে নিয়ে যায়। শিশুটি চিৎকার করতে চাইলে ওড়না দিয়ে তার মুখ বেঁধে বাথরুমে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়। ধর্ষণের পর এক পর্যায়ে রামিসা অচেতন হয়ে পড়লে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়।

ধর্ষণের প্রমাণ ও অপরাধ লুকাতে সোহেল রানা অত্যন্ত বর্বর পথ বেছে নেয়। রামিসার মরদেহ টুকরো টুকরো করে ব্যাগে ভরে গুম করার পরিকল্পনা ছিল তার। সে রামিসার মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং হাত কাটার চেষ্টা করে। রামিসার মস্তকবিহীন দেহটি খাটের নীচে এবং বিচ্ছিন্ন মাথাটি বাথরুমে একটি বালতির ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। রক্তাক্ত ছিল পুরো ঘর।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রামিসার মা তার খোঁজে বের হন। খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে প্রতিবেশি সোহেল রানার দরজার বাইরে রামিসার একটি জুতা দেখতে পান তিনি। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ থাকায় এবং বারবার ডাকার পরও সাড়া না পাওয়ায় তার সন্দেহ হয়। তিনি প্রতিবেশিদের ডেকে জড়ো করেন। বাইরে লোকজনের চিৎকার ও হট্টগোল শুনে সোহেলের স্ত্রী স্বপ্নার ঘুম ভাঙে। সোহেল তখন জানালা কেটে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

স্থানীয়রা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে সোহেল জানালা কেটে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও তার স্ত্রী স্বপ্না আক্তারকে স্থানীয়রা আটকে রেখে পুলিশে খবর দেয়। ঘরে ঢুকে খাটের নীচে রামিসার রক্তাক্ত মস্তকবিহীন দেহ আবিষ্কার করা হয়।

ঘটনার পর পুলিশ দ্রুত তৎপরতা শুরু করে। প্রায় সাত ঘণ্টার একটি বিশেষ অভিযানের পর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা এলাকা থেকে মূল অভিযুক্ত সোহেল রানাকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে ঘটনাস্থল থেকে তার স্ত্রী স্বপ্নাকে আটক করা হয়েছিল।

বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোহেল রানা নিজের অপরাধ স্বীকার করে জবানবন্দি দেয়। আদালত তাকে ও তার স্ত্রীকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনায় রামিসার বাবা আবদুল মান্নান মোল্লা বাদী হয়ে পল্লবী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনার তীব্রতায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মোঃ আসাদুজ্জামান ডিএমপি কমিশনারকে এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সমাজ কল্যাণমন্ত্রী অপরাধীদের দ্রুততম সময়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার রাতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পল্লবীতে রামিসার পরিবারের বাসভবনে যান। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। এই জঘন্য অপরাধের জন্য দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন। এই পাশবিক হত্যাকান্ডের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং অপরাধীদের দ্রুত ফাঁসির দাবি জানানো হচ্ছে।

KARNAFULLY
TRAVEL INC.

এক্সক্লুসিভ ওমরাহ প্যাকেজ
নভেম্বর ২০২৬

ভ্রমণ তারিখ

জেএফকে - জেদ্দা	মদিনা - জেএফকে	মোট দিন
৪ নভেম্বর	১৪ নভেম্বর	৯ দিন (২টি জুম্মা - মক্কা ও মদিনায়)

প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত:

- বিমান টিকিট (যাতায়াত)
- ভিসা
- ৫-তারকা হোটেল হারাম শরীফের কাছে (ক্লক টাওয়ারে) ভিআইপি নাস্তার ব্যবস্থা।
- লাক্সারি বাসে সম্পূর্ণ স্থল পরিবহন (বিমানবন্দর থেকে বিমানবন্দর)
- গাইডের সাথে উমরাহ পালন
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ (গাইড সহ)।
- মক্কা তায়েফ এবং মদিনা ওয়াদি-ই-জ্বিন অতিরিক্ত ভ্রমণ।
- মহিলাদের জন্য আলাদা মহিলা গাইডের সুব্যবস্থা আছে।
- রাওদার পারমিট পেতে সহায়তা করা হয়।

প্রতি রুমে ৪ জন

KARNAFULLY TRAVEL INC.
37-16 73rd St. Suite #201 FR, Jackson Heights, NY 11372
facebook Karnafully Hajj & Umrah service
Office : 718-205-6050
Celll & WhatsUp : 917 691 7721
Celll & WhatsUp : 646 724 5933 (MINU)
karnafullytravel@yahoo.com | www.karnafullytravel.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of

FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA

POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

রেনোভেশন/রিপিয়ার/কনস্ট্রাকশন

আপনি কি বাসা-বাড়ির কাজের জন্য লোক খুঁজছেন? আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।

আমরা Binghamton এ কাজ করে থাকি

আমাদের কাজসমূহ:

* গরম পানির ট্যাঙ্ক ইনস্টলেশন/ মেরামত
* যে কোন প্রকার পাম্বিলিংয়ের কাজ/বাথরুম/কিচেন/অন্যান্য
* যে কোন প্রকার টাইলসের কাজ/নতুন ইনস্টলেশন/রিপ্লেস/ রেনোভেশন
* নতুন বাথরুম ইনস্টলেশন/রিপিয়ার
* কার্পেটিং/নতুন রুম/এক্সটেনশন
* ড্রাই ওয়াল/পেইন্ট/রি-পেইন্ট
* ব্যাকইয়ার্ড/ডক/বারান্দা/ছাদ
* উড ফ্লোর/পলিশ/নতুন ইনস্টলেশন/ক্লিনিং
* অয়েল হিটিং সিস্টেম পুরনোটি রিপ্লেস এবং নতুন থার্মাল ইনস্টলেশন।

Free ইস্টিমেট করা হয়ে থাকে

যোগাযোগ:

WOVENA CONSTRUCTION INC

172-11, 93 Ave, Jamaica, NY 114333

Phone: 347-822-9052, 716-828-6677

wovenatexusa@gmail.com

8 Billion Dollar Casino at Citi Field Queens

Ajkal Desk

Steve Cohen's New York Mets are off to a slow start this season – and so is his $8 billion casino project, which is already more than five months behind schedule.

Metropolitan Park, the casino and entertainment complex backed by Cohen and Hard Rock, is running around five and a half months behind schedule before construction has even begun, according to a construction timeline its developers submitted to the New York State Gaming Commission last year.

The project's backers expected on Jan. 1 to begin testing the foundation of the parking lot that will one day sit beneath the 3.7-million-square-foot development. But the construction work, known as test piling, had yet to begin as of mid-May.

With the hold up in the test piling, construction of the casino, which was expected to begin on April 1, is also delayed.

But while major construction work has yet to begin, workers at the site haven't been completely idle. Pre-construction work, which includes breaking up some existing curbs, clearing Citi Field's parking lot, identifying utilities underground, fencing off the site, and obtaining permits and contracts, began earlier this year and is mostly complete, according to Karl Rickett, Metropolitan Park's spokesperson.

According to Rickett, the early delays will not affect the developers' plan to open the casino and entertainment hub by 2030. While the spokesperson did not identify what month construction of the casino is expected to be completed, documents submitted to the Gaming Commission say the construction of the casino, a food hall, open space areas, and improvements to the Mets-Willets Point 7 train station will conclude by June 1, 2030. A pair of parking garages that developers planned to begin test piling for in January and begin construction of on April 1 are expected to be completed by November 2027 and April 2028, respectively, according to Gaming Commission documents. Test piling on one of those garages recently began.

"Metropolitan Park is well underway," Rickett said in a statement.

"As one of the largest, multi-year construction projects in the city, the team has completed significant pre-construction work and is on track to open in 2030," he added. "Throughout this process we have kept the Queens community and Mets fans at the center of every decision to minimize impact every step of the way." Rickett did not explain the reason for the construction delays.

Metropolitan Park was one of three projects in New York City to receive a casino license from the state last year. Also winning one of the coveted licenses were Bally's, which is planning to build a casino in the Bronx at the foot of the Whitestone Bridge; and Resorts World New York City, the racino in South Queens.

Genting Group, the Malaysian conglomerate that owns Resorts World, cut the ribbon on the first phase of its casino last month. Like Metropolitan Park, Resorts World Continued on page 26

Gov. Kathy Hochul displayed carrots as a way to show she's offering carrots and sticks in her bid for more housing development in New York during a news conference Feb. 7, 2024, at the state Capitol in Albany, N.Y. | Mike Groll/Office of Governor Kathy Hochul

Hochul's pro-housing push sees meager pick up in NYC suburbs

Ajkal Desk

Three years ago, Gov. Kathy Hochul went to war with the suburbs. Looking to those low-slung, leafy towns rimming New York City — where restrictive zoning has helped drive sky-high housing costs — she tried to override local rules that have long blocked apartment construction.

The political backlash was fierce and swift. To move forward, Hochul eventually settled for carrots instead of sticks. But her incentive program aimed at enticing localities to build more densely has drawn relatively little interest from suburbs with the highest housing costs — and where requirements faced the staunchest opposition.

"Voluntary programs consistently fail to move the high-cost, high-opportunity suburbs where housing is needed most, which is exactly the problem that New York faces," said Annemarie Gray, head of the pro-housing advocacy group Open New York. "Incentives alone just don't work."

The governor's original approach, called the Housing Compact, won her plaudits from housing advocates and was an early example of the so-called Abundance-style politics that have since sparked a Continued on page 26

Queens rep introduces bill to keep migrants out of courthouses and away from feds

Ajkal Desk

A Queens representative proposed legislation that would give migrants the option to attend legally-mandated court appearances virtually and potentially avoid arrest by federal immigration officers. But the bill faces an uphill climb in the conservative legislature.

The Safe Check-Ins for Immigrants Act, proposed by Queens Congressmember Grace Meng would create the virtual option and make it far less likely a migrant is detained by federal law enforcement officials while checking in on their immigration status.

Meng said the bill is a step in protecting people who are just following the law when they head to the courthouse.

"They are following the law, and we're legislating that this be a better option for them," Meng told the Eagle in a phone interview. "They don't have to go in and risk being detained for no reason at all when they were literally trying to follow the law."

"We believe that it would help protect families," she added.

Under the Trump administration, the U.S. Immigration and Customs Enforcement has targeted immigration hearings, detaining migrants who attend them regardless of what a judge decides in the case.

In New York City, the arrests have predominantly occurred at the immigration court inside 26 Federal Plaza in Manhattan.

Meng, who represents a large foreign-born contingent in her Central Queens district, said the most common question her office gets is from constituents asking if it's safe to go to a court check-in.

"We get calls, I would say, definitely every week, almost every day, from people who are asking if it's safe for them or someone they know to go in for a lawful check-in," she said. "It's making our communities less safe. It's causing them not to trust law enforcement, and it's separating families."

Meng introduced the bill in Continued on page 26

Qatar seeks more skilled Bangladeshi workers for development projects

Ajkal Desk

Qatar has expressed interest in recruiting skilled workers, including electricians, plumbers, air-conditioner technicians and welders, from five designated technical training centres in Bangladesh.

The interest was conveyed by Qatari Labour Minister Ali bin Samikh Al Marri today during the 7th Bangladesh-Qatar Joint Committee meeting with Expatriates' Welfare Minister Ariful Haque Choudhury in Dhaka.

Currently, more than 400,000 Bangladeshi workers are employed in the oil-rich Gulf nation, which remains heavily dependent on a foreign workforce.

During the meeting, Ariful Haque thanked the Qatari minister for supporting Bangladeshi workers and highlighted their contribution to the Gulf country's economy. He also requested the establishment of visa and medical centres in divisional cities in Bangladesh to ease the suffering of migrant workers who have to travel to Dhaka for related services.

Mentioning that 107,598 Bangladeshi workers travelled to Qatar in 2023, the minister expressed hope that Qatari authorities would accept double that number this year.

Ali bin Samikh Al Marri praised Bangladeshi workers for their dedication and efficiency, saying Qatar was Continued on page 26

Shamsul Haque running against political dynasty

Shah Nawaz

Bangladeshi Shamsul Haque is running against the Politically Fortunate Martinez, who is the nephew of former Queens Democratic Party leader and Rep. Joe Crowley and the son of longtime New York City Council Chief of Staff Ramón Martinez. Bangladeshi American Shamsul Haque running for assembly district 30. He is working hard and his grassroot election team heating door to door. Immigrant community district trusting on him for future readership as an assemblyman, who will fight in Albany for community. Assembly District 30 includes Woodside, Maspeth, Elmhurst and parts of East Elmhurst and Jackson Heights.

Retired New York City Police Department Lt. Cmdr. Shamsul Haque is far from the first NYPD veteran to run for elected office, but he may be the first to run on a platform of taxing the rich, reforming the criminal justice system and making public universities tuition-free.

The co-founder of the Bangladeshi American Police Association, Haque spent 21 years with the department – including a decade in internal affairs – before retiring last year. He was inspired by Zohran Mamdani's mayoral campaign and became a prominent supporter, helping to convince other Muslim NYPD officers to vote for Mamdani. After Mamdani won, he served on the mayor's community safety transition committee.

It's a similar pitch to many of the candidates running this cycle who have been endorsed by the Democratic Socialists of America. Haque is not a DSA member, but surprisingly he is endorsed by DSA Leader veteran politician Senator Bernie Sanders. Shamsul supports many of the group's economic proposals – particularly increasing income taxes on New Yorkers making over $1 million a year, free universal childcare and free tuition at CUNY. "DSA is unequivocally in favor of taxing the rich, and I am in the same boat," he said. "They want to help the working-class people, and I'm in the same boat because I, too, come from the working class."

Haque's Assembly run will test the growing clout of the Bangladeshi American community, which is the largest Muslim group and a growing Asian group in New York City. If Haque wins, he would be the first Bangladeshi American to serve in the state Legislature. He estimates there are about 4,000 Bangladeshi Americans who are eligible to vote in the district, including more than 3,000 who are registered as Democrats.

Haque sees himself as the symbol of the American dream. "One of the reasons why I'm running is because this city gave me opportunity, and I want to give back to the city," he told City & State. "I came to America about 35 years ago with about $200 in my pocket. Barely spoke English. I worked as a store clerk, busboy, dishwasher, delivery worker, just trying to survive. But then New York opened the door."

After earning a GED diploma, he received an associate degree from LaGuardia Community College and a bachelor's degree from Baruch College. He was elected *Continued on page 26*

Trump drops $10B lawsuit against IRS over leaked tax returns

Ajkal Desk

The move comes after Donald Trump, his sons and family business sued the IRS for $10 billion for failing to properly oversee a contractor who leaked the tax returns of the president.

President Donald Trump and the Justice Department have reached an agreement to dismiss a $10 billion lawsuit he filed against the IRS over the leaking of his tax returns by a government contractor, a court filing Monday indicated.

Spokespeople for Trump's legal team and DOJ did not immediately respond to requests for comment on the terms of the deal, but Trump's attorneys filed a notice Monday with a federal court in Miami voluntarily dismissing the lawsuit he filed in January.

The court action came after U.S. District Judge Kathleen Williams, who is overseeing the case, raised doubts about whether the litigation could proceed since Trump was effectively both the plaintiff and defendant. Williams had ordered both sides to file formal legal arguments on that issue by Wednesday and took the unusual step of appointing outside attorneys to advise the court on the legal questions involved. She'd set a hearing on the matter for next week, but Trump's new filing contends that the case *Continued on page 28*

NYC residents to oppose mayor's 'communist agenda'

Ajkal Desk

A "Stop Mamdani Rally" will be held on Sunday in Brooklyn, organized by local assembly member Michael Novakhov, who represents New York's 45th district. The rally aims to bring together residents from across New York to demand safer streets, stronger support for law enforcement, and leadership that prioritizes public safety and the well-being of working citizens.

Set to take place in Brighton Beach, the event is organized in response to New York City Mayor Zophran Mamdani's "radical communist agenda," according to a media advisory obtained by PIX11 News. The advisory indicates that attendees, including New York City residents, plan to voice opposition to rising extremism, antisemitism, anti-police sentiment, and anti-American and anti-Israel ideologies that are allegedly gaining traction in the city.

Other elected officials are expected to attend.

'Rockstar' new teaser spotlights Shakib-Sabila's on-screen chemistry

Ajkal Desk

Dhallywood megastar Shakib Khan's much-anticipated film "Rockstar" is gearing up for release this Eid ul Adha. Following the excitement surrounding its first teaser, the makers have now unveiled a second teaser that offers a deeper glimpse into the film's story, emotions, and central relationships.

Directed by Azman Rusho, "Rockstar" is a musical action thriller that has already generated significant buzz among audiences.

The first official teaser, running for one minute and 20 seconds, largely focused on a high-energy jamming session. Shakib Khan appeared in a transformed look, sporting long hair and a leaner physique as a charismatic rock musician.

Concert performances, cheering fans, high-voltage action, and the actor's intense screen presence formed the core attraction of the first teaser. However, the film's two leading actresses remained mostly absent, as the teaser centred almost entirely on establishing Shakib Khan's "Rockstar" persona.

The teaser concluded with the message: "This is only the beginning. Wait for the second teaser."

The newly released teaser shifts focus from spectacle to story, romance, and emotional conflict. While the first teaser emphasised concerts and excitement, the second introduces the emotional isolation of a rockstar and hints at the complexities brought into his life through different relationships.

Set against the melancholic background track "No One Loves Me", the teaser highlights emotional tension, dramatic turns, and glimpses of the protagonist's personal *Continued on page 26*

8 Billion Dollar Casino at Citi Field Queens

Continued on page 24

also appeared to be running behind schedule. Genting told the Gaming Commission that it could open the first of its table games in March, though the first full-fledged casino didn't open its doors until late April. Central to Resorts World's pitch to the Gaming Commission was the fact that it could open a casino quickly, already having much of the infrastructure needed to do so.
Unlike Resorts World, Metropolitan Park will have to be built from scratch, but Cohen and Hard Rock also told the Gaming Commission that construction of their project would move quickly after they won a license. "The proposal is shovel-ready, meaning that if awarded a license in December 2025, construction would commence in January 2026 with funding from equity on hand," the developers said in their application under a section titled, "a shovel ready project set to break ground on day one." When it's completed, Metropolitan Park is expected to include a 1,000-room hotel, retail space, a conference and meeting facility, a live entertainment venue, 25 acres of open space, a food hall, and the casino, which will have 5,000 slot machines, 375 live dealer tables, 30 poker tables, and a sportsbook. *(Source-Queens Daily Eagle)*

Queens rep introduces bill to keep migrants out of courthouses and away from feds

Continued on page 24

April, and it currently sits in committee. The legislation has the support of many local immigration groups, including New Immigrant Community Empowerment, which is based in Queens, and the New York Immigration Coalition.
In a statement to the Eagle a spokesperson for the Department of Justice said that Meng's bill was "reckless" and would "not become law under this administration."
"Entering the United States illegally is a crime," the spokesperson said. "While New York City continues to provide safe harbor to thousands of criminal aliens murdering, assaulting, and robbing New Yorkers, this Department of Justice will continue to work with our counterparts at DHS to deport illegal aliens and keep the American people safe."
Meng's proposal has an uphill battle, and is not likely to have success in the current legislature. Meng and her Democratic colleagues in Washington have proposed other legislation that would reign in ICE and Trump's heavy handed immigration enforcement and mass deportations.
Bills that would have required ICE to unmask, and wear badges and name tags like local law enforcement all failed to gain traction in the Republican-led House of Representatives.
Fights over ICE's authority and funding ultimately resulted in the shutdown of the Department of Homeland Security that lasted a historic 76 days.
However, Meng argued the importance of continuing attempts to regulate and control Trump's DHS. "ICE is running around lawlessly," she said. "They're not even following the rules that they were originally intended to follow. I've put a bunch of legislation out basically requiring that they follow basic rules, asking that they are following the same rules that other federal law enforcement have to follow." *(By Ryan Schwach, Queens Eagle)*

Qatar seeks more skilled Bangladeshi workers for development projects

Continued on page 24

seeking skilled manpower capable of contributing immediately to the country's ongoing development projects. He also said special training centres had already been established in Qatar to further improve workers' skills after their arrival.
Ariful Haque expressed gratitude for various initiatives taken by the Qatari government to ensure the welfare of Bangladeshi workers and address their problems. Responding to the request for additional visa centres in divisional cities, the Qatari labour minister assured that he would personally request Qatar's interior minister to implement the proposal.
Ariful Haque also conveyed profound thanks on behalf of the Bangladesh government and its people for what he described as the unique humanitarian gesture of the Emir of Qatar, who sent an air ambulance for the emergency medical treatment of former Prime Minister Khaleda Zia.
The bilateral meeting was attended, among others, by Qatari Ambassador to Bangladesh Ali Mahdi Saeed Al-Qahtani, Expatriates' Welfare Ministry Secretary Mokhtar Ahmed, PM's Special Assistant Shakirul Islam and senior officials from the relevant ministries of both countries.

Shamsul Haque running against political dynasty

Continued on page 25

the head of the entire CUNY student body and served as a student representative on the CUNY board of trustees, where he fought against planned tuition hikes. In the aftermath of 9/11, Haque joined the NYPD, in part to prove his loyalty to his adopted home. He worked for years as a patrol officer and detective before joining the internal affairs bureau, where he investigated use-of-force and misconduct complaints.
Democratic Primary Election will be held on June 23, 2026. Three candidates running for for primary among them Shamsul Haque, Patrick Martinez and Somnath Ghimire.
Patrick Martinez, democratic Party district leader since 2022 and a member of Queens Community Board 2 for five years, Martinez works in digital ad sales and lives in Woodside.
Martinez is the nephew of former Queens Democratic Party leader and Rep. Joe Crowley and the son of longtime New York City Council Chief of Staff Ramón Martinez, a campaign spokesperson confirmed to City & State. The elder Martinez wielded significant power under former Council Speakers Melissa Mark-Viverito and Christine Quinn. Patrick Martinez's brother, Connor, was a top intergovernmental affairs aide to former New York City Mayor Eric Adams. A cousin, Elizabeth Crowley, also represented Queens in the City Council, as did both of her parents, Walter and Mary.
Nepali American community leader Somnath Ghimire is contesting the New York State Assembly election from Queens' pivotal Assembly District 30. He is also running in the Democratic primary.

'Rockstar' new teaser spotlights Shakib-Sabila's on-screen chemistry

Continued on page 25

struggles. It suggests that "Rockstar" is not merely centred on music or action, but also on the rise and fall of a performer's personal life. One of the biggest highlights of the second teaser is actress Sabila Nur, who appears in a glamorous and commanding role opposite Shakib Khan.
Following "Taandob", this marks another major big-screen project for the actress. A particular scene featuring Sabila Nur riding on the back of Shakib Khan's motorcycle has already sparked strong reactions online among fans.
Her screen presence, expressions, and on-screen chemistry with Shakib Khan stand out prominently throughout the teaser. Their stylish and romantic pairing appears to add a new dimension to the film. Earlier, Sabila Nur expressed excitement about being part of the project, saying she felt proud to work alongside a megastar like Shakib Khan in such a large-scale production. The second teaser's strong focus on her character also suggests that her role will play a significant part in shaping the story.
Alongside the Shakib-Sabila pairing, the teaser also introduces two contrasting female characters played by Tangia Zaman Methila and Sunidhi Nayak. Both appear alongside Shakib Khan's rockstar character in striking and glamorous moments.
Sunidhi Nayak's appearance, in particular, is expected to surprise audiences. Produced under the banners of Sun Motion Pictures Limited and Pinwheel Films, "Rockstar" will stream exclusively on Chorki following its theatrical release. The second teaser has further heightened anticipation among both Shakib Khan and Sabila Nur fans ahead of Eid ul Adha, with audiences now eagerly awaiting the film's release on the big screen.

Hochul's pro-housing push sees meager pick up in NYC suburbs

Continued on page 24

national conversation among Democrats. High-cost blue states like New York and California make it too difficult to build, the argument goes, and the resulting shortages drive up costs.
But for Hochul, taking on this paradigm has posed a vexing political dilemma: a more forceful approach — while perhaps more effective — triggered a revolt in parts of the state like Long Island where it remains increasingly difficult for Democrats to make gains.
Nassau County Republican Bruce Blakeman, who's now challenging Hochul's bid for reelection, had this to say in 2023 of her proposed housing mandates: "There would be very, very serious political implications to anybody that supported that."
The following year, the governor backed off the proposed requirements to avoid rocking the boat in New York's battleground congressional districts that were seen as key to Democrats winning the House. Instead, she leaned into an incentive program that reserves state funding for towns and cities that obtain a "pro-housing" certification from the state.
The early results are mixed, but to several housing experts, they already illustrate the limits of such an approach.
Downstate counties that surround the five boroughs — Nassau and Suffolk on Long Island and Westchester and Rockland north of the city — account for just 9 percent of the localities included in Hochul's pro-housing program, despite being home to roughly 21 percent of the state's population. And the wealthiest parts of these regions largely are not participating, including the toniest towns where extra state funds may not be sufficient bait.
"Long Island communities have used local control to keep in place their racially-segregated communities," said Elaine Gross, of ERASE Racism, a civil rights group that organized in support of Hochul's 2023 plan. "Incentives are not a great way of having communities change because the reason why they are the way they are is very intentional and they have no interest in changing."
Local governments in the region have often resisted multi-family construction, particularly when it includes affordable housing — prizing neighborhood character above growth. Take the village of Garden City in Nassau County. About 45 minutes from Midtown Manhattan by train, it's one of the most affluent suburbs on Long Island: the median household income is nearly $250,000, and the median home value is more than $1 million.
Some two decades ago, the village government rezoned a 25-acre site to block the planned construction of affordable apartments — prompting a racial discrimination lawsuit that ultimately forced the county to pay out a $5.4 million settlement nearly 15 years later.
As part of that case, in 2014, a federal court ordered that future development in Garden City must include affordable units. In an illustration of how rare such construction is, it was another decade before any affordable apartments were actually completed. A 150-unit luxury complex that opened last year, containing 15 affordable units, was the first rental development in the village in more than 50 years.
Hochul has attempted to change that dynamic by seeking to spur more apartment construction along the region's vast network of rail stations. But the overwhelming majority of Long Island remains zoned for single-family homes, including many prime areas around mass transit.
Local leaders framed the push for more apartment construction as an attack on their way of life. Jennifer DeSena, town supervisor of North Hempstead in Nassau County, said in 2023 that Hochul's proposals would "[turn] our neighborhoods into overcrowded urban centers."
Joseph Saladino, supervisor of neighboring Oyster Bay, said they would "overcrowd classrooms, greatly increase traffic and cars parked on our streets, strain emergency services, and threaten the environment." The region must "fight to keep single-family neighborhoods intact," he said.
Both towns have not sought the "pro-housing" certification. Garden City hasn't, either.
"Just speaking for the district I represent, it's mostly single-family homes. I think most of our neighbors want it to continue to be that way," Republican Assembly Minority Leader Ed Ra, who represents parts of Nassau County, said in an interview.
"There are not huge tracts of undeveloped land to build more housing on, so what you start talking about is, to what extent are people okay with tearing down a few single-family homes and doing something multi-level?" Ra continued. "That is not something that a lot of communities on Long Island are going to be interested in."
Ra noted that some towns have still embraced development around train stations. But he thinks the carrots offered through Hochul's incentive program haven't been attractive enough and that there should be more investment offered on the front-end in local infrastructure upgrades.
There's relatively little required of municipalities in order to get this certification. One option is to illustrate that they've increased their housing stock by a certain rate — at least 3 percent over three years in downstate counties. But they can also simply pass a resolution saying they "endeavor" to adopt more pro-housing zoning policies.
Even as housing experts continue to argue incentives are insufficient — and as the Abundance movement attracts a more receptive audience — Hochul doesn't seem inclined to bring back the sticks. "I was told last year that people didn't want to be told what to do, not even gently suggested what to do," Hochul joked in 2024 at a roundtable with mayors where she pulled out a literal bunch of carrots to show she was embracing a gentler approach.
"I'm told this is what you're willing to eat to build more housing, and I've got 600 million carrots on the table," Hochul said. She has, however, continued to stress the need for more development. This year, as part of an agenda she termed "Let Them Build," Hochul proposed reforms to the state's extensive environmental review requirements that often slow down construction. These changes are expected to be included in a forthcoming state budget deal. And in 2024, Hochul and the state legislature approved a wide-ranging deal aimed at boosting residential construction that was focused largely on New York City. "There's NIMBYism on steroids in this state. And that's what we're up against," Hochul told a friendly crowd Thursday at a conference of affordable housing developers and advocates. Referencing her 2023 push, she continued: "We had a plan. It was an ambitious plan, wildly ambitious plan — not exactly embraced by many parts of the state. But what we did was we continued. We never gave up." More than 400 communities across the state have been certified as "pro-housing," including New York City and many municipalities upstate, where the housing shortage is not as acute as in the downstate metro area. About half of the state's population, excluding New York City, falls within a "pro-housing" community, according to the governor's office.
As part of the program, certified communities get exclusive access to some $750 million in state discretionary funding, but Hochul's office would not say how much of that has been awarded to participants thus far. In 2023, when she proposed the mandates, Hochul landed on a sticks-based approach after seeing how housing production incentives had failed to yield results in other states like California and Massachusetts — which both eventually shifted toward mandates.
New York's suburbs have some of the most restrictive zoning in the nation, with one 2020 paper from the Furman Center noting the state "stands alone" among its peers in how much authority it gives local governments to restrict housing growth.
California, for example, has been much more aggressive with localities, with Gov. Gavin Newsom not shying away from taking on towns and cities for failing to meet state-issued housing production mandates. Hochul said in 2023 the state would need some 800,000 new homes over a decade to meet demand. She noted at the time that New York City's in-state suburbs were underbuilding relative to their peers in New Jersey and Connecticut. The relative lack of housing production in the city's in-state suburbs drives up costs for the entire region — which has added jobs at a faster rate than homes, advocates say.
"We like to think of ourselves as select communities, but the reality is we're all interconnected," said Tim Foley, head of the The Building & Realty Institute and a leader of the Welcome Home Westchester campaign, a coalition that has pushed towns and cities just north of New York City to build more housing. "A lot of folks that are migrating out of the suburbs of New York City are less migrating down to Florida or Arizona, they're just going across the river. They're going to New Jersey and Connecticut because they're finding more stuff that's affordable and in their price range there."
The suburbs around New York City are by no means uniform, and some parts of the region have illustrated more openness toward housing growth. Westchester, for example, has been more receptive to residential development than Nassau, with places like New Rochelle seeing a massive boom in housing construction in recent years. Still, affluent Westchester towns like Bronxville, Scarsdale and Rye have not opted into the program.

অনুরোধে ইরানে হামলা স্থগিত করলেন ট্রাম্প

৩ পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তাদের বরাতে এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'অপারেশন রোরিং লায়ন' ও 'এপিক ফিউরি' নামে যৌথ সামরিক অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ইরানের বর্তমান শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে এমন একজনকে সামনে আনা, যিনি নতুন নেতৃত্ব দিতে পারবেন। মার্কিন ও ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের ধারণা ছিল, আহমাদিনেজাদ ইরানের জটিল রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সামরিক পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম।

২০০৫ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ইরানের প্রেসিডেন্ট থাকা আহমাদিনেজাদ একসময় কট্টর ইসরায়েল ও আমেরিকা বিরোধী অবস্থানের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিলেন। তবে প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়ার পর তিনি ইরানের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার তীব্র সমালোচক হয়ে ওঠেন। যার কারণে ২০১৭, ২০২১ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে অংশ নিতে চাইলে দেশটির গার্ডিয়ান কাউন্সিল তাকে অযোগ্য ঘোষণা করে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি গৃহবন্দী ছিলেন।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, যুদ্ধের শুরুতে তেহরানে আহমাদিনেজাদের ভারী পাহারায় থাকা বাড়িতে যে ইসরায়েলি বিমান হামলা হয়, সেটি মূলত তাকে হত্যা করার জন্য নয়; বরং ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) পাহারা ভেঙে তাকে 'মুক্ত করার' একটি গোপন প্রচেষ্টা বা জেলব্রেক অপারেশন ছিল।

আহমাদিনেজাদের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীও নিশ্চিত করেছেন যে সাবেক এই প্রেসিডেন্ট নিজেও ওই হামলাকে তাকে মুক্ত করার চেষ্টা হিসেবেই দেখেছিলেন। তবে সেই হামলায় তিনি আহত হন এবং এরপর থেকেই তার অবস্থান ও শারীরিক অবস্থা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। কেননা এরপর থেকে তিনি আর জনসমক্ষে আসেননি।

এই পরিকল্পনাটি মূলত ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছিল এবং যুদ্ধ শুরুর আগেই আহমাদিনেজাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। তবে হামলায় তিনি আহত হওয়ার পর এবং পুরো পরিকল্পনাটি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তা ভেস্তে যায়। মোসাদ প্রধান ডেভিড বার্নিয়া অবশ্য তার সহযোগীদের বলেছেন, পরিস্থিতি পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে এই কৌশল সফল হওয়ার শতভাগ সম্ভাবনা ছিল।

এই বিষয়ে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আন্না কেলি সরাসরি শাসন পরিবর্তনের পরিকল্পনা নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে তিনি বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনের মূল লক্ষ্য ছিল অপারেশন এপিক ফিউরির মাধ্যমে ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, সামরিক উৎপাদন ঘাঁটি ও নৌ শক্তি ধ্বংস করা এবং তাদের প্রক্সি নেটওয়ার্ক দুর্বল করা।

বিশ্লেষকদের মতে, আহমাদিনেজাদের মতো একজন বিতর্কিত নেতাকে আমেরিকার পছন্দের তালিকায় রাখা অত্যন্ত চমকপ্রদ ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কারণ নিজের মেয়াদে তিনি ইসরায়েলকে 'মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার' আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির কট্টর সমর্থক ছিলেন। তবে ২০১৯ সালের এক সাক্ষাৎকারে তিনি ট্রাম্পকে একজন 'কাজের মানুষ' ও 'ব্যবসায়ী' হিসেবে প্রশংসা করেছিলেন এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক আলোচনার বিষয়েও ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

BUY - SALE - RENT

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS REALTY

List your House with me
I will Sell within a short time

বাড়ী দ্রুত ক্রয়- বিক্রয় ও
ভাড়ার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন

MOHAMMED SALIM
Licensed Real Estate Salesperson
(917) 691-7721
(347) 846-1200
EACH OFFICE IS INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED

75-35 31ST AVENUE, SUITE 202
JACKSON HEIGHTS, NY 11370
msalim@kw.com
msalim.kw.com

কনস্ট্রাকশন / রেনোভেশন

Free Estimate

নতুন কিচেন / রিনোভেশন • বাথরুম ইনস্টলেশন/ রিপেয়ার
কার্পেটিং / ফ্লোরিং / ওয়াল • টাইলস, প্লাম্বিং ও ইলেক্ট্রিক সহ
যে কোন কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।

বাংলা কনস্ট্রাকশন ইনক
73-05 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email:bmz01x@gmail.com
Phone: 646-996-7171

Trump drops $10B lawsuit against IRS over leaked tax returns

Continued on page 25

is now over since he has the right to dismiss it at an early stage without judicial approval. The development comes four months after Trump, his sons and family business sued the IRS for $10 billion for failing to properly oversee a contractor who leaked the tax returns of the president and other wealthy individuals to the media seven years ago. The contractor, Charles Littlejohn, pleaded guilty in 2023 to leaking Trump's returns along with the returns of thousands of other wealthy Americans. A federal judge in Washington sentenced him to five years in prison, the maximum he could receive under the plea deal he reached with prosecutors. Littlejohn has appealed his sentence, arguing it was unduly harsh. Trump's civil lawsuit immediately drew criticism from the tax and legal world because of the novelty of a case in which the president is suing the government he runs.

"Although President Trump avers that he is bringing this lawsuit in his personal capacity, he is the sitting president and his named adversaries are entities whose decisions are subject to his direction," Williams wrote in a four-page order last month. "It is unclear to this Court whether the Parties are sufficiently adverse to each other so as to satisfy [the Constitution's] case or controversy requirement." John Koskinen, who led the IRS from 2013 to 2017, said he was concerned about any settlement Trump and his family look to cut with the government he leads, particularly outside the court's purview.

"The question now is what they'll do in private since, with the dismissal, there's no longer a case to be settled," he said in an email to POLITICO. "It's not clear what the Judge might be able to do but perhaps she could deny the request to dismiss unless the parties explain why the government has not responded to the suit and get the parties to agree that any transfer of funds has to be made and explained in public." Nina Olson, a former national taxpayer advocate, said the Trump family's move to dismiss the case was made easier because the president effectively oversees both parties in the case. "One needs look no further than the fact the Justice Department has not appointed any attorney to prosecute this case on behalf of the US taxpayer, much less respond," said Olson, who now leads the nonprofit Center for Taxpayer Rights. "And now that failure is used to justify withdrawal of the case. We will see what next occurs and how US taxpayers will be further harmed." The IRS, Treasury and Justice Department did not immediately respond to requests for comment. Shortly after suing in January, Trump acknowledged that it was unusual to be on both sides of a lawsuit. "It's very interesting," Trump told reporters on Air Force One. "We're thinking about doing something for charity, where I'll give money to charity." Last month, the president's attorneys said they wanted to pause the lawsuit for 90 days to work out a deal with the Justice Department "to avoid protracted litigation." In recent weeks, reports emerged about a potential settlement in the case as part of a broader attempt by the Justice Department to resolve a variety of legal claims Trump and his allies have made against the federal government. They include lawsuits brought by participants on Jan. 6, 2021, ack on the Capitol. (Source-Politico)

নিহত রামিসার বড় বোনের দায়িত্ব নিলেন প্রধানমন্ত্রী

১ পৃষ্ঠার পর

শিশু রামিসার বাবা বলেছেন, বাচ্চার হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এটা অভাবনীয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীকে শিশুটির বাবা আরও বলেছেন, এই নোংরা পরিবেশের কারণে তিনি তার শিশুটিকে হারিয়েছেন। তিনি তার বড় মেয়েকে এই নোংরা পরিবেশ থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে মানুষের মত মানুষ করতে চান। এজন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি এক খণ্ড জমি চেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তাকে এক খণ্ড জমি দেবেন বলে কথা দিয়েছেন বলেও জানান আতিকুর রহমান রুমন।

এসময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ, আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. আমিনুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী রামিসাকে গত মঙ্গলবার পল্লবীতে পাশের ফ্ল্যাটের এক ভাড়াটিয়া ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ জানায়, সকালে রামিসা বাসা থেকে বের হওয়ার পর সন্দেহভাজন সোহেল রানা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। পরে তাকে হত্যা করে। রামিসার মস্তকবিহীন মরদেহ খাটের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয় এবং বাথরুমে রাখা একটি বালতির ভেতর থেকে তার বিচ্ছিন্ন মাথা উদ্ধার করা হয়। পালিয়ে গেলে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।
Cell: 718-864-8882
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine
Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com 718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট
Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.
We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.
Dental Office
Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700
Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)
Wednesday (12 Pm to 5 Pm) Saturday (12pm to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

PROPERTIES FOR SALE

KAMRUZ ZAMAN BACCU
Licensed Real Estate Salesperson
347.465.3220
kamruzbaccu1@gmail.com

MLS | ISLAND ADVANTAGE

Address	Bed & Bath	Asking Price	Status
114-10 169th St. Jamaica NY 11434	Single Family (3 beds 2 baths)	$525,000 (Cash)	Vacant
175-28 89th, Avenue	Condo (2 beds 2 baths)	$369,900 (Cash)	Vacant
823 40 St. Brooklyn, NY 11232	Four Family (9 beds, 6baths)	$1,399,990	Vacant
2114 Lacomb Ave, Bronx, NY 10473 Gut Renovated	Two Family	$999,000	Vacant
43-44 164 St., Flushing, NY	Multi Family	$1,049,990	Vacant
611 Lakeview Ave. Rockville Centre	Single Family	$730,000	Vacant
41 Avalon Road, Hewlett, NY 11557	Single Family	$755,725	Vacant
198 Shepherd Ave, Brooklyn, NY	Two Family	$750,000	vacant
1715 Saint Peters Ave.Bronx,NY 10461	Four Family	$1,500,000	Vacant
62 15 St, Park Slope, Brooklyn, NY 11215	Three Family	1,850,000	
150-81 116th Road, Jamaica, NY 11434	Single Family	$599,000	Vacant
110 Oliver, Road Bedford	Single Family	$1,890,000	Vacant
968 East 48th Street Brooklyn	Single Family	$700,000	Vacant
894 Bay 9th, Street West Islip	Single Family	$669,900	Vacant
1181 Ocean Ave, Bay Shore, Long Island, NY	Single Family (4 beds 2 baths)	$699,000	Vacant
825 Morrison, Avenue Unit 12F Bronx	2 Beds Co-op	$299,900	Vacant
90 East End Avenue Unit #10B New York	Condo	$2,430,000	Vacant
166-25 Powells Cove, Boulevard	Co-Op	$675,000	Vacant
43 Penny Drive Calverton	Single Family	$740,000	Vacant
491 Ilyssa Way Staten Island	Condo	$580,000	Vacant
89 Sherman Avenue Bethpage	Single Family	$790,000	Vacant
1010 California, Place South Island Park	Single Family	$1,050,000	Vacant
1181 Ocean Avenue Bay Shore	Single Family	$630,000	Vacant
14 Dongan Street Staten Island	Single Family	$515,000	Vacant
273 North Newbridge, Road Unit D2 Levittown	Condo	$365,000	Vacant
635 West 42nd Street Unit 7A New York	Condo	$840,000	Vacant
26 Stone Gate Court Smithtown	Condo	$850,000	Vacant
350 West 50th Street Unit 30E New York	Condo	$1,249,900	Vacant
177 Hamlet Drive Unit 70 Mount Sinai	Condo	$1,049,950	Vacant
62 15th Street Brooklyn Proceed	Multi Family	$1,899,000	Vacant
150-81 116th Road Jamaica	Single Family	$629,900	Vacant
494 Keller Ave, Elmont, NY 11003	Single Family	$708,400	Vacant
1715 St Peters Ave, Bronx, NY 10461	Four Family	$1,500,000	Vacant
3321 Fish Ave, Bronx, NY 10469 (Bricks)	Two Family	$985,000	Vacant
4080 Hill Avenue, Bronx, NY 10466	Two Family	$660,000	Vacant
4327 Matilda Ave, Bronx, NY10466	Two Family	$799,000	Vacant
1711 Mansion St. Bronx, NY 10460	Multi Family	$749,000	Occupied
30 Birchwood Lane Hartsdale NY 10530	Single Family	$760,000	Occupied
2891 Montauk, Highway Brookhaven	Mixed Use	$489,000	Occupied
494 Keller Avenue, aka 490, Keller Ave. Elmont	Single Family	$770,000	Occupied
122-66 Nellis, Street Springfield, Gardens	Single Family	$629,900	Occupied
219-33 Edgewood, Avenue Laurelton	Single Family	$454,950	Occupied
140-04 123rd, Avenue Jamaica	Single Family	$399,000	Occupied
711 Schenck Avenue Brooklyn	Multi Family	$753,500	Occupied
1089 Rogers, Avenue Brooklyn	Mixed Use	$890,000	Occupied
32-12 Baywater Court Far Rockaway	Single Family	$299,950	Occupied
109-10 Francis Lewis, Blvd, Queens, Village	Single Family	$644,900	Occupied
218-41 140th Ave. Springfield Gardens	Single Family	$599,900	Occupied
1453-1457 East New York Ave, Brooklyn, NY 11212	Mixed Use	$3,995,000	Occupied
384, Hawthorne Ave, Yonkers NY	Multi Family	$485,000	Occupied

We Have 100+ Regular, HUD, Auction, Foreclosure, Short Sale & REO/Bank Properties For Sale

আজই কল করুন, কামরুজ্জামান বাচ্চু (আইল্যান্ড এ্যাডভেন্টেজ রিয়েলটি)- ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০

ব্রুকলিনে নতুন প্রিসিংক্ট উদ্বোধন করলেন মামদানি

১ পৃষ্ঠার পর

ব্যবসায়ী, আজকাল সম্পাদক লায়ন শাহ নেওয়াজ, আজকাল পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর রানো নেওয়াজ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের মেয়র মামদানি তাঁর বক্তব্যে বলেন, স্থানীয় আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন এবং জননিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে নতুন এই প্রিসেন্ট। এই এলাকায় অপরাধ প্রবণতা রেকর্ড পরিমাণ কমিয়ে আনা হয়েছে। নতুন প্রশাসনিক বিন্যাসের মাধ্যমে ব্রুকলিনের দক্ষিণ অঞ্চলের প্রিসেন্টগুলোর তদারকি আরও গতিশীল হবে বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে।' অনুষ্ঠানে এনওয়াইপিডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং স্থানীয় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ক্যালিফোর্নিয়ায় মসজিদে বন্দুক হামলাকারীসহ নিহত ৫

১ পৃষ্ঠার পর

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘৃণাজনিত অপরাধ বা হেট ক্রাইম হিসেবে তদন্ত করা হচ্ছে। গত সোমবার বিকেলে সান দিয়েগোর বৃহত্তম মসজিদগুলোর একটি, ইসলামিক সেন্টার অব সান দিয়েগোতে এই হামলার ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, দুই কিশোর বন্দুকধারী মসজিদের বাইরে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে একজন ছিলেন মসজিদের নিরাপত্তাকর্মী আমিন আবদুল্লাহ ও দুইজন মুসল্লী। সান দিয়েগো পুলিশ প্রধান স্কট ওয়াহল এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আমরা বিশ্বাস করি ওই নিরাপত্তাকর্মী বড় ধরনের বিপর্যয় ঠেকাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

পুলিশ জানায়, হামলার পর দুই বন্দুকধারী একটি গাড়িতে পালিয়ে যায়। কয়েক ব্লক দূরে তারা আরেকজন ল্যান্ডস্কেপ কর্মীর দিকে গুলি করে, যদিও তিনি অক্ষত থাকেন। পরে শহরের হ্যাটন স্ট্রিট এলাকায় রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ির ভেতর দুই হামলাকারীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, তারা আত্মহত্যা করেছে। পুলিশের তথ্যমতে, হামলাকারীদের বয়স ১৭ এবং ১৯ বছর। তাদের পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি। পুলিশ স্পষ্ট করেছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা হামলাকারীদের লক্ষ্য করে কোনো গুলি চালায়নি।

ঘটনার সময় মসজিদ কমপ্লেক্সে শিশুদের ক্লাস চলছিল। ইসলামিক সেন্টার অব সান দিয়েগোর অধীনে পরিচালিত আল রশিদ স্কুলে আরবি ভাষা, ইসলামিক স্টাডিজ এবং কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলটিতে পাঁচ বছর বয়সী শিশু থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সী শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে।

হামলার সময় মসজিদে থাকা শিশুদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয় পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবীরা। টেলিভিশন সম্প্রচারিত আকাশপথের ভিডিওতে দেখা যায়, এক ডজনেরও বেশি শিশু হাত ধরে মসজিদের পার্কিং এলাকা থেকে বের হয়ে আসছে এবং চারপাশে অসংখ্য পুলিশ গাড়ি মোতায়েন রয়েছে। স্কট ওয়াহল বলেন, সব শিশু নিরাপদ আছে। এই মুহূর্তে যেসব পরিবার তাদের প্রিয়জন হারানোর খবর পাচ্ছেন, আমাদের হৃদয় তাদের সঙ্গে রয়েছে। তিনি জানান, জরুরি ফোন পাওয়ার মাত্র চার মিনিটের মধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। এরপর বিভিন্ন থেকে যাজকের জন কর্মকর্তা অভিযান ও উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নেন।

সান দিয়েগোর ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক ইমাম তাহা হাসসানে এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, উপাসনালয়কে লক্ষ্য করে হামলা চালানো অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় কাজ। মানুষ এখানে নামাজ পড়তে আসে, উপাসনা করতে আসে, শিখতে আসে। শুধু মুসলমান নয়, বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষও এখানে আসেন। আমরা সবসময় আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক ও সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষে কাজ করি। এমন ঘটনা আমরা কখনো কল্পনাও করিনি। ইমাম তাহা হাসসানে বলেন, দেশজুড়ে এবং বিদেশ থেকেও অসংখ্য মানুষ সমবেদনা জানিয়েছেন এবং সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, এই কঠিন সময়ে আমরা সব পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি এবং শহরের সব উপাসনালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রীর এসিড টেস্ট 'স্থানীয় সরকার নির্বাচন'

৬৪ পৃষ্ঠার পর

ভোটের প্রস্তুতি শুরু করেছে। নির্বাচন কমিশন বলছে, সুষ্ঠু নির্বাচন করাটা বিরাট এক চ্যালেঞ্জ। এই নিয়ে প্রস্তুতি চলছে। আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক থাকবে না।

ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি করপোরেশন- সব নির্বাচনই হবে উন্মুক্তভাবে। অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে 'দলীয় প্রতীক' নিয়ে কেউ নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন জানান, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক থাকবে না। এ সংক্রান্ত আইনও পাস হয়েছে। সে লক্ষ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠানেরও চিন্তা রয়েছে সাংবিধানিক এ সংস্থাটির।

দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন না হলেও প্রার্থীরা দলের সমর্থন ও প্রভাবের বলয় থেকে মুক্ত হতে পারবেন না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। প্রার্থীদের প্রতি দলের সমর্থন বা পক্ষাবলম্বন হলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক ও পক্ষপাতহীন হওয়া নিয়ে আশঙ্কা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ক্ষমতাসীন সরকারি দল বিএনপি প্রার্থীদের পক্ষাবলম্বন বা সমর্থনের কথা সরাসরি না বললেও এনসিপি ও জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রার্থীর প্রতি সমর্থনের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এনসিপি দুই ধাপে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দুই স্তরের প্রার্থীর নামও ঘোষণা করেছে। তবে জামায়াত সরাসরি কারও নাম ঘোষণা করেনি।

নির্বাচন আরও কিছু দিন দূরে থাকলেও স্থানীয়ভাবে সম্ভাব্য অনেক প্রার্থী আগাম প্রচারণা চালাচ্ছেন। দলীয় সমর্থন আশা করে অনেক জায়গায় প্রচারণার ব্যানার-ফেস্টুনও টানাতে দেখা যাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচারণার ব্যানারে নিজ দলীয় নেতা, এমপি বা মন্ত্রীর ছবি প্রকাশ করতে দেখা গেছে। আবার কেউ কোনো দলের পক্ষ না হয়েও স্বতন্ত্রভাবে প্রচারণার মাঠে রয়েছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে নির্বাচনের প্রস্তুতির কথা বলা হচ্ছে। গেল মঙ্গলবার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেছেন, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস থেকে পর্যায়ক্রমে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরু করবে সরকার। আগামী এক বছরের মধ্যে মোট পাঁচটি স্থানীয় সরকার নির্বাচন শেষ করার পরিকল্পনার কথা সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। তবে বাজেট পাওয়ার ওপর ভিত্তি করে কোন স্তরের নির্বাচনটি আগে অনুষ্ঠিত হবে, তা ঠিক করা হবে। সবচেয়ে বেশি বাজেট প্রয়োজন হয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে। সে বিবেচনায় প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিয়ে শুরু হতে পারে কার্যক্রম। এমনটাই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ এবং সবশেষ সিটি করপোরেশন নির্বাচন ধাপে ধাপে করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি। সর্বশেষ ঘোষিত বগুড়া সিটি করপোরেশনের নির্বাচনও এর সাথেই হয়ে যাবে বলেও সে কথা জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী।

বাংলাদেশের তৃণমূলের এই নির্বাচনকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। যেসব দলের ভিত্তি শক্তিশালী তারাই কেবল স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জায়গা করে নিতে পারে। সেই দিক বিবেচনায় বিএনপি সবচেয়ে ভাল অবস্থানে আছে। দ্বিতীয় অবস্থান অবশ্যই জামায়াতে ইসলামীর। এনসিপি'র ভিত্তি এখনও সেভাবে সৃষ্টি হয়নি। ফলে শেষ পর্যন্ত চব্বিশের অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দানকারী দলটি যদি জামায়াতের সঙ্গে কোয়ালিশনে যায় তবে এতে কোনও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ থাকায় স্থানীয় নির্বাচনেও অংশ নিতে পারবে না বলে মনে হচ্ছে। দলটির নেতা-কর্মীরা আসন্ন নির্বাচনে যাদেরই ভোট দেবে তাদেরই বিজয়ী হবার সম্ভাবনা বেশি। কারণ স্থানীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগের ভিত্তি মজবুত। যদিও দলীয় মনোনয়ন কিংবা পার্টির কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন ছাড়াই আওয়ামী লীগের কেউ স্থানীয় নির্বাচনে অংশ নিতে চাইলে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হতে পারে। কারণ এমনিতেই নিষিদ্ধ দলটির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলা রয়েছে। বিএনপি কি প্রার্থীতা উন্মুক্ত রাখবে নাকি মনোনয়ন ঘোষণা করবে সেটাও এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

WE ARE HIRING
REAL ESTATE AGENTS
Join Our Team!

COACH: JOE B.

"100% of zero is nothing. You deserve the support, training & mentorship from LIBOR's **Top 20 under 40** award winning Realtor".

Learn how to make $100K+ commissions within 6-12 months."

CEO: NAFIZ RAHMAN

CLASSES EVERY WEEK. FIRST BATCH STARTING FROM APRIL 25th. ENROLL SOON!

WHY JOIN US?

- FREE exclusive Listings (Broker owns a management Company that generates exclusive leads)
- Personalized Mentorship & training from "Libor's Top 20 under 40 award winning Realtors"
- Competitive Commission Splits (Better than any Franchise guaranteed)
- No desk fees, No Franchise fees (Desks reserved for TOP Agents)
- Marketing & Admin support
- Top shelf technology: CRM, Transaction Management etc.
- Leads for FSBOs, Expireds, REOs handed out every month
- Collaborative Team Culture & Modern Office
- Profit Share & Residual income from Management

SCAN THE QR TO SCHEDULE A MEETING

SCAN ME!

REQUIREMENTS

1. Licensed Realtor
2. Active Sales records to be considered for the FREE exclusive listings co-broke opportunities

WD wolvesden Realty

CALL OR EMAIL TODAY TO SCHEDULE AN INTERVIEW: (718) 713-1862 | wolvesdenagents@gmail.com

VISIT US AT: www.wolvesdenrealty.com

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN A
HOME CA

PCA HOME CARE সেবা
আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol

আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA ট্রেনি

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillsid
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-

Email: info@goldenagehomecare.c

AGE
ARE
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নর সেবা প্রদান করবো
7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com
ং স্কুল আছে
FFICE
e Ave
432
820
115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
om | www.goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Mybestfly
New York, United States
Dhaka, Bangladesh
Nov 21
Return Date
Search Flight
DISCOUNT
Plan your next flight
সামার সেল! সামার সেল!
Emirates
Scan Me
এই সামারে বিমান, এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ এবং
সৌদি এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট বুকিংয়ে পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়
ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট
www.mybestfly.com
Emirates
QATAR
AIRWAYS القطرية
TURKISH
AIRLINES
السعودية
SAUDIA
Biman
BANGLADESH AIRLINES
এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ইন্টারন্যাশনাল
এবং ডোমেস্টিক ফ্লাইট বুক করতে পারবেন
BOOK ONLINE
mybestfly.com
CALL TO BOOK
718-406-9745
Global Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka-1000

বিরাট মূল্য হ্রাস
BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার রেড/ব্লাক চিকেন কিনলে ২টি কালার চিকেন ফ্রি
অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি, ৩টি রেড হার্ড চিকেন $17.99 ৬টি রেড/ব্লাক চিকেন কিনলে ১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি
আরো রয়েছে কোয়েল, কবুতর, তিতি মুরগী, বালিহাঁস, রেগুলার হাঁস, চাকার পাখি, রাতা মোরগ, কোয়েল ডিম, হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম, অর্গানিক ডিম
Eid Mubarak
৩টি
রেড হার্ড চিকেন
$17.99
Approved by
SBNY
Shariah Board New York
HALAL MONITORING SERVICES
HMS
CERTIFIED HAND ZABIHA
All Red Chicken
3.99 LB
All White Chicken
2.99 LB
Scan Here to Shop & Get Free Delivery
শুধুমাত্র সীমিত সময়ের জন্য
ফ্রি ডেলিভারী
মিনিমাম ৫০ ডলার
EBT & Foodstamp
MasterCard VISA AMERICAN EXPRESS DISCOVER
BENEFIT
Open 7 Days: 8:00am to 7:00pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd
37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205-7200 | 718.205.8262

শেখ হাসিনার দেশে ফেরা না ফেরার প্রশ্নে হঠাৎ আলোচনা কেন?

১ পৃষ্ঠার পর

নতুন করে এই আলোচনা সামনে এসেছে। যদিও নির্বাহী আদেশে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ আছে এবং দলটির নিবন্ধনও স্থগিত রয়েছে।

একইসঙ্গে, চব্বিশের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মৃত্যুদণ্ড হয়েছে শেখ হাসিনার। এছাড়া একাধিক দুর্নীতির মামলাতেও তার সাজা রয়েছে।

সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে, শেখ হাসিনার দেশে ফিরে আসা অথবা নতুন করে আওয়ামী লীগের রাজনীতি শুরু কতটা চ্যালেঞ্জের? কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য এই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি ও অসাংবিধানিক।

বিবিসি বাংলাকে নাছিম বলেন, এই ট্রাইব্যুনালের সমস্ত কার্যক্রমকে অনতিবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সকল রাজবন্দিকে মুক্তি দিতে হবে। ২০২৪ এর পাঁচই অগাস্টের পরে যত রায় হয়েছে, অর্থাৎ শেখ হাসিনাকে ফাঁসির যে আদেশ দিয়েছে সেই আদেশসহ সকল রায় অনতিবিলম্বে গণতন্ত্রের স্বার্থে বাতিল করতে হবে।

এদিকে, অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক একজন উপদেষ্টা মাহফুজ আলম আওয়ামী লীগের ফেরা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়েছেন। সেই পোস্টকে ঘিরেও এই আলোচনা আরো বেড়েছে। যদিও বিশ্লেষকরা বলছেন, আইনের মাধ্যমে অর্থাৎ নির্বাহী আদেশে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ভোটের রাজনীতিতে তারা প্রত্যাখ্যাত হয়নি। ফলে শেখ হাসিনা অথবা তার দল উভয়েরই বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, সরকার তো আইন করে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। মানুষ তো আর ভোট দিয়ে হাসিনাকে রিজেক্ট করে নাই, কারণ তারা ভোটে সেটা করার সুযোগই পায়নি। ফলে ওইখানে একটা দুর্বলতা রয়ে গেছে। যতদিন জনগণের এই সমর্থন আছে, ততদিন শেখ হাসিনার কামব্যাক করার সম্ভাবনাটা থেকেই যায়। (সূত্র-বিবিসি বাংলা)

কারিনার প্রতি অসম্মান সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের স্বীকারোক্তি

৫ পৃষ্ঠার পর

নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক পানিসম্পদমন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তিনিও দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আজীবনের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সশরীরে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে শেষশ্রদ্ধা জানান। জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে শোকবার্তা আসে। কারণ, মৃত্যু এক শোকার্ত বাস্তবতা। মৃত্যুতে মানুষ শত্রু-মিত্র ভুলে স্থির হয়ে যায়।

কিন্তু আওয়ামী লীগের একটি অংশ এই মানবিক সত্যটুকু ভুলে গেছে। যারা একসময় দেশের উন্নয়নের ঝান্ডা উড়িয়েছে, সোনার বাংলাদেশ গড়ার কথা বলেছে, তাদের একাংশ আজ একজন তরুণীর মৃতদেহকে নিয়ে ঘৃণিত মন্তব্য করছে। কারিনার রাজনৈতিক পরিচয়টি তাঁদের কাছে অপরিচিত। কিন্তু মানবিক মর্যাদা রাজনৈতিক পরিচয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। একজন মৃত মানুষের প্রতি এ ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হলে তাঁর রাজনীতির সমর্থক হওয়ার প্রয়োজন নেই।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি বদল চেয়েছিল। সেই অভ্যুত্থান সরকার বদলেছে, কিন্তু মানুষের মনের ভেতর যে ঘৃণার বীজ দীর্ঘদিন ধরে বপন করা হয়েছে, তা এখনো শিকড় ছাড়েনি। যে দেশে রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে একজন মৃত নারীর শরীরকে কুরুচির লক্ষ্যবস্তু বানানো যায়, সে দেশ সভ্যতার মুক্তির দিকে এগোচ্ছে না।

কারিনা কায়নাত তাঁর সাহসী ভূমিকার জন্য যে সম্মানের অংশীদার, আমরা তা তো দিতে পারিনি। বরং তাঁর মা-বাবার কাছে আমরা প্রমাণ করেছি যে আমরা কারিনা কায়নাতের মতো যোদ্ধাদের যোগ্য নই।

কারিনা কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ দেখার প্রত্যয়ে কোটি কোটি অরাজনৈতিক মানুষের সাথে রাজপথে ছিলেন। স্বপ্ন ছিল একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ দেখার। এ আকাংখা থেকে মা বোন শিশু ও আবালবৃদ্ধবনিতা রাজপথে নেমে আসে। এটা কারিনাদের অপরাধ নয়। তারা জানাজায় গিয়ে 'ঢাকা না দিল্লি'-এ ধরনের স্লোগানও রাজনৈতিক অপরিপক্কতার সামিল। সবশেষে আর্জি একটাই- আর যেন কোন বোনের কারিনার মতো চরম অবমাননা নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে না হয়। ওপারে ভালো থাকবেন কারিনা।

বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।
আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি
আমাদের প্যাকেজ বিবরণ
- ওমরা ভিসা
- এয়ার টিকেট
- ১ দিন মক্কায় ট্যুর
- ১ দিন মদিনা ট্যুর
- মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
- এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল (4 Star Hotel with Breakfast.)
- মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ (একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)

* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।

NAFS TRAVEL INC.
SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com
NAFS TRAVEL

37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

বই-প্রেমিদের উৎসবে মুখরিত হোক নিউইয়র্কের বইমেলা

১২ পৃষ্ঠার পর

খুঁজতে আশ্রয় নিই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। মনে মনে বলি: আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে। তবুও শান্তি, তবুও আনন্দ, তবুও অনন্ত জাগে/তবুও প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্রতারা, বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে...।

জীবন থেমে থাকে না। নদীর স্রোতধারার মতো মানুষের জীবনও সামনে এগিয়ে চলে। আমরা প্রবাসীরাও তেমনি শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আনন্দ খুঁজে পাই। নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বই মেলা–এটি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাঙালি হৃদয় স্পন্দন। ১৯৯২ সালে যাত্রা শুরু করে এই বইমেলা আজ উত্তর আমেরিকায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় মিলন মেলা হিসেবে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর হাজারেরও বেশি প্রবাসী বাঙালি এখানে সমবেত হন নিজেদের শিকড়ের সন্ধানে, মাতৃভাষার মাধুর্যে সিক্ত হতে। বইয়ের পাতায় পাতায় জড়িয়ে থাকে স্বদেশের গন্ধ, কবিতার ছন্দে ধ্বনিত হয় বাংলার প্রকৃতি, গল্পের ভেতর লুকিয়ে থাকে অভিবাসী জীবনের জটিল আবেগ। এই মেলা যেন এক চলমান সেতু, যা প্রবাসের নতুন প্রজন্মকে বাংলার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন জুড়ে দেয়।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশন এর আয়োজনে ২২ মে শুক্রবার থেকে ২৫ মে ২০২৬ শুরু হবে বইমেলার ৩৫তম আসর। 'যত বই তত প্রাণ' এই স্লোগান নিয়ে মেলাকে ঘিরে ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে নিউইয়র্কসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। মুক্তধারার স্বত্বাধিকারী চিত্তরঞ্জন সাহা যে মেলার বীজ বপন করেছিলেন, সেটি ফুলে-ফলে এখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি বটবৃক্ষের মতো। এটা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে, প্রবাসে সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক উৎসবের নাম 'নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা।'

নিউইয়র্কের মত একটি মহানাগরিক, কর্মব্যস্ততার ইট, সিমেন্ট, কাঠ ও লোহার সিটিতে মানুষ যে এখনো প্রেম করে, প্রিয়জনকে ছুঁয়ে আনন্দ পায় এবং মন নামক অবাস্তব অথচ যেকোন বস্তুর চেয়েও মহামূল্যবান চেতনার অস্তিত্ব–এটা সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। যে শহরে নফ, সাইমন এন্ড শুস্টার, র‍্যান্ডম হাউস, পেঙ্গুইন বুকস, রাউটলেজেরমত প্রকাশকের প্রধান দপ্তর, যে শহরে একদা সবচেয়ে বেশি বইয়ের দোকান ছিল, অথচ আজ নেই, সেই শহরে বাংলা ভাষাভাষীদের বাংলা বই পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার পাশাপাশি সেই ৩৫ বছর আগে, যখন সবে মাত্র বাঙালি কমিউনিটি বিকাশ লাভ করতে শুরু করেছে, তখন বইমেলা আয়োজন করে মুক্তধারা যে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, আজ ৩৫তম আয়োজনে এসে বলা যায়, প্রবাসী বাঙালিদের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

এই মেলা শুধু বই বিক্রির মেলা নয়, এটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। প্রবাসে বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্ম, যাদের অনেকেই বলতে কিংবা পড়তে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না, তাদের জন্যই এই মেলা হয়ে উঠে পরিচয় খোঁজার ঠিকানা। বাংলাদেশি বাবা মায়েরা সন্তানদের হাতে ধরে এখানে আসেন, মাতৃভাষার গন্ধ শেখাতে। বইয়ের মেলায় পাওয়া যায় বাংলাদেশি হস্তশিল্পের পোশাক ও ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্টল। এক ফোঁটা মাটির টান, এক চিলতে আকাশের স্বাদ–এই মেলায় এসে প্রবাসীরা খুঁজে পান স্বদেশের ছোঁয়া।

এক সময় বই মেলার ভেন্যু নিয়ে সমস্যা ছিল। শুরু হয়েছিল ব্রুকলিনে, কিন্তু আজ পর্যন্ত ৩৪টি মেলাই হচ্ছে কুইন্সের বিভিন্ন লোকেশনে। গত ২২ সাল থেকে শুরু হয়েছে জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে। জ্যা প্যাকের সবচেয়ে সুবিধা এর সুপরিসর সবুজ প্রাঙ্গণ। সে প্রাঙ্গনেই বসে বইয়ের মেলা। কিছু অনুষ্ঠান হয় উন্মুক্ত মঞ্চে, বাকি সব আয়োজন জ্যা প্যাকের অডিটোরিয়ামে। এটিই এখন পর্যন্ত সেরা ভেন্যু। হয়তো কেবল ভেন্যুর কারণেই বইমেলায় অন্য স্টেট এবং অন্য দেশ থেকেও দর্শকদের সমাগম বেড়ে গেছে, বই বিক্রি বেড়েছে, বই আসা ও বেড়েছে।

প্রতিবছরই বইমেলা কোনো না কোনো দিক দিয়ে শাখা-প্রশাখা মেলেছে। ছোট পরিসরে শুরু হওয়া বইমেলা আজ বিশাল এক সাংস্কৃতিক মহোৎসবে রূপ নিয়েছে। বাংলাদেশের একুশে বইমেলার আদলে গড়ে ওঠা এই মেলায় অংশ নেন দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা লেখক, প্রকাশক ও বুদ্ধিজীবীরা। বাংলা ভাষায় রচিত হাজার বইয়ের সমারোহে সাজে মেলা প্রাঙ্গণ। কবিতা পাঠ, সাহিত্য আলোচনা, নাট্যাভিনয়, বিতর্ক অনুষ্ঠান, নতুন বই নিয়ে আলোচনা, সংগীত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে প্রবাসী বাঙালীদের সৃজনশীলতার মাঠ। শিশু কিশোরদের জন্য আলাদা আয়োজন থাকে–ছবি আঁকা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তারা শেখে বাংলা ভাষার সৌন্দর্য।

বাঙালির যত আন্দোলন সংগ্রাম, ইতিহাস ঐতিহ্য–তা সৃষ্টি হয়েছে সাংস্কৃতিক জাগরণের মধ্য দিয়েই। একুশের বইমেলা সাংস্কৃতিক জাগরণের অনন্য সাধারণ ভূমিকা রেখে চলেছে। ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভাষা সংস্কৃতির প্রতি আবেগ এবং অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক উদার চেতনা সমৃদ্ধ হয়ে একুশে বইমেলা রূপ নিয়েছে বাঙালির সার্বজনীন উৎসবে। তেমনি ৩৫তম এই আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা প্রবাসী তথা বাংলা ভাষার লেখক, প্রকাশকদের, পাঠক ও সংস্কৃতি প্রেমিদের অনন্যচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছেন সমকালীন সেরা লেখক বৃন্দ। বাংলাদেশ থেকে এসেছেন জনপ্রিয় এবং বিশিষ্ট শিল্পী বৃন্দ। যে বইমেলা শুরু হয়েছিল কেবলমাত্র একটি প্রকাশনা সংস্থা নিয়ে, আজ সেখানে ঢাকা, কলকাতা ও নিউইয়র্ক থেকে যোগ দিয়েছে ৩৫টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান। জানা গেছে, তারা এসেছেন বিপুল বই নিয়ে–এটি কম কথা নয়।

তবে বইমেলা মূলত বইমেলা, বই সেখানে মুখ্য। নিউইয়র্ক সিটিতে সারা বছরই নানা ধরনের মেলা হয়, যেমন পথমেলা, পিঠা মেলা, বুটিক মেলারওআয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লালন, হাসন রাজা ও শাহ আব্দুল করিমকে নিয়ে অনুষ্ঠান হয়, লোকসংগীত উৎসব, জোৎস্না উৎসব এবং দুবছর আগে শুরু হয়েছে চলচ্চিত্র উৎসব। সবচেয়ে বেশি হয় গান নিয়ে অনুষ্ঠান, অথবা অনুষ্ঠানে বললে–সব মেলা বা অনুষ্ঠানে গান যেন অপরিহার্য।

বইমেলা একটিই নিউইয়র্কে। গত বছর শুরু হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু বাংলা বইমেলা'। কোন কোন মেলা বা অনুষ্ঠানে বইয়ের স্টল থাকে। অন্য যত মেলাই হোক, মুক্তধারার বইমেলার কারণে বাঙালিদের মধ্যে নিউইয়র্কের যে গুরুত্ব তৈরি হয়েছে, তার সাথে অন্য কিছুরই তুলনা চলে না। নিউইয়র্কের এই বাংলা বইমেলা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বইমেলা। ঢাকা, কলকাতারপরেই এর স্থান। নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার পথ অনুসরণ করে অন্য দেশে, অন্য শহরেও এখন বইমেলা হয়। এটাও প্রমাণ করে, বইমেলা অনুকরণীয় একটি উদ্যোগ। এ ছাড়া ৪ দিনব্যাপী ৩৫তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বই মেলা'র চেয়ারম্যান- ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, আহ্বায়ক ড. নজরুল ইসলাম, প্রধান অতিথি ড. রেহমান সোবহান এবং উদ্বোধন করবেন ইমদাদুল হক মিলন, কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক। ৩৫ বছরের গৌরবময় যাত্রায় স্মরণ করবে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক- দিলারা হাশেমকে।

বইমেলার এই সফলতার পাশাপাশি বর্তমান সময়ে মানসম্পন্ন গ্রন্থ প্রকাশনা, লেখক ও প্রকাশকের মধ্যকার পেশাদারিত্ব, পাঠকের বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ ইত্যাদি নানান বিষয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা হতে পারে। হতে পারে প্রকাশনী শিল্পে টাকার বিনিময়ে মানহীন গ্রন্থ প্রকাশক নিয়ে আলোচনা। হতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে লেখকের ভূমিকা নিয়ে, প্রকাশকের ভূমিকা নিয়েও।

ভবিষ্যতের প্রত্যাশা নিয়ে বলতে গেলে, এই মেলাকে আরও আধুনিক ও সময়োপযোগী করে তোলা প্রয়োজন। প্রযুক্তির যুগে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাঙালীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে। তরুণ লেখকদের জন্য ওয়ার্কশপ ও মেন্টরশিপ এর ব্যবস্থা করে তাদের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা যায়। সর্বোপরি, সকল মত, পথ ও অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে মেলাকে আরও গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া নিউইয়র্কের মুক্তধারা'র উদ্যোগে আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা প্রবাসী বাঙালীর অস্তিত্বের লড়াইয়ের অংশ। এটি শুধু বইয়ের মেলা নয়, স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার অনন্য নিদর্শন।

লেখক: প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, নুরজাহান মেমোরিয়াল মহিলা ডিগ্রি কলেজ, সিলেট। লোকসংস্কৃতি গবেষক, রাষ্ট্রচিন্তক, সমাজবিজ্ঞানী ও প্রাবন্ধিক। পিএইচডি ফেলো, নিউইয়র্ক।

MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.

- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters

Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435

Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি
ZAM ZAM
TRAVEL US
আমাদের সার্ভিস সমূহ
এয়ার টিকেটিং
হজ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
HOTEL
হোটেল বুকিং
ভিসা প্রোসেসিং
ওমরাহ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?
বিশেষজ্ঞ দল
যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
প্রিমিয়াম সহায়তা
নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা
ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR
এয়ার লাইন সমূহ
السعودية
SAUDIA
QATAR
AIRWAYS
Emirates
TURKISH AIRLINES
ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh
নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিস্ট, নার্স, ফেডারেল জব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

Email: khanma663@gmail.com

বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার সভাপতি সাখাওয়াত সম্পাদক সুব্রত

৬২ পৃষ্ঠার পর

আনুষ্ঠানিকভাবে কমিটি ঘোষণা করেন সংগঠনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরান নবী।
যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত আলীকে সভাপতি এবং সাবেক ছাত্রনেতা ও সুব্রত তালুকদারকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া
সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগকে সিনিয়র সহ-সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ড. নুরান নবী বলেন, নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বঙ্গবন্ধু পরিষদকে সবচেয়ে শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও কার্যকর সংগঠনে পরিণত করা হবে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রবাসে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নে এই সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।" এসময় নবগঠিত নেতৃবৃন্দ সংগঠনের কার্যক্রমকে গতিশীল ও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং আগামী তিন মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করার ঘোষণা প্রদান করা হয়।

মনজুর আহমদ-এর 'আমার সেই সময়'

১৬ পৃষ্ঠার পর

নীল পালা করে দেয় পুলিশ। (পাতা ৪৬)। মনজুর আহমদ পড়াশুনা করেন খুলনার দৌলতপুর কলেজ, যেখানে আমার যাবার সুযোগ ঘটেছে। ঢাকায় আসা, সাংবাদিক হিসাবে পেশা শুরু ৫০ টাকা বেতনে, খেলাঘরের পাতার দায়িত্ব পাওয়া, জগন্নাথ কলেজে লেখাপড়া, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলনে যোগ দেয়া ছাত্র ইউনিয়নের নেতা হিসাবে (পাতা ৮৯), ঢাকায় সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে ৬ দফা ঘোষণা, পাক-ভারত যুদ্ধের সাক্ষি তিনি। মজার ব্যাপার হল খেলাঘর, জগন্নাথ কলেজ, দৈনিক সংবাদ সবই আমার অতি চেনা।
সাংবাদিক হিসাবে ষাটের দশকে সে সময়ের বিখ্যাত সাংবাদিকদের সাথে কাজ করার স্মৃতি বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। এসেছে ঢাকায় মেসের জীবনের কথা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালিন সময়ের নানা প্রসঙ্গ। মনজুর আহমদ বলেছেন "চাকরি আর লেখাপড়ার টানাহেঁচড়ার মধ্যে যখন পরীক্ষায় আটকে গেলাম, তখন অনেক কষ্টে এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। লেখাপড়ায় ইতি টানলাম। এর পরই বিয়ে করে ফেললাম।" (পাতা ১৩১)
বিয়ের পর ঢাকায় রেখা আহমদের পড়ালেখা, চাকরি, অফিসের প্রসঙ্গেও লিখেছেন। লিখেছেন তিনি কীভাবে রেখা আহমদ হয়ে উঠলেন তার কথাও। কিন্তু তাদের ভালোবাসার কথা জানা গেলনা। এই জায়গায় মনজুর আহমদ কার্পণ্য করেছেন। দৈনিক সংবাদ থেকে তিনি দৈনিক বাংলায় যোগ দেন। তাঁর প্রতিবেদন ঝড় তুলছে, আলোড়িত হচ্ছে। ঢাকা উত্তাল হচ্ছে, আর তিনি একটার পর একটা ঘটনা গেঁথে নিচ্ছেন হৃদয়ে। দৈনিক বাংলার চাকরি তাঁকে অর্থনৈতিক সাচ্ছন্দ দেয়। তিনি হয়ে ওঠেন আত্মবিশ্বাসি। এখানে একটা কথা বলে রাখি দৈনিক বাংলায় মনজুর আহমদ সম্পাদক হিসেবে পেয়েছিলেন তোয়াব খানকে। আমিও জনকণ্ঠে দীর্ঘ ১২ বছর তোয়াব খানের অধীনে কাজ করেছি। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার একজন কিংবদন্তি তিনি।
সম্ভবত মনজুর আহমদের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা ১৯৭১এর ২৫ মার্চ। তিনি লিখছেন, "২৫ মার্চের রাতে আমি আর আলী আকসাদ একই সঙ্গে ৩২ নম্বর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। কত হবে রাত তখনঃ সাড়ে নটা-দশটা? বেরিয়ে দেখলাম রাস্তা প্রায় নির্জন। মিরপুর রোডে একটা খালি বেবি ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। পল্টনের মোড়ে আমাকে নামিয়ে দিয়ে আলী আকসাদ চলে গেলেন বংশালে সংবাদ অফিসে। দুজনেই বেশ খুশি ছিলাম বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে একটা ভাল খবর বের করে নেয়ার সাফল্যে। বঙ্গবন্ধুর মুখ থেকে প্যারালাল গভর্নমেন্ট চালাবার ঘোষণা শুধু আমরা দুজনই পেলাম। আমি অফিসে এসে লেখালেখি শেষ করার আগেই শহর কেঁপে উঠল গোলাগুলির শব্দে আর ট্যাঙ্কের গর্জনে।" (পাতা ১৬২)। এর পরের অংশ সাসপেন্সে ভরা। একদিকে ১৬ ডিসেম্বর পাকসেনাদের আত্মসমর্পণ অন্যদিকে রাজাকারদের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া। তিনি শেষ করছেন এইভাবে, "হ্যাঁ বেঁচে আছি। প্রাণে বেঁচে আবার নিজের জগতে ফিরে আসতে পেরেছি। এখন সামনে নতুন দিন। স্বাধীন দেশে নতুন জীবন। এখন সব কিছু হারিয়ে এই শূন্য ঘরে নতুন জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটি উপলব্ধিই মনে এল, নতুন করে আবার সব কিছু গড়তে হবে।" (পাতা ১৮৭)। এই আশাবাদ উচ্চারণ করেই 'আমার সেই সময়' শেষ করেছেন।
এই বইয়ে গল্পই বলেছেন মনজুর আহমদ। নিজের কৈশোর তারুণ্য ছাপিয়ে এই আত্মজৈবনিক লেখায় উঠে এসেছে সমাজ, দেশ, রাজনীতি, সংগ্রাম, আন্দোলন, সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি মানুষের কথা। আর সব কিছু পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার কথা। একটি দেশের দুইবারের পরিবর্তন আমরা পাঠকরাও প্রত্যক্ষ করেছি পাতা উল্টে উল্টে। এই বইয়ের সব ঘটনায় তিনি আছেন কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও আবার পরোক্ষে। সেখানে তিনি দর্শক। তবে কোথাও তিনি ঘটনার চেয়ে নিজেকে বড় করেন নি কিংবা বড় করে তোলার প্রবণতা দেখান নি। এই বইয়ের সবচেয়ে ভাল দিক এটা বলেই আমার মনে হয়েছে।
মনজুর আহমদের লেখার মাধুর্য তার গল্প বলায়। প্রত্যক্ষদর্শী হলেও এবং নিজে সাংবাদিক হওয়া সত্তেও তিনি সাংবাদিকসুলভ হননি। বরং পাঠককে গল্পের আমেজই দিয়েছেন। পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে স্মৃতির সাথে তিনি ঘটনার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। এই মেলবন্ধন এমনই নিপুণ যে তা আমার ভেতরে একধরনের দ্যোতনার কথায় তৈরি করেছিল পড়ার সময়। গল্প লেখক হিসাবে আমার মনে হয়, মূল ঘটনার দীর্ঘ সময় পরে লিখলে তা আর স্মৃতিচারণ থাকেনা হয়ে ওঠে স্মৃতিগল্প। কারণ মানুষের স্মৃতির ক্ষয় আছে। সেই আধা স্মৃতি ন্যুরবিয়াল হতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে বিয়েলের চেয়ে ন্যুরবিয়াল অনেক বেশি মনোগ্রাহী।
মনজুর আহমদের 'আমার সেই সময়' আমার কাছে তেমনই মনে হয়েছে।

হ্যান্ডস অন
ফিজিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া

এলআইসি. ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway

170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন
347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

৩৫তম আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা উদ্বোধন আজ

৬২ পৃষ্ঠার পর

২৫টি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নিচ্ছে। মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত এই বইমেলা ১৯৯২ সাল থেকে প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম বৃহৎ সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পরিচিত।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, এবারের বইমেলাকে আরও বিস্তৃত ও আন্তর্জাতিক পরিসরে উপস্থাপনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। বইমেলায় আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ড. নজরুল ইসলাম। সহযোগী আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন ড. ওবায়েদুল্লাহ মামুন এবং রাব্বানী ভূঁইয়া। মেলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ। এছাড়া মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও বিশ্বজিত সাহা বইমেলার সার্বিক সমন্বয়, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, প্রকাশনা কার্যক্রম এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন বলে জানা যায়। বইমেলার উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন। প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন অধ্যাপক ড. রওনক জাহান এবং ফরিদুর রেজা সাগর। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকছেন ভারতের বিশিষ্ট কবি সুবোধ সরকার, লেখক ফারুক মঈনউদ্দীন, গবেষক দীপেশ আচার্য এবং জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক সাদাত হোসাইন। এছাড়া আমন্ত্রিত লেখকদের মধ্যে রয়েছেন ড. আবদুন নূর, গৌতম দত্ত, কৌশিক সেন, অধ্যাপক বিরূপাক্ষ পাল, অধ্যাপক সৌরভ সিকদার, রুমা মোদক, জাফর আহমেদ রাশেদ, মোকাররম হোসেন, অধ্যাপক শামীম রেজা, রুদ্র শংকর, আশিক মুস্তফা এবং শতাব্দী রায় চৌধুরী। সাংস্কৃতিক আয়োজনে অংশ নেবেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী অদিতি মহসিন। চার দিনব্যাপী এ আয়োজনে নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, সাহিত্য আলোচনা, কবিতা পাঠ, লেখক-পাঠক আড্ডা, শিশু-কিশোর অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। অন্য প্রকাশ, প্রথমা প্রকাশন, সময় প্রকাশন, পাঞ্জেরী, অনিন্দ্য প্রকাশ, বাংলা প্রকাশ, কবি প্রকাশনী, বাতিঘরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নতুন ও জনপ্রিয় বই পাঠকদের জন্য প্রদর্শিত হবে।

বইমেলায় বিতর্কের বেড়ে ওঠার গল্প

১২ পৃষ্ঠার পর

এই উদ্বুদ্ধকরণের কাজটি করতাম তরুণ প্রজন্মের সামনে। যুক্তরাষ্ট্রে তরুণেরা আমাদের মত মানুষের কথা শোনার মানসিকতা পোষণ করে না। মধ্যবয়সী মানুষেরা বিতর্কের কথা শোনে কী-ই বা করবেন? তবু বিতর্কের উপকারিতা নিয়ে দু'চার কথা বললাম। অডিটরিয়াম আস্তে আস্তে ফাঁকা হতে লাগলো। শেষে মনে হলো, এর চেয়ে শাকসব্জির উপকারিতা নিয়ে কথা বললেও দর্শকদের সাধুবাদ পেতাম।

আয়োজকগণের সঙ্গে একই হোটেলে ছিলাম জ্যামাইকায়। সেখানে নবী ভাই (ড. নুরুন নবী), জিয়া ভাই, ফারুক ভাই প্রমুখের সান্নিধ্য উপভোগ করেছি। উচ্চ রসবোধের আনন্দ নিয়েছিলেন বিশিষ্ট ছড়াকার ও সাংবাদিক লুৎফর রহমান রিটন। প্রাতঃরাশের আড্ডা বেশ জমতো। সেবার আর দু'একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে কথা বলে শেষে শেরপুর সমিতির পিকনিক খেয়ে কোর্টল্যান্ডে নিজের বাসায় চলে আসি।

২০২৩-এর বইমেলায় একটি মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের মডারেটর হওয়ার দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। আমি প্রবাস জীবনের একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের দিকে আলোচনা ধাবিত করি। প্রবাস জীবন ও আধুনিকতা পারিবারিক বন্ধনগুলোকে শিথিল করে দিচ্ছে কিনা– তা নিয়ে আলোচনার মোড় ঘুরাই। উপদেষ্টা ড. আবদুন নূর, জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমদের কন্যা শারমিন আহমদ এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত নিরা রহমান (নিরুপমা) আমাদের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। সেবার নিউ ইয়র্ক আনন্দধ্বনি একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পায়। আনন্দধ্বনির কর্ণধার অর্ঘ্য সারথী সিকদার আমাকে অনুষ্ঠান গ্রন্থনার দায়িত্ব দেন। প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় ছিলেন অনবদ্য। আমি মাঝে মাঝে ঠেকার কাজ করেছি। অর্ঘ্য এক সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছিলেন। শিল্পীরা সবাই সংগীতে পারদর্শী। গানগুলোর পছন্দও ছিল উত্তম রুচি ও মননশীলতার ধারক।

২০২৪-এর মেলা শুরু হওয়ার আগেই একদিন সাংবাদিক ও বিতার্কিক শামীম আল আমিন আমাকে ফোন করে বলেন যে, তিনি নাকি এবার বিতর্ক অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছেন। তবে বিষয়বস্তু যেন সাহিত্য আলোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করে, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা চান মেলার আয়োজকগণ। আমি বিষয়বস্তু দিলাম, 'প্রবাস জীবনে সাহিত্য চর্চা অর্থহীন।' পক্ষে ড. বিলকিস রহমান দোলা ও ড. সেজান মাহমুদ বলেছেন। আমি পক্ষের দলপতি ছিলাম। বিপক্ষের দলপতি ছিলেন ড. মোহাম্মদ নাকিবউদ্দীন। বিপক্ষের অন্য দুজন বক্তা ছিলেন ড. নাজনীন আহমেদ ও বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী আহকাম উল্লাহ। দোলা অনেক তথ্য ও যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। রোকেয়া হল বিতর্ক দলের নেতৃত্বে ছিলেন এই বিলকিস রহমান দোলা। তখন থেকেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। নাজনীন সুন্দর করে কথা বলেন। তার চেয়েও সুন্দর করে গান গাইতে পারেন। নাজনীন সে গুণটিও কাজে লাগিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিলেন। সেজান মাহমুদ গীতিকার, কবি ও শিল্পী। প্রতিপক্ষকে নিয়ে তিনি মঞ্চে বসেই একটি ছড়া বানিয়ে সবাইকে মজা দিয়েছেন। আহকাম উল্লাহ তার আবৃত্তির গাম্ভীর্য ও দক্ষতা দেখিয়েছেন যুক্তির ফাঁকে ফাঁকে। আমি ওসব দক্ষতার প্রশ্নে নির্গুণ এক মানুষ। উপায় না দেখে কিছুটা রম্যের আশ্রয় নিলাম। গান একটু গাইলাম। দর্শক মায়া করে আশীর্বাদ করলেন। শেষে নাকিব ভাই তার প্রথাগত চৌকস বক্তৃতায় মুগ্ধ সমাপ্তি টানলেন। পর্যবেক্ষক হিসাবে সব শেষে বিশিষ্ট ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটনের রসালো বক্তৃতা সবাইকে অশেষ বিনোদন দিয়েছে।

মুক্তধারার ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ আমাকে বললেন, তোমাদের বিতর্ক আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করেছে। সেবারই বত্রিশ বছরের মেলায় ইতিহাসে প্রথম বিতর্ক হলো এবং শুরুতেই ছক্কা। এর আগে সাহিত্যের বইমেলায় বিতর্কের আমদানি নিয়ে কারও মাথাব্যথা ছিল না। প্রথমবার অর্থাৎ ২০২৪ সালেও মনে হয়েছিল যে, এটি হবে সাদামাটা একটি কার্যক্রম। এজন্য আমাদেরকে সময় দেওয়া হয় বিকেল পাঁচটায়। তবে আমি আয়োজকসহ সকল গণ্যমান্য মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিলাম যেন তারা অন্তত কিছুক্ষণ বিতর্ক সভাটি দেখেন। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল, একবার সুযোগ দিলে আমরা একটি শিক্ষণীয় অথচ উপভোগ্য অনুষ্ঠান উপহার দিতে পারবো। অনেক আয়োজক বললেন, সেটি নাকি বইমেলায় তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ ও মজার অনুষ্ঠান হয়েছে। আয়োজককর্তাগণ সিদ্ধান্ত নিলেন এরপর থেকে বিতর্ক অনুষ্ঠান শনিবার মুখ্য সময় বা প্রাইম টাইমেই হবে।

২০২৫ সালের বইমেলা একটি আগুনের কবলে পড়ে। একাংশ একই সময়ে 'বঙ্গবন্ধু বইমেলা' নামে আরেকটি মিলনমেলার আয়োজন করে। তার্কিকরাও অনেকে দোদুল্যমানতায় পড়ে যান। কেউবা এদিক, কেউবা ওদিক যাচ্ছেন। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে যে মূলধারার বইমেলা হতো সেটিতে পূর্ব কথামত বিতর্ক আয়োজনের আমন্ত্রণ পাই। দায়িত্ব পড়ে গেল আমার ওপর, যদিও আমি আয়োজক পরিষদের কেউ নই। মনে মনে চ্যালেঞ্জ নিলাম, যেভাবেই হোক বিতর্ক সভা দাঁড় করাতেই হবে। অন্য বইমেলায় যুক্ত থাকার পরও শামীম আল আমিন আমাকে সহায়তা করেছিলেন। রিটন ভাই সেবার মেলায় এলেন না। বইমেলার আহ্বায়ক গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব রোকেয়া হায়দারকে রাজি করালাম। তিনি বিতর্ক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে সম্মত হলেন।

২০২৫-এ বিষয়বস্তু ঠিক করা হলো, 'প্রবাস জীবন অপূর্ণ।' ছোট্ট কথা কিন্তু ব্যাপক পরিধি। পক্ষে বলেছেন সাংবাদিক কাবেরী মৈত্রেয়, ড. নাজনীন আহমেদ ও ড. শামীম রেজা (দলপতি)। বিপক্ষে ছিলাম আমরা– সাংবাদিক বাবু কামরুজ্জামান, থিয়েটার শিল্পী মিতালী দাশ ও আমি। অনুষ্ঠানটি গুছিয়ে উপস্থাপন করে দিলেন প্রকৌশলী উর্বী। উর্বীর সময় ব্যবস্থাপনা ও মঞ্চের উপস্থাপন খুবই চমৎকার। সাহিত্য ও রসবোধ মিলিয়ে সেবারের বিতর্ক আরও একটু উন্নত হলো। শামীমের সূক্ষ্ম রসবোধ ও তাৎক্ষণিক আক্রমণের কৌশল দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। নাজনীনের প্রত্যুৎপন্ন জবাবদান ও সুললিত সংগীত দর্শকদের নান্দনিক আমোদ দিয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাবেরী ও বাবু কামরুজ্জামানের জন্য এটিই ছিল প্রবাসে প্রথম বিতর্ক। তারা দুজনে ভালোভাবে উতরেই শুধু যাননি, পর্যাপ্ত তথ্য ও দৃষ্টান্ত দিয়ে বিতর্কের সাহিত্যনিষ্ঠ ধারা বা প্রণালী নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অনুষ্ঠান শেষে রোকেয়া আপা পুলকে আপ্লুত হলেন। আয়োজকগণও খুশি। বাইরে এসে কয়েকজন প্রকাশকের সঙ্গে কথা হলো। তারাও ওই সময় স্টল ছেড়ে বা স্টলে অন্য কাউকে রেখে বিতর্ক দেখতে গিয়েছিলেন। একদা সন্দিহানেরাও তাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন ব্যক্ত করতে আর দ্বিধান্বিত ছিলেন না। এবার ২০২৬-এ বইমেলা হতে যাচ্ছে ৩৫তম। এবারের বিষয়বস্তু, 'প্রবাস জীবন বাঙালিকে দিয়েছে বাণিজ্যিকতা, কেড়ে নিয়েছে আন্তরিকতা।' রোকেয়া আপা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ায় বিতার্কিকরা খুশি। পক্ষে বলবেন কাবেরী মৈত্রেয় ও শামীম রেজা। দলপতি হিসাবে ফিরে এসেছেন মোহাম্মদ নাকিবউদ্দীন। বিপক্ষে বলবেন বাবু কামরুজ্জামান ও নাজনীন আহমেদ। কোনোরূপ জনসমর্থন ছাড়াই আমি বিপক্ষের অঘোষিত দলপতি সেজে বসে আছি। বিতার্কিকরা ভদ্র। বয়সের কারণে চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমাকে কিছু বলেন না। না হলে কবেই অনুযোগ করে আমাকে সরিয়ে দিতেন।

এবারের বিতর্কসভা হবে আরও আকর্ষণীয় সময়ে। ২৩ মে শনিবার সন্ধ্যা ৮টায়। দেশে হলে বলতাম রাত ৮টা। এখানে মেলার সময়সূচিতে রাত প্রায় ৯টা পর্যন্ত দিন থাকে। বিতর্ক অনুষ্ঠান যথেষ্ট মনোযোগদায়ী বা 'এনগেজিং' হয়, কারণ প্রত্যেকেই অতি অল্প সময় যথা ৫-৬ মিনিটের মধ্যেই তথ্য, তত্ত্ব, তর্ক, দৃষ্টান্ত, গল্প, গান ও যুক্তিখণ্ডন- এই সবকিছুই হাজির করে থাকেন। এজন্য তাদের যথেষ্ট প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে। তবে চৌকস বক্তাগণ অনেক কিছু মঞ্চে বসেই ঠিক করে ফেলেন। এই হলো, সংক্ষেপে নিউ ইয়র্ক বইমেলায় বাংলা বিতর্কের বেড়ে ওঠার গল্প।

আমরা শৈশবে না কৈশোরে আছি জানি না। তবে যৌবন এখনও অনাগত। ভবিষ্যতে আমরা একটি বস্তুনিষ্ঠ বা সিরিয়াস ধরনের বিতর্ক ও একটি রম্য বিতর্ক করার আশা পোষণ করছি। একটি সংসদীয় অন্যটি সনাতনী ধারার। এতে রুচি বৈচিত্র্য ও আলোচনার পরিধি বাড়বে। অন্যদিকে নতুনদেরকেও তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। আশা করছি আমরা আগামী সময়ে আরও ভালো অনুষ্ঠান উপহার দেবো, যা দর্শক মহলকে আনন্দ দেবে। উপরন্তু সাহিত্য ও প্রজ্ঞার পরশে প্রীত হবেন। বিতার্কিকরা হয়ে উঠবেন প্রত্যেক বইমেলার এক অনিবার্য সংযোজন- যার জন্য দর্শক পথ চেয়ে থাকবেন।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক অ্যাট কোর্টল্যান্ড-এ অর্থনীতির অধ্যাপক।

সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সের সমর্থন পেলেন শামসুল হক

৬২ পৃষ্ঠার পর

অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং অভিবাসী কমিউনিটির মর্যাদার জন্য লড়াই করেছেন। তার সমর্থন পাওয়া আমার জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এ একই মূল্যবোধ আমার জীবন এবং এই প্রচারণাকে গড়ে তুলেছে।

শামসুল হক দীর্ঘদিনের উডসাইড বাসিন্দা এবং এনওয়াইপিডিতে দুই দশকেরও বেশি সময় জনসেবায় কাজ করে নিউইয়র্ক ইতিহাসে প্রথম বাংলাদেশি-মুসলিম লেফটেন্যান্ট কমান্ডার হিসেবে গত বছর অবসর গ্রহণ করেছেন। তার কর্মজীবন জুড়ে তিনি তার কাজকে ন্যায়বিচার, সততা, স্বচ্ছতা এবং দায়িত্বশীল জনসেবার মাধ্যমে কমিউনিটিকে সুরক্ষিত রাখার অঙ্গীকারের ওপর ভিত্তি করে দেখেছেন। শামসুল হক উডসাইড, এলমহার্স্ট, জ্যাকসন হাইটস এবং মাসপেথ জুড়ে সাশ্রয়ী জীবনযাত্রা, ভাড়াটিয়াদের সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ, অভিবাসী অধিকার, ইউনিয়ন চাকরি এবং কমিউনিটিকেন্দ্রিক জননিরাপত্তার প্ল্যাটফর্ম নিয়ে নির্বাচনে লড়ছেন। শামসুল হক বলেন, সিনেটর স্যান্ডার্স লাখ লাখ মানুষকে, বিশেষ করে অভিবাসী, তরুণ এবং কর্মজীবী কমিউনিটিকে বিশ্বাস করতে অনুপ্রাণিত করেছেন যে, সরকার সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে পারে এবং করা উচিত। এ সমর্থন শুধু আমাদের প্রচারণার বিষয় নয়। এটি ন্যায়বিচার, সুযোগ এবং কুইন্সের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়। এ সমর্থন হকের ক্রমবর্ধমান শ্রমিক সংগঠন, তৃণমূল এবং কমিউনিটিভিত্তিক জোটকে আরো শক্তিশালী করেছে, যখন প্রচারণা ডিস্ট্রিক্ট ৩০ জুড়ে মাঠপর্যায়ের কাজ এবং ভোটার অংশগ্রহণ আরো সম্প্রসারিত করছে।

রাজনৈতিক বংশতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছেন শামসুল হক

১ পৃষ্ঠার পর

৩০তম অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করছেন। নির্বাচনী আপসেট তৈরি করে জয়ী হতে পারেন শামসুল হক। ২০ বছর একতরফা কংগ্রেসম্যান হিসেবে এই এস্টোরিয়া, উডসাইড ও জ্যাকসন হাইটস এলাকা থেকে নির্বাচিত হতেন মার্টিনেজের আত্মীয় জোসেফ ক্রাউলী। কিন্তু রাজনীতিতে একেবারে নতুন রেস্টুরেন্টের ওয়েটার থেকে উঠে আসা আলেকজান্ড্রিয়া ওকাসিও কর্টেজের কাছে ২০১৮ সালে ৮ বছর আগে তিনি হেরে যান। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ইতিহাসে এটা ছিল বড় আপসেট। নির্বাচনের আগের দিনও কেউ ভাবতে পারেননি ওকাসিও জিতবেন। এমনই একটি ঝড়ের সম্ভাবনা অনেকেই দেখছেন এসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩০-এ। শামসুলের তৃণমূল পর্যায়ের নির্বাচনী দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে জোর প্রচারণা চালাচ্ছে। এই ডিস্ট্রিক্টের অভিবাসী সম্প্রদায় তার ওপর আস্থা রাখছে-তারা তাকে এমন একজন অ্যাসেম্বলিম্যান হিসেবে দেখতে চায়, যিনি ভবিষ্যতে তাদের নেতৃত্ব দেবেন এবং আলবেনিতে (রাজ্য বিধানসভায়) তাদের স্বার্থ রক্ষায় লড়াই করবেন। ৩০তম অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্টের আওতাভুক্ত এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে উডসাইড, মাসপেথ, এলমহার্স্ট এবং ইস্ট এলমহার্স্ট ও জ্যাকসন হাইটসের কিছু অংশ।

নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের বাংলাদেশি অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কমান্ডার শামসুল হকই প্রথম এসেম্বলি কোনো পদে লড়ছেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ধনীদের ওপর কর আরোপ, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সংস্কার এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টিউশন ফি বা শিক্ষার খরচ সম্পূর্ণ মওকুফ করার মতো এজেন্ডা নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন।

বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শামসুল হক গত বছর অবসরে যাওয়ার আগে পুলিশ বিভাগে মোট ২১ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। যার মধ্যে এক দশক কেটেছে অভ্যন্তরীণ তদন্ত বিভাগে। জোহরান মামদানির মেয়র নির্বাচনী প্রচারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি তার একজন বিশিষ্ট সমর্থক হয়ে ওঠেন এবং অন্যান্য মুসলিম পুলিশ কর্মকর্তাদের মামদানিকে ভোট দিতে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মামদানি নির্বাচনে জয়লাভ করার পর শামসুল হক মেয়রের কমিউনিটি সেফটি ট্রানজিশন কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন।

এই নির্বাচনে সেনস প্রার্থী ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টস অফ আমেরিকা (ডিএসএ) সংগঠনের সমর্থন নিয়ে লড়ছেন, শামসুল হকের নির্বাচনী এজেন্ডাও অনেকটা তাদের মতোই। শামসুল হক নিজে ডিএসএ এর কোনো সদস্য নন; তবে বিস্ময়করভাবে, ডিএসএ এর অন্যতম শীর্ষ নেতা, প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সাবেক যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স তাকে সমর্থন জানিয়েছেন। শামসুল হক এই সংগঠনটির বেশ কিছু অর্থনৈতিক প্রস্তাবকে সমর্থন করেন-বিশেষ করে নিউ ইয়র্কবাসীদের মধ্যে যারা বছরে ১০ লক্ষ ডলারের বেশি আয় করেন, তাদের ওপর আয়কর বৃদ্ধি; সবার জন্য বিনামূল্যে শিশুযত্ন ব্যবস্থা এবং কিউনি (সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক)-তে বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, মেয়র ধনীদের ওপর কর আরোপের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং আমিও ঠিক একই মতাদর্শে বিশ্বাসী। তিনি আরও বলেন, তারা যেমন শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায়, আমিও ঠিক তাই চাই; কারণ আমিও তো সেই শ্রমজীবী শ্রেণি থেকেই উঠে এসেছি।

অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে শামসুল হকের এই অংশগ্রহণ বাংলাদেশি-আমেরিকান সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও গুরুত্বকে যাচাই করার একটি সুযোগ হিসেবে কাজ করবে। উল্লেখ্য যে, নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাসরত মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলাদেশি-আমেরিকানরাই সংখ্যায় বৃহত্তম এবং এশীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটি একটি দ্রুত বর্ধনশীল সম্প্রদায়। হক যদি জয়লাভ করেন, তবে তিনি হবেন প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান যিনি স্টেটের আইনসভায় দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর হিসাব মতে, এই নির্বাচনী এলাকায় প্রায় ৪,০০০ বাংলাদেশি-আমেরিকান ভোটার রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৩,০০০-এরও বেশি ভোটার ডেমোক্র্যাট হিসেবে নিবন্ধিত।

হক নিজেকে আমেরিকান স্বপ্নের (American Dream) মূর্ত প্রতীক হিসেবে দেখেন। "আমার নির্বাচনে দাঁড়ানোর অন্যতম কারণ হলো, এই শহর আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে; আর তাই আমি এই শহরের প্রতি আমার ঋণ শোধ করতে চাই," তিনি সিটি অ্যান্ড স্টেট (City & State)-কে কথাগুলো বলেছেন। তিনি বলেন, প্রায় ৩৫ বছর আগে মাত্র ২০০ ডলার পকেটে নিয়ে আমি আমেরিকায় এসেছিলাম। তখন আমি ঠিকমতো ইংরেজিও বলতে পারতাম না। আমি দোকানের কর্মী, বাসবয়, থালা-বাসন ধোয়ার কর্মী এবং ডেলিভারি কর্মী হিসেবে কাজ করেছি-এক কথায়, টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে গেছি। কিন্তু এরপরই নিউ ইয়র্ক আমার জন্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

একটি জিইডি ডিপ্লোমা অর্জনের পর তিনি লাগার্ডিয়া কমিউনিটি কলেজ থেকে একটি অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি এবং বারুখ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি সমগ্র কিউনি ছাত্র সংসদের প্রধান নির্বাচিত হন এবং কিউনি-র বোর্ড অফ ট্রাস্টিতে ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন; সেখানে তিনি টিউশন ফি বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা রাখেন। ৯/১১-এর হামলার পরবর্তী সময়ে, হক নিউ ইয়র্ক পুলিশ বিভাগে যোগ দেন-যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তাঁর এই নতুন মাতৃভূমির প্রতি নিজের আনুগত্য প্রমাণ করা। অভ্যন্তরীণ তদন্ত ব্যুরোতে যোগ দেওয়ার আগে তিনি বছরের পর বছর ধরে একজন টহল কর্মকর্তা এবং গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করেন। অভ্যন্তরীণ ব্যুরোতে তিনি পুলিশি বলপ্রয়োগ এবং অসদাচরণ সংক্রান্ত অভিযোগগুলোর তদন্ত করতেন।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাইমারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের ২৩শে জুন। এই প্রাথমিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী তিনজন প্রার্থীর মধ্যে রয়েছেন শামসুল হক, প্যাট্রিক মার্টিনেজ এবং সোমনাথ ঘিমির।

প্যাট্রিক মার্টিনেজ ২০২২ সাল থেকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট নেতা হিসেবে এবং গত পাঁচ বছর ধরে কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড ২-এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পেশায় ডিজিটাল বিজ্ঞাপন বিক্রয়কর্মী মার্টিনেজ বর্তমানে উডসাইড এলাকায় বসবাস করেন। ঐতিহ্যবাহী এক রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য তিনি।

নির্বাচনী প্রচারণার একজন মুখপাত্র সিটি অ্যান্ড স্টেটকে নিশ্চিত করেছেন যে, প্যাট্রিক মার্টিনেজ হলেন কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাবেক নেতা ও কংগ্রেসম্যান জো ক্রাউলির ভাগ্নে এবং নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের দীর্ঘদিনের চিফ অফ স্টাফ রামন মার্টিনেজের ছেলে। প্রবীণ মার্টিনেজ সিটি কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার মেলিসা মার্ক-ভিভেরিতো এবং ক্রিস্টিন কুইনের অধীনে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্যাট্রিক মার্টিনেজের ভাই কনর নিউ ইয়র্ক সিটির সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামসের একজন শীর্ষস্থানীয় আন্তঃসরকারি সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছিলেন। তাঁদের এক খালা, এলিজাবেথ ক্রাউলিও সিটি কাউন্সিলে কুইন্সের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁর বাবা-মা উভয়েরই পাবলিক সার্ভেন্ট অফিসে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। নেপালি-আমেরিকান কমিউনিটি নেতা সোমনাথ ঘিমিরে কুইন্সের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৩০তম অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট থেকে নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতেও লড়ছেন।

বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যালের আয়োজন আগামী ৭ জুন

৬২ পৃষ্ঠার পর

শিশুদের খেলার ব্যবস্থা, হালাল খাবারের স্টল এবং বুটিক, জুয়েলারী ও নানা পণ্যের সমাহার। এদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলবে বলে আয়োজকরা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

ইমিগ্রেশন কোর্টে অভিবাসী গ্রেফতারের বিপক্ষে বিচারক

৬২ পৃষ্ঠার পর

জন্য ভুল আইনি ব্যাখ্যা ব্যবহার করা হয়েছিল।

এ মামলাটি দায়ের করে অভিবাসী অধিকার সংগঠন দ্য ডোর এবং আফ্রিকান কমিউনিটিজ টুগেদার। তাদের আইনজীবীরা আদালতে যুক্তি দেন, কোর্টে হাজিরা দিতে আসা ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থী এবং এতে মানুষ আদালতে যেতে ভয় পাচ্ছে। আইনজীবীরা বলেন, বহু অভিবাসী বাধ্যতামূলক শুনানিতে উপস্থিত না হওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছেন শুধু গ্রেফতার আতঙ্কের কারণে। এতে পুরো বিচার প্রক্রিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা আদালতে যুক্তি দেন, কোর্টে গ্রেফতার অভিযান পরিচালনা করা নিরাপদ এবং কার্যকর। তাদের মতে, এতে স্থানীয় কমিউনিটিতে অভিযান চালানোর প্রয়োজন কমে যায় এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ঝুঁকিও হ্রাস পায়।

প্রথমদিকে বিচারক কাস্টেল প্রশাসনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং আইনের এ নীতি বন্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু চলতি বছরের মার্চে ম্যানহাটনের ইউএস অ্যাটর্নি অফিস আদালতে এক অস্বাভাবিক চিঠি পাঠিয়ে জানায়, তারা ভুলবশত ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির একটি নীতিমালার ওপর নির্ভর করেছিল। সরকার আদালতকে জানায়, এজেন্সির আইনজীবীর ভুলের কারণে আদালতে ভুল তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছিল। এ স্বীকারোক্তির পর বিচারক কাস্টেল আগের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেন। রায়ে বিচারক বলেন, তার আগের সিদ্ধান্ত ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করে ছিল। তিনি লিখেছেন, আদালত আগে ধরে নিয়েছিল যে ২০২৫ সালের নীতিমালা ইমিগ্রেশন কোর্টেও প্রযোজ্য ছিল, কিন্তু পরে দেখা গেছে সেটি সঠিক নয়।

এ রায়ের ফলে ম্যানহাটনের ২৬ ফেডারেল প্লাজা, ২০১ ভারিক স্ট্রিট এবং ২৯০ ব্রডওয়ের ইমিগ্রেশন কোর্টগুলোতে আইনিভিত্তিক গ্রেফতার কার্যক্রম সীমিত হয়ে গেল। তবে এই রায় সারা দেশে কার্যকর হবে না।

এসএএআরএ সভাপতি বেলাল সাধারণ সম্পাদক নূরুজ্জামান

৬২ পৃষ্ঠার পর

সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৬-২০২৮ এর কার্যকরি গঠিত হয়। সেই সাথে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও দিক নির্দেশনা বিষয়ে আলোচনা হয়।

কার্যকরী কমিটির রয়েছেন- সভাপতি মো. বেলাল হোসেন, সহ সভাপতি আবুল ফজল ইসলাম দিদার, সহ সভাপতি মো. কে. আহমেদ জসিম, সহসভাপতি মো. মামুন প্রামানিক, সাধারণ সম্পাদক নূরুজ্জামান সরদার, সহ সাধারণ সম্পাদক মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম রেজা, কোষাধ্যক্ষ শামীম সাব্বের, সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান সাকিল, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা আসমা ইসলাম, প্রকাশনা সম্পাদক গোলাম হাসান, প্রচার সম্পাদক মো. আতাউর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সেলিম ইব্রাহীম, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ফারহানা এফ. চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাদমান জামান, কার্যকরি সদস্য মো. মামুন সিরাজী, এইচ.এম ইকবাল, শামীম আহমেদ, এমডি সাব্বির করিম আলমগীর, মোহাম্মদ এম রহমান, রিয়াদ হোসেন, মোহাম্মদ হাবিব, মোহাম্মদ রহমান সাদি, সুমন রায়, সাবিনা চৌধুরী, শাহরিয়ার আলম, জান্নাতুল মাহিয়া, জিনিয়া আকতার, মুনমুন সাহা।

উপদেষ্টা পরিষদ চিফ এডভাইজার সারওয়ার খান বাবু, এডভাইজার মেহের খানজাদা, কাজী বি. আহমেদ, জসিম চৌধুরী, মোহাম্মদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আর তালুকদার, সাইফুল ইসলাম।

বোর্ড অব ডাইরেক্টরস : সারওয়ার খান বাবু, মো. বেলাল হোসেন, মো. হাবিবুর রহমান, আবুল ফজল ইসলাম দিদার, আসিফ চৌধুরী, মো. কে আহমেদ জসিম, এমডি আবু চৌধুরী, আসমা ইসলাম, মোহাম্মদ মামুন প্রামানিক, নূরুজ্জামান সরদার, এইচ.এম ইকবাল, মির্জা মোহাম্মদ হোসাইন, মোহাম্মদ সেলিম রেজা, মো. এম. সিরাজী, শামীম সাব্বের।

সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সকল সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করেন।

রাজনীতি ও কূটনীতিতে নয়া মেরুকরণের আভাস

১০ পৃষ্ঠার পর

একদিকে ভারত তার প্রভাব ধরে রাখতে চাইবে, অন্যদিকে চীন অর্থনৈতিক ও কৌশলগত প্রভাব বাড়াতে চাইবে, পাকিস্তান ভারতের প্রভাবকে ভারসাম্য করতে বাংলাদেশকে কাছে টানবে, আর যুক্তরাষ্ট্র ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের অংশ হিসেবে বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ এখন শুধু একটি রাষ্ট্র নয়; বরং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর কৌশলগত প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু এখানেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-বাংলাদেশ কি এই বাস্তবতাকে জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে?

কারণ ইতিহাস বলছে, ভৌগোলিক অবস্থান যেমন আশীর্বাদ হতে পারে, তেমনি ভুল কূটনীতির কারণে সেটি অভিশাপেও পরিণত হতে পারে। বড় শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতার ভেতরে পড়ে অনেক রাষ্ট্র নিজেদের স্বাধীন কৌশলগত অবস্থান হারিয়েছে। এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত আছে।

বাংলাদেশের সামনে তাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো-ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি বজায় রাখা। আবেগ, দলীয় স্বার্থ কিংবা সাময়িক রাজনৈতিক লাভের ভিত্তিতে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হলে তা দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর হতে পারে।

তাই বাংলাদেশকে বুঝতে হবে, কোনো একক শক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কখনোই টেকসই নয়। বরং বহুমাত্রিক সম্পর্ক বজায় রেখে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়াই হবে সবচেয়ে পরিণত কৌশল।

পরিশেষে বলা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্র বদলাচ্ছে। পুরনো জোট দুর্বল হচ্ছে, নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। ধর্ম, সীমান্ত, বন্দর, পানি, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য-সবকিছু এখন ভূরাজনীতির অংশ। আর সেই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। এখন দেখার বিষয়-বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থানকে কতটা দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাতে পারে, কতটা ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে এবং কতটা দৃঢ়ভাবে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। কারণ আগামী দিনের বাংলাদেশকে শুধু অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নয়; বরং বৈশ্বিক শক্তির নতুন মেরুকরণও গভীরভাবে প্রভাবিত করবে। সুতরাং কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করাই হচ্ছে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।

লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ঢাকা।

পোশাক বদলেই কি সব সন্তুষ্টি?

৭ পৃষ্ঠার পর

আমলে দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে ৭৬ কোটি টাকায় শুধু নতুন পোশাকের কাপড় সরবরাহের কাজ দেয়া হয় বলে জানা যায়। ফের পোশাক পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে এখন আবারো শত কোটি টাকার প্রশ্ন সামনে আসছে।

এক বছরের মাথায় অর্থের এই সংকটে যেহেতু আবারো অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন আসলো, সেহেতু পোশাক-প্রশ্নে পুলিশ বিভাগের অন্যতম প্রধান অংশীজন পুলিশ সদস্যদের পূর্ণ মতামত উপেক্ষা করার কারণ বোধগম্য নয়।

অতীতে নানা যুক্তিতে পুলিশের পোশাকে পরিবর্তন এসেছে। তবে এবারের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট আলাদা। এই পরিবর্তন শুধু পোশাকের বাহ্যিক রঙের পরিবর্তন নয়, এই পরিবর্তনের সঙ্গে পুলিশ বিভাগের অভ্যন্তরীণ ভাবমূর্তি পরিবর্তনের বিষয় সম্পৃক্ত। এই পরিবর্তন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে জনআস্থা বৃদ্ধিতে এক নবযাত্রার সূচনার প্রয়াস।

পুলিশ বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ স্বভাবতই সরকারের হাতে। সরকার এই হাতেই আবার জনগণের সেবা নিশ্চিত করে। আর সরকার যখন তার হাতকে কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাত হিসেবে পুলিশকে ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালায় অথবা ক্ষমতাকে জোরপূর্বক দীর্ঘস্থায়ী করার মহাপাঠে সোচ্চার হয়, তখন পুলিশকে তার দায়িত্ব ও কর্মে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। আর এই প্রশ্নের মুখে পুলিশের কোনো সদস্য তার পেশাদারিত্ব বিকিয়ে দিলে তিনি এক সরকারের মেয়াদে থাকেন বহাল তবিয়তে, আর অন্য সরকারের মেয়াদে কপাল পুড়ে যেতে হয় বাধ্যতামূলক অবসরে। পেশাদারিত্ব বজায় রাখলে আইনপ্রয়োগের চেয়ে 'নির্দেশ পালন' কখনো গুরুত্ব পায় না।

শুরু করেছিলাম Mark Twain এর 'The Prince and the Pauper' উপন্যাস দিয়ে। যেখানে পোশাক বদলের মাধ্যমে সমাজে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির একটি বড় পরিবর্তন লক্ষণীয়। একইভাবে পুলিশের নতুন পোশাকের মাধ্যমে শুধু বাহ্যিক পরিবর্তন যেন না হয়। কারণ যে যাই বলুক- পুলিশই জনগণের কাছে বিপদে-আপদে সর্বদা আস্থা ও সমাধানের প্রতীক। পুলিশ বাহিনীর পছন্দসই পোশাকের মাধ্যমে আগামী দিনগুলোতে তাদের মানসিকতা ও পেশাদারিত্বের আরও ইতিবাচক পরিবর্তন আসুক। তা না হলে পোশাক পরিবর্তনের নামে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে শুধু অর্থই খরচ হবে-কাজের কাজ কিছুই হবে না।

লেখক: ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও গবেষক।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।

বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।

Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com

মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা,
ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয়
অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী
বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন

নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি

Hasan Malik, Esq.
718-433-9243

37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ATTORNEY ADVERTISING

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসিদের নিম্নবর্ণিত সার্ভিস গুলি সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছে

TRANS GLOBAL REAL ESTATE & GLOBAL TAX AND FINANCIAL SERVICES

রিয়েল স্টেট ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

FLORIDA- ফ্লোরিডায়
জমি ও বাড়ীর মালিক হওয়ার অপূর্ব সুযোগ
Please Call: 929-391-6274
For further inquiry
Jackson Height Office:
37-18-74th Street, 2nd Floor,
Jackson Height, NY 11372
Phone: 718-779-7600
Jamaica, Hollis Office:
184-02 Hillside Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-779-7600

TAX Services
ট্যাক্স সার্ভিসেস
25 YEARS EXPERIENCED
Please Call:
718 581 6081
347 392 4312
718 779 7600
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
TAX FILING, FAST REFUND
REASONABLE FEES!

REAL ESTATE Services
রিয়েল স্টেট সার্ভিসেস
Global Tax and Financial Services
Year round Tax, Immigration, Real Estate & Multi Services

Cell: 718-581-6081, 718-779-7600
Email: rahmangfs@yahoo.com
Maksudur Rahman
I.R.S Registered Tax Preparer

আপনি জানেন কি?
পরীক্ষা ও আবেদন ফি ছাড়া আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ইমিগ্রেশন ফরম ও আবেদন ফি ছাড়া আবেদন করার সুযোগ আছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

KARNAFULLY TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)

IATA arc Approved

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

কর্ণফুলি ট্রাভেল

আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে
বাংলাদেশী ডাক্তার
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Internal Medicine
Geriatric Medicine
শামীম আহমেদ এম, ডি
• আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
• নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
• ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।
35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)
TEL: 718-205-6561

Starling Car Service LLC
Best Choice for your trip
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
* 24 Hours Service
* Experienced & Professional Driver
* Affordable Price
* Airport Service
* Long Distance - Short Distance Hourly Service
* Special Occasions Service
* Wheelchair Available
* Corporate Transporation
Please Contact:
Md. Kamroul Hasan
President & CEO
718-612-8825
2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx
NY 10462
Tel: 718-612-8825
914-294-1845
Email: starlingcarservice@gmail.com
We arrange
Base Letter & Base Affiliate

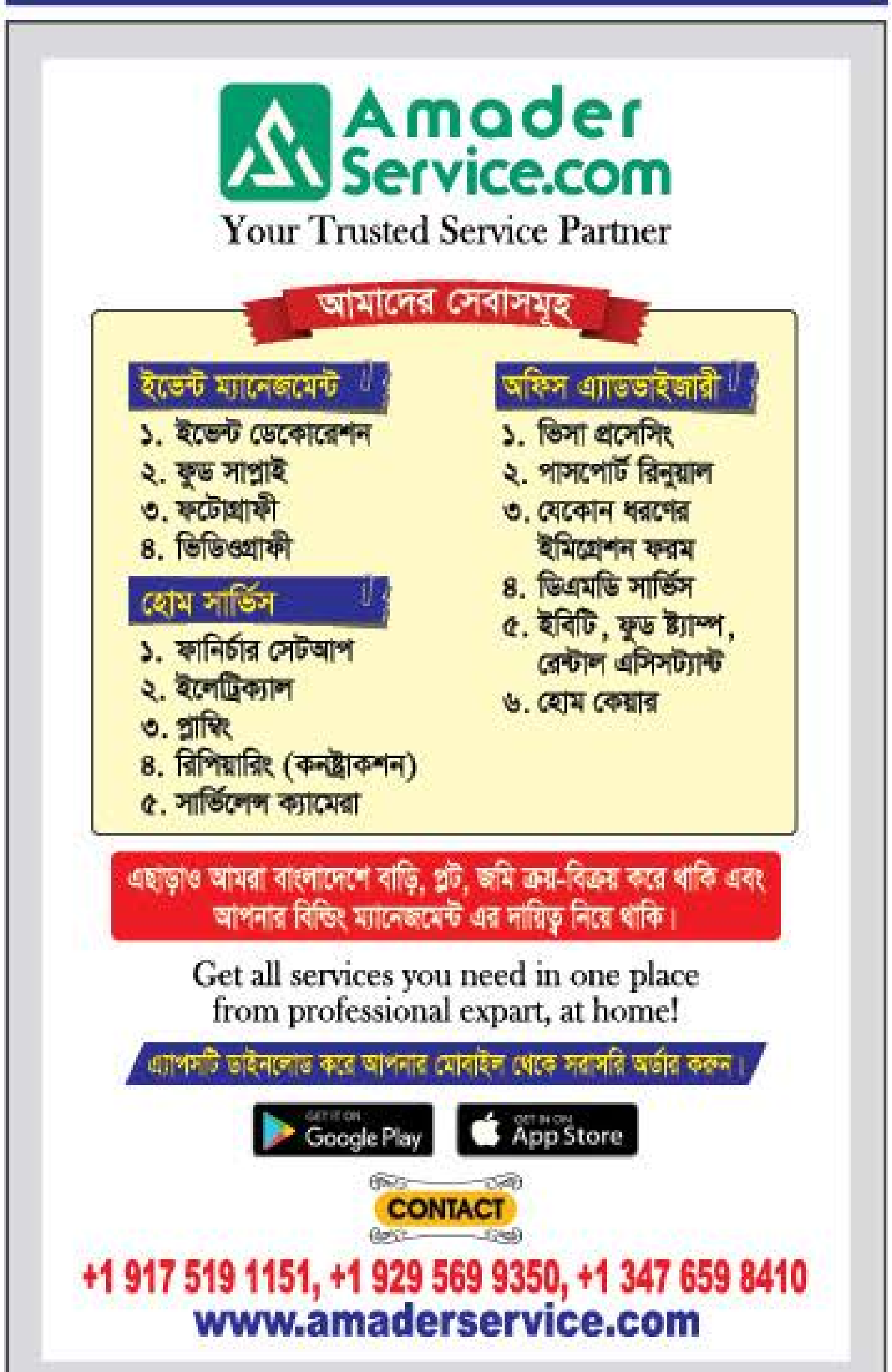
Amader Service.com
Your Trusted Service Partner
আমাদের সেবাসমূহ
ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী
হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেক্ট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা
অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিস্ট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার
এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।
Get all services you need in one place from professional expart, at home!
এ্যাপসটি ডাউনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।
GET IT ON Google Play
GET IN ON App Store
CONTACT
+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410
www.amaderservice.com

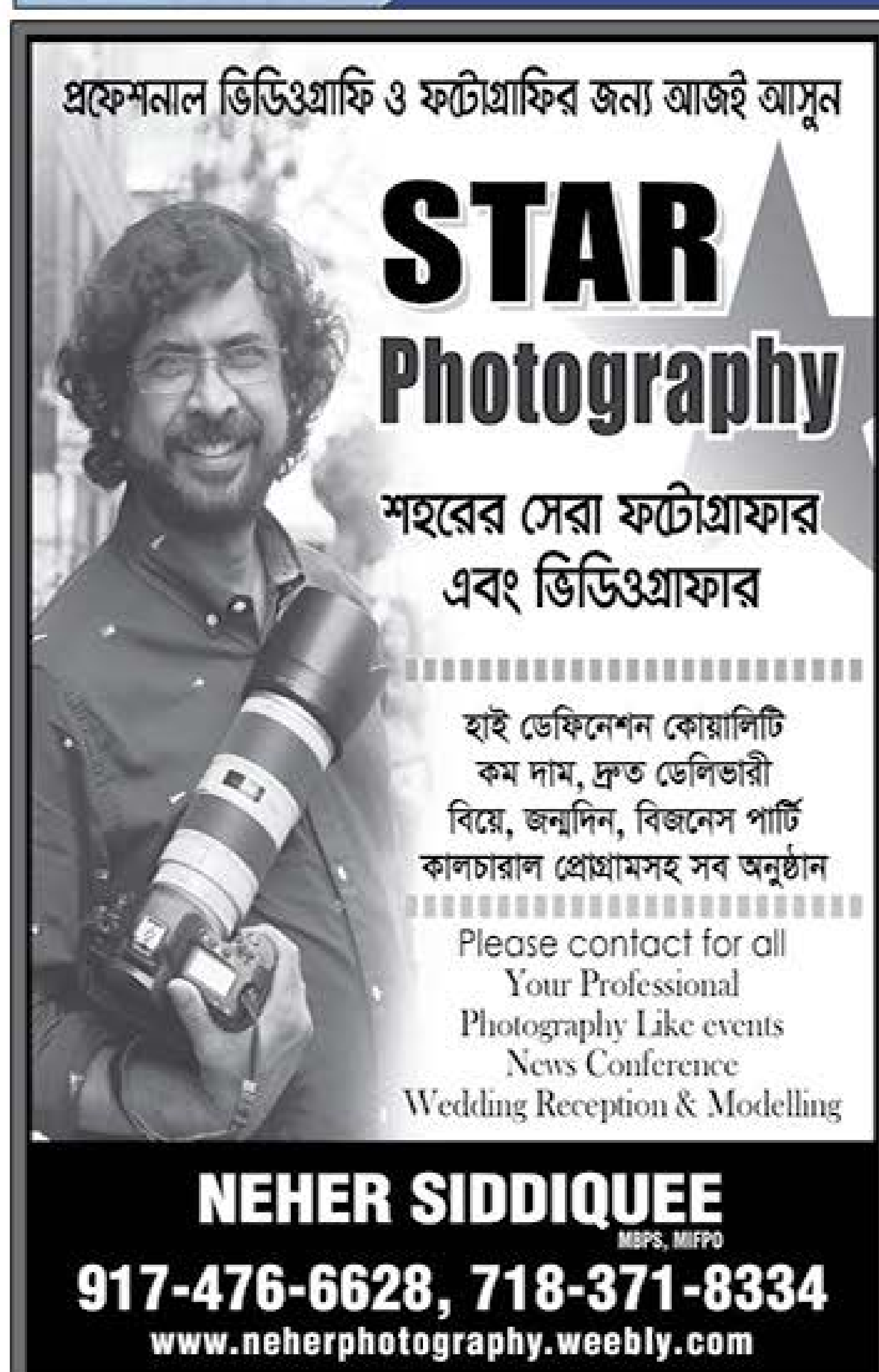
প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন
STAR
Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার
এবং ভিডিওগ্রাফার
হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান
Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling
NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

শেখ হাসিনার শাসনামলে সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ ও সাংবাদিক নিপীড়ন

১০ পৃষ্ঠার পর

করে দেওয়া হয়। বিশেষ করে ২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপতির স্কাইপ কথোপকথন প্রকাশের জেরে পত্রিকাটির প্রকাশনা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয় সরকার। একই বছর, ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশের সংবাদ সম্প্রচারের সময় উসকানিমূলক সংবাদ পরিবেশনের অভিযোগ এনে 'দিগন্ত টেলিভিশন' এবং 'ইসলামিক টিভি'-র সম্প্রচারও বন্ধ করে দেওয়া হয় । বাংলাদেশের বিখ্যাত সাংবাদিক ও মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর উপর চলতে থাকে সরকারের নানা চাপ ও অত্যাচার। হাসিনার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার তিনদিন আগে তাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। এর আগে তাকে ৮ মাস দেশে ফিরতে দেয়া হয়নি। গণমাধ্যম দমনের এই নগ্ন ধারা সরকারের শেষ দিক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মুখপত্র হিসেবে পরিচিত তিন দশকের পুরানো প্রভাবশালী সংবাদপত্র 'দৈনিক দিনকাল'-এর প্রকাশনা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রকাশকের পদে থাকা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আইনি অবস্থাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, যা দেশে ও বিদেশে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয় । যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশনের সদস্য রাষ্ট্রগুলো এই পদক্ষেপকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল।

সাংবাদিকদের আইনিভাবে শায়েস্তা করতে এবং সমাজ থেকে ভিন্নমতকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলতে শেখ হাসিনা সরকার যে আইনি হাতিয়ারটিকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে, তা হলো ২০১৮ সালে প্রণীত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সুরক্ষা অধিকার গোষ্ঠীগুলোর মতে, এই আইনটি ছিল বিশ্বের অন্যতম নিবর্তনমূলক আইন। সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ এর গবেষণা অনুযায়ী, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে অন্তত ৪৫১টি ঘটনায় সাংবাদিকদের অপরাধী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ৯৭ জন সাংবাদিককে সরাসরি গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস এর তথ্যমতে, গ্রেপ্তারকৃত সাংবাদিকদের ওপর এক ধরনের সুপরিকল্পিত মনস্তাত্ত্বিক সন্ত্রাস চালানো হতো। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২৭ জন গ্রেপ্তারকৃত সাংবাদিকের মধ্যে প্রায় অর্ধেককেই (১২ জন) গভীর রাতে বা ভোররাতে সাদাপোশাকের পুলিশ তুলে নিয়ে যায় । অনেক ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তারের জন্য ৩০-৪০ জন পুলিশ সদস্যের বিশাল বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল এবং গ্রেপ্তারকৃতদের পরিবারকে তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানানো হতো না। নির্বাচনের আগে প্রবল চাপের মুখে সরকার আইনটির নাম পরিবর্তন করে 'সাইবার নিরাপত্তা আইন' করলেও আন্তর্জাতিক একে পুরোনো আইনেরই একটি দুর্বল কপি হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল, কারণ নিপীড়নের মূল ধারাগুলো এতে অক্ষুণ্ণ ছিল।

সরকারপন্থী গণমাধ্যমের আধিপত্যের মধ্যেও যে গুটিকয়েক মূলধারার সংবাদপত্র স্বাধীন সাংবাদিকতার চর্চা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল, তাদেরও শেখ হাসিনা সরকারের চরম রোষানলের শিকার হতে হয়েছে। এর সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ হলো দ্য ডেইলি স্টার, মানবজমিন, প্রথম আলো, ইনকিলাব, আমার দেশ, নয়া দিগন্তসহ আরোও কিছু সংবাদপত্র । ২০০৭-০৮ সালের সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রতিবেদন প্রকাশের অভিযোগ এনে ২০১৬ সালে দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনামের বিরুদ্ধে সারা দেশে অন্তত ৭৯টি মামলা দায়ের করা হয়, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি ছিল রাষ্ট্রদ্রোহ ও মানহানির মামলা । সে সময় স্বয়ং শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে সম্পাদকদের মতো বিচার করার হুমকি দেন এবং তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় মাহফুজ আনামের রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিচার দাবি করেন। একইভাবে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে প্রথম আলোর সাংবাদিক শামসুজ্জামান শামসকে স্বাধীনতা দিবস নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের জেরে গভীর রাতে তুলে নিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। ওই প্রতিবেদনে রাষ্ট্রের অবমূল্যায়ন করার হাস্যকর অভিযোগ এনে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়। পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে যখন শেখ হাসিনা স্বয়ং জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে প্রথম আলোকে আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্র এবং দেশের জনগণের শত্রু হিসেবে প্রকাশ্যে আখ্যায়িত করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরপরই সরকার সমর্থক যুব সংগঠন প্রথম আলোর কার্যালয়ে ঢুকে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটায়, যাকে সম্পাদক পরিষদ রাষ্ট্রীয় বর্বরতা বলে আখ্যায়িত করেছিল।

শেখ হাসিনা সরকারের আমলে (২০০৯-২০২৪) স্বাধীন সাংবাদিকতার কণ্ঠরোধ করতে মানবজমিন পত্রিকা ও এর সাংবাদিকদের ওপর কঠোর নিবর্তন ও হয়রানি চালানো হয়। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো ২০২০ সালে যুব মহিলা লীগ নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়ার অনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ে সংবাদ প্রকাশের জেরে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সাংসদ সাইফুজ্জামান শিখর কর্তৃক মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী এবং প্রতিবেদক আল-আমিনের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে (ডিএসএ) মামলা দায়ের। এই একই ঘটনার জেরে সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলকে ৫৩ দিন গুম করে রাখার পর মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে দীর্ঘদিন চরম অমানবিক অবস্থায় কারাগারে বন্দি রাখা হয়। এছাড়া ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট জালিয়াতির খবর প্রকাশ করায় পত্রিকাটির খুলনা প্রতিনিধি রাশেদুল ইসলামের বিরুদ্ধেও নিবর্তনমূলক ডিএসএ আইনে মামলা দেওয়া হয়েছিল; পাশাপাশি সরকারের সমালোচনা করায় মতিউর রহমান চৌধুরীর জনপ্রিয় টকশো 'ফ্রন্টলাইন' বন্ধ করে দেওয়া এবং সরকারি বিজ্ঞাপন আটকে দেওয়ার মতো অলিখিত ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে পত্রিকাটির ওপর ভয়ের সংস্কৃতি ও চরম সেন্সরশিপ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

২০১৪ সালের জানুয়ারিতে সাতক্ষীরায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে ভারতীয় বাহিনীর কথিত অংশগ্রহণ নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশের জেরে ইনকিলাব কার্যালয়ে মধ্যরাতে গোয়েন্দা পুলিশ অভিযান চালিয়ে এর ছাপাখানা (প্রেস) সিলগালা করে দেয় এবং বার্তা সম্পাদক রবিউল্লাহ রবিসহ তিন সাংবাদিককে নিবর্তনমূলক তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) আইনে গ্রেপ্তার করে; পরবর্তীতে পত্রিকাটির সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীনের বিরুদ্ধেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একাধিক হয়রানিমূলক মামলা দেওয়া হয়। অন্যদিকে, রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে নয়া দিগন্ত পত্রিকাকে শেখ হাসিনা সরকার সবসময়ই শত্রুভাবাপন্ন হিসেবে বিবেচনা করেছে। ২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলন ও তৎপরবর্তী সময়ে পত্রিকাটির কার্যালয়ে সরকারি দলের অঙ্গসংগঠনগুলোর একাধিক হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে এবং এর সাংবাদিকরা মাঠে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় অসংখ্যবার নির্মম মারধর, ক্যামেরা ছিনতাই ও গ্রেপ্তারের শিকার হন। আইসিটি ও ডিএসএ আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার, পুলিশি হয়রানি, সাংবাদিকদের কারাবাস এবং অঘোষিতভাবে সরকারি বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে চরম অর্থনৈতিক অবরোধ তৈরির মাধ্যমে এই পত্রিকা দুটির কণ্ঠরোধ করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হয়েছিল।

২০১৯ সালে মুক্তিযুদ্ধের একটি বিতর্কিত শব্দ ব্যবহারের জের ধরে উগ্রপন্থী হামলার শিকার হয় দৈনিক সংগ্রাম কার্যালয়, যেখানে ভাঙচুর চালানোর পর পত্রিকাটির প্রবীণ সম্পাদক আবুল আসাদকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে দীর্ঘদিন কারাগারে আটকে রাখা হয়। এছাড়া দেশের প্রথম সারির অনলাইন পোর্টাল শীর্ষ নিউজ-এর সম্পাদক একরামুল হককে ২০১১ সালে একের পর এক মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার ও রিমান্ডে নির্যাতন করা হয় এবং পোর্টালটি দীর্ঘ সময় বন্ধ করে রাখা হয়। পূর্ববর্তীভাবে দৈনিক দিনকাল-এর ডিক্লারেশন বাতিল করে ২০২৩ সালে সম্পূর্ণ বন্ধ ঘোষণা, ২০১৬ সালে যায়যায়দিন-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শফিক রেহমানকে একটি রাজনৈতিক মামলায় গ্রেপ্তার ও কারাভোগ দিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করা, এবং ২০২০ সালে বিজনেস টোয়েন্টিফোর-এর প্রধান সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদীর বিরুদ্ধে দুদক দিয়ে হয়রানিমূলক মামলা ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়।

দৈনিক দ্য নিউ এজ পত্রিকাটির সম্পাদক নূরুল কবীরকে সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা নজরদারিতে রাখার পাশাপাশি সরকারের অঘোষিত নির্দেশে সব ধরনের সরকারি ও করপোরেট বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়ে পত্রিকাটিকে চরম আর্থিক সংকটে ফেলা হয়েছিল। এছাড়া ২০১৯ সালে দেশের শীর্ষস্থানীয় অনলাইন পোর্টাল পরিবর্তন ডটকম-কে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই বিটিআরসি সম্পূর্ণ ব্লক করে দেয়। ২০২০ সালে স্থানীয় আওয়ামী লীগ এমপির দুর্নীতির খবর প্রকাশের জেরে দৈনিক আমার হবিগঞ্জ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক সুশান্ত দাস গুপ্তকে এবং ২০২২ সালে দৈনিক পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অনলাইন পোর্টাল পাহাড় টোয়েন্টিফোর ডটকম-এর সম্পাদক ফজলে এলাহীকে বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। একই বছর নরসিংদীর দৈনিক গ্রামীণ দর্পণ-এর বার্তা সম্পাদক রমজান আলী প্রামাণিক এবং নরসিংদী প্রতিদিন-এর সম্পাদক খন্দকার শাহীনসহ তিন সাংবাদিককে পুলিশি অভিযানের খবর প্রকাশের জেরে গ্রেপ্তার করা হয়। এমনকি ভিন্নমতাবলম্বী লেখকদের বই প্রকাশের অপরাধে ২০২০ সালে গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স-এর স্বত্বাধিকারী নূর মোহাম্মদকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে তার প্রকাশনীকে অমর একুশে বইমেলা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়।

অভিযোগ করা হয় ২০১৭ সালে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ এর নেতার শটগানের গুলিতে দৈনিক সমকালের প্রতিনিধি আব্দুল হাকিম শিমুল এবং ২০২১ সালে নোয়াখালীতে ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে দৈনিক বাংলাদেশ সমাচারের তরুণ সাংবাদিক বোরহান উদ্দিন মুজাক্কির গুলিতে নিহত হন। ২০২৩ সালে জামালপুরে স্থানীয় এক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতার দুর্নীতির খবর প্রকাশের জেরে বাংলানিউজ২৪-এর সাংবাদিক গোলাম রব্বানী নাদিমকে রাস্তায় চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে নামিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এছাড়া, ২০১৮ সালে দ্য নিউ নেশন পত্রিকার পরিচালনা পর্ষদের প্রধান ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে মানহানির মামলায় গ্রেপ্তার করে আদালতে নেওয়ার পথে ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের দ্বারা সশরীরে লাঞ্ছিত ও হেনস্তার শিকার হতে হয় এবং ২০২১ সালে প্রবাসে বসে সরকারের সমালোচনা করা সাংবাদিক ড. কনক সারওয়ারের সমালোচনার জেরে দেশে থাকা তার নিরপরাধ বোন নুসরাত শাহরিন রাকাকে মধ্যরাতে র‍্যাব দিয়ে তুলে নিয়ে বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা ও মাদক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে দীর্ঘ সময় কারাগারে আটকে রেখে চরম মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল।

শেখ হাসিনা সরকারের শাসনামলে (২০০৯-২০২৪) মাঠপর্যায়ে সত্য প্রকাশ ও স্থানীয় প্রশাসন ও প্রভাবশালী মহলের দুর্নীতির খবর তুলে ধরায় আরও বহু সাহসী সাংবাদিক বর্বরোচিত নির্যাতন ও আইনি হয়রানির শিকার হন। এর অন্যতম নিকৃষ্ট উদাহরণ ২০২০ সালে কুড়িগ্রামের সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম-কে স্থানীয় জেলা প্রশাসনের (ডিসি) অনিয়মের বিরুদ্ধে লেখার অপরাধে মধ্যরাতে ঘরের দরজা ভেঙে তুলে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করা এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভুয়া মাদক মামলায় সাজা প্রদান; একই বছর চট্টগ্রামের সাংবাদিক গোলাম সারোয়ার-কে সংবাদ প্রকাশের জেরে অপহরণ করে তিন দিন আটকে রেখে এমন ভয়াবহ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয় যে, উদ্ধারের পর তিনি চরম আতঙ্কে "আমি আর লিখব না" বলে সাংবাদিকদের সামনেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। এছাড়া ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একটি আসনে মোট ভোটারের চেয়ে বেশি ভোট পড়ার সত্য তথ্য দেওয়ায় খুলনার সাংবাদিক হেদায়েত হোসেন মোল্লা-কে এবং ২০২১ সালে একই অঞ্চলের সাংবাদিক আবু তৈয়ব মুন্সিকে তৎকালীন এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর পরিবারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার অপরাধে বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়। মাঠপর্যায়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ২০২০ সালে ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহের সময় সাংবাদিক মোস্তাফিজুর রহমান সুমন ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের হামলার কোপে মাথায় মারাত্মক রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম হন এবং বিগত শাসনামলের শেষভাগে রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ির সাংবাদিক ফজলে এলাহী, সাইফুল হাসান, ও দিদারুল আলমসহ একাধিক স্থানীয় সংবাদকর্মীকে পার্বত্য অঞ্চলে প্রভাবশালী মহলের অনিয়ম ও দুর্নীতির খবর প্রকাশের অপরাধে নিবর্তনমূলক আইনে একের পর এক মামলা দিয়ে প্রতিনিয়ত হয়রানি করা হয়েছিল।

২০১৫ সালে তৎকালীন এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার জেরে আইসিটি আইনের বিতর্কিত ৫৭ ধারায় মুক্তযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক প্রবীর সিকদারকে মধ্যরাতে গ্রেপ্তার ও রিমান্ডে জেরবার করা হয় এবং ২০১৭ সালে সরকারি বিতরণকৃত একটি ছাগল মারা যাওয়ার সাধারণ খবর শেয়ার করায় খুলনার সাংবাদিক আব্দুল লতিফ মোড়লকে একই ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া ২০২৩ সালে ভূমিদস্যুদের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সাতক্ষীরার সাংবাদিক রঘুনাথ খাঁ তিনি পুলিশ কর্তৃক অপহৃত হয়ে কার্যালয়ে উল্টো করে ঝুলিয়ে ইলেকট্রিক শকের মতো নৃশংস নির্যাতনের শিকার হন, ২০১৭ সালে অনলাইন পোর্টালের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক উৎপল দাসকে টানা ৭১ দিন রহস্যজনকভাবে গুম করে রাখার পর চোখ বাঁধা অবস্থায় ফেলে যাওয়া হয় এবং ২০২৪ সালে তথ্য অধিকার (RTI) আইনে প্রকল্পের ব্যয়ের তথ্য চাওয়ায় শেরপুরের সাংবাদিক শফিউজ্জামান রানাকে স্থানীয় ইউএনও তাৎক্ষণিক ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়ে জেলে পাঠান। পাশাপাশি ২০২১ সালে জেলা প্রশাসনের দুর্নীতি নিয়ে সংবাদ প্রকাশের জেরে খুলনার স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক শফিকুজ্জামান তালুকদার ও বার্তা সম্পাদক কামরুজ্জামান বাবুকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে রাতের আঁধারে গ্রেপ্তার করার মতো ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, তৎকালীন সময়ে সরকারের সমালোচনা বা প্রশাসনের সামান্যতম অনিয়ম তুলে ধরলেই সাংবাদিকদের ওপর রাষ্ট্রযন্ত্রের চরম নিবর্তন নেমে আসতো।

পোশাক শ্রমিকদের আন্দোলন নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের অপরাধে আশুলিয়ার প্রবীণ সাংবাদিক নাজমুল হুদাকে আইসিটি অ্যাক্ট ও বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ একযোগে ছয়টি ভুয়া মামলায় জড়িয়ে গ্রেপ্তার ও রিমান্ডে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়; একটি সংবাদের জেরে এক বিচারক কর্তৃক আইসিটি আইনের ৫৭ ধারায় হয়রানিমূলক মামলার শিকার হন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গোলাম মুজতবা ধ্রুব। এছাড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা রুহুল আমিন গাজীকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় গ্রেপ্তার করে দীর্ঘ ১৭ মাস কারাবন্দি রেখে চরম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়। মাঠপর্যায়ে সত্য তুলে ধরতে গিয়ে ২০১৮ সালে পাবনায় নিজ বাসার সামনে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় আনন্দ টিভির নারী প্রতিনিধি সুবর্ণা নদীকে এবং স্থানীয় ক্ষমতাসীন নেতাদের দুর্নীতির খবর প্রকাশের জেরে ভোলার লালমোহনের সাংবাদিক নাজমুল ইসলাম ও টাঙ্গাইলের সাংবাদিক রাশেদুল হাসানকে হাত-পা ভেঙে দিয়ে নির্মম শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল। সরকারের কঠোর নজরদারি, মামলা ও গুমের ভয়ে একুশে টিভির সাবেক সাংবাদিক ইলিয়াস হোসেন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিক তাসনীম খলিলসহ বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গণমাধ্যমকর্মী দেশ ছাড়তে বাধ্য হন।

এছাড়া কারাপ্রকোষ্ঠে প্রাণ হারান লেখক মুশতাক আহমেদ এবং চরম নির্যাতন ও দীর্ঘ কারাবাসের শিকার হন কার্টুনিস্ট আহমেদ কবীর কিশোর, আন্তর্জাতিক আলোকচিত্রী শহিদুল আলম, প্রবীণ সাংবাদিক নেতা শওকত মাহমুদ ও রুহুল আমিন গাজী, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক প্রবীর সিকদার, রাষ্ট্রচিন্তার দিদারুল আলম ভূঁইয়া এবং ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন।

আইনি হয়রানির পাশাপাশি সাংবাদিকদের ওপর শারীরিক আক্রমণ, গুম, হত্যা এবং অস্বাভাবিক প্রদর্শনের এক ভয়াবহ বিচারহীনতার সংস্কৃতি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছিল শেখ হাসিনার পুরো শাসনামল জুড়ে। এর সবচেয়ে মর্মান্তিক উদাহরণ হলো ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক দম্পতি সাগর সারোয়ার এবং মেহেরুন রুনির নৃশংস হত্যাকাণ্ড। বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের ব্যাপক দুর্নীতি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের ঠিক আগমুহূর্তে তাদের নিজেদের বাসভবনে পাঁচ বছরের শিশু সন্তানের সামনে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খুনিদের গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দিলেও এক যুগের বেশি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও শেখ হাসিনা সরকার এর কোনো বিচার করেনি । জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়াররা এক যৌথ বিবৃতিতে একে "সর্বব্যাপী বিচারহীনতার সংস্কৃতির একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ" হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। এছাড়া ২০১৬ সালে ৮১ বছর বয়সী প্রবীণ সাংবাদিক শফিক রেহমানকে সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণের এক কাল্পনিক অভিযোগে গভীর রাতে নিজ বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নেওয়া হয়। ২০২৩ সালের এপ্রিলে চট্টগ্রামের সাংবাদিক আইয়ুব মিয়াজীকে দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশের জেরে সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা দোতলা ভবনের ছাদ থেকে ফেলে হত্যার চেষ্টা করে। প্রবাসী সাংবাদিক শফিকুর রহমানকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার কপালের ওপর লাল টার্গেট চিহ্ন বসিয়ে ছবি প্রচার করা হয় ।

প্রবীণ সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা আবু সালেহকে তার কর্মস্থল বাসসে আওয়ামী লীগ এর কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আরেকজন আওয়ামী সমর্থক সাংবাদিক মধুসূদন মণ্ডল মারধর করে সেখান থেকে বের করে দেয়। কোনো প্রকার যৌক্তিক কারণ না দেখিয়েই তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

ভিন্নমত দমনের অংশ হিসেবে প্রবীণ ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চাকরিচ্যুত, কালো তালিকাভুক্ত এবং পেশা থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করার এক নিষ্ঠুর নীতি নেওয়া হয়েছিল। এর অন্যতম বড় শিকার প্রবীণ সাংবাদিক ও সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব মারুফ কামাল খান; যার তীক্ষ্ণ লেখনী ও রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে তাকে নানামুখী চাপ, ভুয়া মামলা ও অলিখিত গোয়েন্দা নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে মূলধারার সাংবাদিকতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে এক চরম অবরুদ্ধ ও নির্বাসিত জীবন কাটাতে বাধ্য করা হয় এবং তার পেশাগত ক্যারিয়ারকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তার পাশাপাশি এই দীর্ঘ শাসনামলে প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য, ছাঁটাই, অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা, দীর্ঘ কারাবাস, অমানুষিক নির্যাতন, গুম, নির্বাসন ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন আরও অসংখ্য সংবাদকর্মী, সাংবাদিক নেতা ও মুক্তমনা লেখক, যাদের মধ্যে রয়েছেন, আবু সালেহ, এম আবদুল্লাহ, রুহুল আমিন গাজী, শওকত মাহমুদ, এম এ আজিজ, জাহাঙ্গীর আলম প্রধান, মাহমুদ শফিক, মহিউদ্দিন খান মোহন, গোলাম মহিউদ্দিন খান, শামসুদ্দিন হারুন, সামছুল হক দুররানী, আসাদুজ্জামান আসাদ, কাদের গনি চৌধুরী, কামাল উদ্দিন সবুজ? সাখাওয়াত হোসেন, কুতুবুল আহমেদ, কবির শওকত, আবদুল গাফফার মাহমুদ, জহিরুল হক রানা, আনোয়ারুল কবীর বাবলু, তাসনীম খলিল, ইলিয়াস হোসেন, জুলকারনাইন সায়ের খান, মেহেদী হাসানসহ আরও কতো যে নাম আছে যা লিখে শেষ করা যাবে না ।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পুরো ১৫ বছরের ইতিহাস মূলত সংবাদমাধ্যমের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে সাংবাদিকদের নিস্তব্ধ করার ইতিহাস। তারা একদিকে অনুগত ব্যবসায়ীদের মিডিয়া লাইসেন্স দিয়ে আজ্ঞাবহ একটি গণমাধ্যম বলয় তৈরি করেছিল, অন্যদিকে ভিন্নমতের সাংবাদিকদের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো নিবর্তনমূলক আইনে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, যায় যায় দিন , আমার দেশ বা দৈনিক দিনকালের মতো বিরোধী কণ্ঠস্বরগুলোকে স্তব্ধ করে দেওয়া এবং সাগর-রুনির মতো প্রতিবাদী সাংবাদিকের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার না করা এসবই ছিল একটি সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় ব্লু-প্রিন্ট । আজ ২০২৬ সালের এই পরিবর্তিত ও নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে যখন আমরা অতীতের দিকে তাকাই, তখন এটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শেখ হাসিনার সরকার কেবল রাজনৈতিক অধিকারই হরণ করেনি, দেশের মানুষের জানার অধিকার এবং সত্য প্রকাশের স্বাধীনতাকেও পুরোপুরি শিকলবদ্ধ করে রেখেছিল। অতীতের সেই বিভীষিকাময় অধ্যায় আজকের এবং আগামী দিনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য বড় শিক্ষা, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো স্বৈরাচারী শাসক সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর এমন নির্মম ও পদ্ধতিগত আক্রমণ চালানোর দুঃসাহস দেখাতে না পারে। লেখায় অনেকের নাম আসেনি। কত শত সাংবাদিককে যে অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয়েছে তার হিসেব নেই । কেবলমাত্র তৎকালীন অবস্থাকে তুলে ধরার জন্য কয়েকজনের নাম উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছি। কিছু ঘটনাকে সামনে এনে পরিস্থিতির কোন পর্যায়ে ছিলো সেটির ধারণা দিয়েছি। আমার এই সীমাবদ্ধতার জন্য আগাম ক্ষমা প্রার্থী।

লেখক: কবি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

গণতন্ত্রীরা ব্যর্থ হলে উগ্র শক্তির প্রভাব আরও বাড়বে

৫ পৃষ্ঠার পর

নীতিমান করতে চাই, তাহলে তা হবে একদেশদর্শী এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, যারা পরধর্মাবলম্বী কিংবা মুক্তি-চিন্তার ধারক, তাদের সহ্য করা হচ্ছে না। সহনশীলতা থাকবে না। আর সহনশীলতা না থাকলে সেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকতে পারে না।

বাংলাদেশে এখন ইসলামিস্টদের একটা জাগরণ দেখা যাচ্ছে। এটা শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বেই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ উঠছে মাথাচাড়া দিয়ে। ভারতে হিন্দুত্ববাদ, ইউরোপে উগ্র ডানপন্থি, যারা মূলত খ্রিস্টান মূল্যবোধের কথা বলে আর মুসলিম বিশ্বে তো আছেই। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে তারা রাজপথে সরব; কারণ, দীর্ঘদিন তারা কথা বলতে পারেনি। তবে তারা মূলধারার শক্তি হতে পারবে কি না, তা নির্ভর করবে তাদের কাজের ওপর এবং যারা তথাকথিত গণতান্ত্রিক দল, যেমন- বিএনপি বা অন্যান্য যারা আছে তারা জনগণের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য, বিকল্প উপস্থাপন করতে পারে তার ওপর। জনগণ যদি দেখে যে, সাধারণ গণতান্ত্রিক দলগুলো ব্যর্থ হচ্ছে, তখন তারা বিকল্প হিসেবে ইসলামভিত্তিক দলের দিকে আরও বেশি ঝুঁকবে। তবে ইসলামিস্টদের বড় চ্যালেঞ্জ হলো- তাদের অভ্যন্তরীণ বিভেদ এবং আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে তাদের চিন্তার সামঞ্জস্যের ঘাটতি।

গত কয়েক দশকের কথা যদি ধরি তাহলে দেখব যে, এখানে ইসলামি দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ছিল সবচেয়ে বেশি অগ্রসর। তারা ইংরেজি শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সরাসরি বিরোধিতা করেনি। তা ছাড়া অন্য যেসব ইসলামভিত্তিক দল, সেগুলোর চিন্তাভাবনা অনেক দুর্বল। তাদের চিন্তারও অগ্রগতি নেই, দলেরও অগ্রগতি নেই। এমন অবস্থাও হতে পারে, জামায়াত শক্তি সঞ্চয় করে ক্ষমতায় চলে আসতে পারে; কিন্তু ক্ষমতায় এলেও তাদের দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকবে না। কারণ, তাদের যে চিন্তাভাবনা একটা পর্যায় পর্যন্ত অগ্রসর এবং সেটা কৌশলগত, তার পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। তা ছাড়া তাদের যে বাঙালিবিরোধী মনোভাব, সেটাও আসলে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের ক্ষমতায় থাকার ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা।

কারণ, যারা আত্মসমালোচনা করে না, তারাই প্রকৃত অপরাধী।

গণতন্ত্রীদের ব্যর্থতা ও দুর্বলতাই ধর্মীয় শক্তির পুনরুত্থানের মূল কারণ। এখানে গণতন্ত্রীরা মনে করেছেন, ধর্মীয় শক্তি ওদের কিছু করতে পারবে না এবং কোনোদিন উঠে দাঁড়াতে পারবে না। আশির দশকে যে গণতন্ত্রীরা এসেছেন, তাদের কথা বলার প্রতিক্রিয়ায় ধর্মীয় শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। ধর্মীয় শক্তি জেগেছে আঘাত পেয়ে। এমনিতে এরা ঘুমন্ত শক্তির মতো ছিল; কিন্তু যখন তাদের কথা বলা হয়েছে আক্রমণ করে, তখনই তারা নড়াচড়া করে উঠেছে। শেখ মুজিবের মতো নেতা এরকম কথাবার্তা বলতেন না। ভাসানীও ওইরকম কথাবার্তা বলেননি, কিন্তু আশির পরের গণতন্ত্রীরা এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ। হাসিনা, খালেদার আমলে তাদের দলের যারা নেতাকর্মী ছিলেন, তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ কথা বলেছেন ধর্মের বিরুদ্ধে। সেগুলো খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা তেমন একটা চেষ্টা করেননি থামিয়ে রাখার। 'ওরা বলছে বলুক না'- এরকম মনোভাব ছিল হাসিনার। আর ভোটের সময় এলে আবার ওদের সঙ্গে কিছু নেগোসিয়েশনের লাইন নিয়েছে। গণতন্ত্রীদের দ্বারা ইসলামিস্টরা যেভাবে নেগলেক্টেড হয়েছে, তার সব রাগ গিয়ে পড়েছে বামদের ওপর। কারণ, কমিউনিস্টরা যুক্তি দিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিরোধিতা করেছে। এ জন্য তারা মূলত কমিউনিস্টদেরই টার্গেট করেছে প্রধান শত্রু হিসেবে।

অবশ্য মোটাদাগে ধর্মীয় শক্তিগুলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ সমর্থন করে না। বাঙালি শব্দটাই চায় না তারা মানতে। জাতীয়তাবাদ বলতে তারা স্বীকার করে মুসলিম জাতীয়তাবাদ, ইসলামি জাতীয়তাবাদকে। এর বাইরে অন্য কোনো জাতীয়তাবাদ তারা স্বীকার করে না। মুসলিম জাতীয়তাবাদ বা বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবাদ বললে তারা বিরোধিতা করে না; কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদ বললেই তারা বিরোধিতা করে। তবে পরিস্থিতির চাপে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকে তারা স্বীকার করে মুখে মুখে। একাত্তরে আমাদের মূল ভিত্তি ছিল অসাম্প্রদায়িকতা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এখন যারা এ ভিত্তিগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে বা এগুলোকে পাশ কাটিয়ে অন্য কোনো পরিচয় আনতে চাইছে সামনে, তারা আসলে তৈরি করছে একধরনের শূন্যতা। ২০২৪-এর অভ্যুত্থানের পর পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ধর্মীয় দলগুলো একটা জায়গা তৈরি করার চেষ্টা করছে তাদের কর্মী বাহিনী দিয়ে। তবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ অনেক বেশি সচেতন। তারা হয়তো সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে তারা নিজেদের পরিচয় এবং অস্তিত্বের প্রশ্নে আপস করবে না এবং করেওনি। বাংলাদেশের মানুষের যে সাংস্কৃতিক মূল ভিত্তি, তা কিন্তু অনেক শক্তিশালী। হাজার বছরের সেই ভিত্তিটা উপড়ে ফেলা এত সহজ নয়। সাময়িকভাবে মানুষকে উত্তেজিত করা যায়, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না।

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ধর্মকে উপেক্ষা করে কথাবার্তা বলার বাস্তবতা এখন নেই। তাতে সমর্থন পাওয়া যাবে না। ধর্মের প্রতি কোনোভাবেই অশ্রদ্ধা না করে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে হবে গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের। একটি জিনিস পরিষ্কার, আমরা চাই বা না চাই, ধর্মীয় শক্তি এই পৃথিবীতে এবং আমাদের বাংলাদেশেও থাকবে। তবে তারা কতটুকু প্রভাবশালী হবে, তা নির্ভর করবে যারা প্রগতিশীল বা গণতান্ত্রিক রাজনীতি করেন, তাদের সফলতার ওপর। এখন যে বিশৃঙ্খলাটা দেখা যাচ্ছে, এটা অনেকটা দীর্ঘদিনের চাপা পড়া ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু ইতিহাস বলে, মানুষকে শেষ পর্যন্ত একটা যুক্তিবাদী এবং মানবিক ব্যবস্থার দিকেই ফিরে আসতে হয়।

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Metroplus, Healthfirst and other private insurances.

Our Office Locations

- 01 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432
- 02 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
- 03 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
- 04 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
- 05 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
- 06 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appointment

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

আমেরিকা তথা নিউইয়র্ক এ একটি গর্বিত বাড়ির মালিক হতে চান?

আমরা স্বাচ্ছন্দ্য মুল্যে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

REALTOR MLS EQUAL HOUSING LENDER

KAZI N JALAL
Licensed Sale Agent

ARA REALTY SERVICES INC

A full Service Real Estate Brokerage of Professional Company

158-10 84th DriveJamaica, NY 11432
Email: realtornykazi@gmail.com
Office: 917-417-6766
Cell: 516-439-0156

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

tax refund

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax Audit, Financial Statement Bookkeeping, Non-Profit Business Setup, Licensing & Payroll Specialized in IRS & NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

* পোষ্টাল জব
* ফেডারেল জব
* স্টেট জব
* এম. টি. এ জব
* সিটি জব
* রেজুমী তৈরী
* কভার লেটার
* সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
* নিউ পাসপোর্ট/রিনুয়েল
* ডুয়েল সিটিজেনশীপ
* ফুড স্ট্যাম্প
* ডিজএবিলিটি (SSI)
* সসিয়াল সিকিউরিটি (SS)
* রিটারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamica, NY 11435

Phone/Fax: 917-300-6160

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশে
৩ বেডের বাসা
ভাড়া দেওয়া হবে।
চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড (লিটল বাংলাদেশ)

মসজিদ, স্কুল, সাবওয়ে, বাস, গ্রোসারী
সব কিছুই এক ব্লকের মধ্যে

যোগাযোগ
917-494-5316

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে
কল করুন **+1 (929) 393-8620**

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office: 37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office: 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

COOL Multiservices LLC

Real Estate, Tax, Insurance & Consultancy
We Offer Mortgage
Wireless Communication Limo Service

শাহ্ হামজার স্মরণে
বিশ্বাসের উত্তরাধিকার, উৎকর্ষতার ভবিষ্যৎ

১৯৯৯ সাল থেকে কুল মাল্টিসার্ভিসেস এলএলসি আমাদের কমিউনিটির একটি নির্ভরযোগ্য ভরসার নাম। দীর্ঘ এই পথচলায় আমরা সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করেছি।
আজ আমরা গর্বের সাথে জানাচ্ছি—আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ আরও নিরাপদ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের সেবার পরিধি ও দক্ষতা আরও বিস্তৃত করেছি।
আপনি যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত সহায়তা চান, কিংবা নিজের স্বপ্নের একটি বাড়ির খোঁজে থাকেন—যে দলকে আপনি বছরের পর বছর বিশ্বাস করেছেন, সেই দল আজও আপনার পাশে আছে।

আমাদের প্রধান সেবাসমূহ

* ট্যাক্স প্রস্তুতি ও পরামর্শ
  দ্রুত, নির্ভুল ও সর্বোচ্চ রিটার্ন নিশ্চিত করার জন্য অভিজ্ঞ সহায়তা।
* মর্টগেজ ও ঋণ সমাধান (প্রি এপ্রোভাল)
  সহজ শর্ত, প্রতিযোগিতামূলক সুদের হার ও ব্যক্তিগত গাইডলাইন।
* রিয়েল এস্টেট সেবা
  বাড়ি কেনা বা বিক্রি—বাজার বিশ্লেষণ করে আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা।

আপনার স্বপ্নের বাড়ির শুরু এখান থেকেই

প্রথমবার বাড়ি কিনছেন?
আপনাকে আন্তরিক স্বাগতম।
এই প্রক্রিয়াকে জটিল মনে করার কোনো কারণ নেই। আমরা প্রথমবার বাড়ি কিনতে আগ্রহীদের জন্য প্রি-অ্যাপ্রুভালসহ প্রতিটি ধাপে পাশে থেকে সহায়তা করি, যাতে আপনার "স্বপ্নের বাড়ি" বাস্তবে রূপ নেয়।

কুল-এর সাথে যুক্ত হয়ে উপভোগ করুন
২৫ বছরেরও বেশি সময়ের সততা, অভিজ্ঞতা ও পেশাদার সেবার নিশ্চয়তা।

: যোগাযোগ :
১৯৭০১ হিলসাইড অ্যাভিনিউ, হলিস, নিউ ইয়র্ক ১১৪২৩
৭১৮-৮০৩-৮২০০
ইমেইল: coolmultiservicesllc@gmail.com

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই'র বর্ষবরণ

৩ পৃষ্ঠার পর

আয়োজনকে আরও রঙিন ও উৎসবমুখর করে তোলেন। দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, দেশীয় খাবারের আয়োজন এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রম। খাবারের আয়োজনে ছিল পান্তা-ইলিশ, নানান ধরনের বাঙালি ভর্তা, পিঠা-পুলি, ফুচকা, চটপটি এবং বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন ও দেশীয় মিষ্টি, যা অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিশেষ আগ্রহ ও আনন্দের সৃষ্টি করে। বৈশাখের ঐতিহ্যকে ধারণ করে সাজানো এ অনুষ্ঠানে ছিল আবৃত্তি, সংগীত, লোকজ পরিবেশনা এবং নান্দনিক সাংস্কৃতিক আয়োজনের এক মনোমুগ্ধকর সমাহার। অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্বে ফুটে ওঠে বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও শেকড়ের আবেগঘন প্রকাশ, যা প্রবাসের পরিবেশেও এক স্বদেশি আবহ তৈরি করে। উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা প্রতিটি পরিবেশনা উপভোগ করেন গভীর মনোযোগ ও আবেগের সাথে, যা পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে উৎসবের পরিবেশকে আরও সুন্দর ও উপভোগ্য করে তোলে।

সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন নিষাদ, শাওন, শাপীমনা, নজরুল রায় ও তানভীর শাহীন। শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা মুগ্ধ হন এবং পুরো উৎসব প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে আরও প্রাণচঞ্চল ও আনন্দমুখর। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল অ্যালামনাইদের "টিকাটুলি" গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনা এবং সাবলিল আশরাফের কোরিওগ্রাফিতে ক্লাশ মতের চমৎকার উপস্থাপনা। এই পরিবেশনা দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে এবং পুরো আয়োজনে যোগ করে ভিন্নমাত্রার আনন্দ ও উৎসবের আমেজ।

অনুষ্ঠানের স্পন্সর ছিলেন - কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক, টেকস্পার্কস সলিউশনস, জেমস এক্স স্টাফিং, প্রোটেক ওয়ার্ল্ড এবং ট্রিবিউন ট্রেনিং একাডেমি।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেসের সিইও মোহাম্মদ হাসেম বলেন, প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে এমন উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে বাঙালি পরিচয় ও সংস্কৃতির চর্চা ছড়িয়ে দিতে এমন আয়োজনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রাঙ্গণজুড়ে ফুটিয়ে তোলা হয় গ্রামীণ বাংলার ঐতিহ্যবাহী উপাদান-রঙিন আলপনা, বাঁশ-বেতের কারুকাজ এবং লোকজ নকশা। প্রবেশপথ থেকে মঞ্চ পর্যন্ত প্রতিটি অংশেই ছিল বৈশাখের প্রাণচাঞ্চল্য ও লোকজ সংস্কৃতির ছোঁয়া। রঙিন সাজসজ্জা, আলো-সজ্জা ও শৈল্পিক বিন্যাসের মাধ্যমে পুরো আয়োজনটি হয়ে ওঠে প্রবাসে এক টুকরো বাংলার প্রতিচ্ছবি। এতে অংশগ্রহণকারী দর্শনার্থীরা যেন নিজ দেশের শেকড়ের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হওয়ার অনুভূতি পান। পুরো আয়োজনটি সুষ্ঠু ও নান্দনিকভাবে সমন্বয় করেন জুলহাস ইউ আহমেদ, তামজিদ আহমেদ, আফজাল চৌধুরী ইমন, নিয়ামুল আরেফিন এবং শিহাবউদ্দিন চৌধুরী।

জমজম ট্রাভেলসের হজ্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

ধর্মীয় বিধান ও মক্কা মদিনায় অবস্থানকালীন করণীয় ও সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ছিল ইহরাম বাঁধা থেকে শুরু করে তাওয়াফ, সাঈ, মিনায় অবস্থান, আরাফাতের ময়দান, মুজদালিফা এবং জামারাতে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপসহ হজ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী। সেমিনারে জমজম ট্রাভেলের প্রেসিডেন্ট মাহবুব আলম, ম্যানেজিং ডিরেক্টর তোহিদ মাহবুব মুন্না, রাওফ মিনা গাইড আতাউর আলম ও আলি আকবর বাক্কিসহ মুফতি ইসমাঈল, মুফতি আব্দুস সামাদ, মুফতি মুনতুজুল হক এবং জমজম ট্রাভেলের অধীনে হজ্বের নিবন্ধন করা হজ্বযাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

জমজম ট্রাভেলসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাওহিদ মাহবুব মুন্না বলেন, ২০২৬ সালে যারা হজ্বে যেতে রেজিস্ট্রেশন করেছেন, তাদের জন্যই এই ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়েছে, যা রাওফ মিনার পক্ষ থেকে জমজম ট্রাভেলস পরিচালনা করেছে। প্রত্যেক হাজ্বীকে যাতে ক্রমে সবকিছু দেখানো হয়েছে। কোন গাইড যাবে, কিভাবে চলাফেরা করতে হবে, কীভাবে নিরাপদ থাকতে হবে। সব বিষয় বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়েছে। জমজমের নিবন্ধিত হাজ্বীদের সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী গাইড থাকবেন, যাতে হাজ্বীরা সহজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পান।

প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট মাহবুব আলম বলেন, হজ্বযাত্রীদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে তারা সুন্দর ও সঠিকভাবে হজ্ব পালন করতে পারেন। হজ্বযাত্রীদের যাত্রা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

নিউইয়র্কে ঈদমেলা ও বিনোদন অনুষ্ঠান ২৪ মে

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আলোর অন্যান্য সদস্যগণ। মেলাতে থাকবে মহিলাদের জন্য ঈদের আকর্ষণীয় ড্রেস, জুয়েলারি , বিভিন্ন মুখরোচক খাবার-দাবারসহ হরেক রকমের পণ্যের স্টল। এছাড়া থাকছে নাচ , গান ও ফ্যাশন শো। ঈদের ঠিক আগে অনুষ্ঠিতব্য এই মেলায় সকলকে শেষ মুহূর্তের কেনা-কাটা ও বিনোদনে অংশ নেয়ার জন্য আহবান জানিয়েছেন মেলা কর্তৃপক্ষ।

রিয়েল স্টেট, মর্টগেজ ও ট্যাক্স শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ। ব্রুকলিনের 'বৈঠক' রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারের মূল বিষয়বস্তুর ওপর বিশেষজ্ঞ ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এক্সিট রিয়েলিটি কন্টিনেন্টাল এর প্রেসিডেন্ট ও রাজনৈতিক ব্যক্তির এইচ চৌধুরী। সেমিনারের মডারেটর ছিলেন কবিরহাট উপজেলা এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক ইমতিয়াজ

আহমেদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন রিয়েলটর ও কবিরহাট উপজেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি মির্জা মোহাম্মদ হোসেন। আলোচনায় অংশ নেন মর্টগেজ ব্যাংকার ও সিগাল এডভাইজার আরিফুর চৌধুরী, কুনটিক ব্যাংকের ভাইস প্রিন্সিপাল আবু নাইম চৌধুরী ও ট্যাক্স এন্ড ইমিগ্রেশন স্পেশালিস্ট ফুলরাতে এলাহি। আমন্ত্রিত বিশেষ হিসেবে বক্তব্য রাখেন দি গ্রেটার নোয়াখালী সমিতি ইউএসএ'র সাধারন সম্পাদক এ এস এম মাঈন উদ্দিন পিন্টু, সন্দীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কাজী আজম, বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটির সদস্য আল হারুন চেয়ারম্যান ও সাংবাদিক সৈয়দ আজাদ।

MINA BAZAR

মিনা বাজার

SUPERMARKET & FRESH ZABIHA HALAL MEAT • FISH • FRUITS & VEGETABLES

71-10 35th Ave

718-639-6462

জ্যাকসন হাইটস'র ৩৫ এভিনিউতে ফ্রেশ মাছ -মাংস এবং তাজা শাক-সবজি ও ফল-মূল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সমাহার নিয়ে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত !

* সুলভ মূল্য ও সততাই আমাদের বৈশিষ্ট
* সর্বদা টাটকা ও ফ্রেশ পণ্য সরবরাহ করা হয়
* ছোট -বড় সব ধরণের দেশীয় মাছ পাওয়া যায়

আমরা কোরবানীর অর্ডার নিচ্ছি

মিনা বাজার সুপার মার্কেট

MINA BAZAR SUPER MARKET

71-10 35TH AVENUE, JACKSON HEIGHTS

718-639-6462

First Time in NY
COMMUNITY CONNECT
Scan to Register
Tuesday June 17th, 2025
5.00 PM - 7.30 PM
150 State Street 4 FL
Albany 12207 NY
Speakers
The Next Bangladesh:
Powered by its Global Citizens (NRBs)
Quazi M. Ahmed
LLB, MBA (IBA), MA (Japan), IMP (NYU, USA), CISS (Norway)
Global Leadership Trainer & Coach
Founder & President, BOND
CEO, Global Center of Excellence, LLC
Cybersecurity Awarness:
Protecting Ourselves and Our Community
Mahbub Rahman
IT Professional & Career Coach
Founder & CEO at Sustain Secure and The Triple Zero LLC
Refreshments will be served
Hosted by
MAJESTIC TOUCH
Organizing Partners
BOND
SUSTAIN SECURE
QUAZI consultants
GLOBAL
EAGLES BOOST
triplezero
CXO GLOBAL ALLIANCE
America TECH

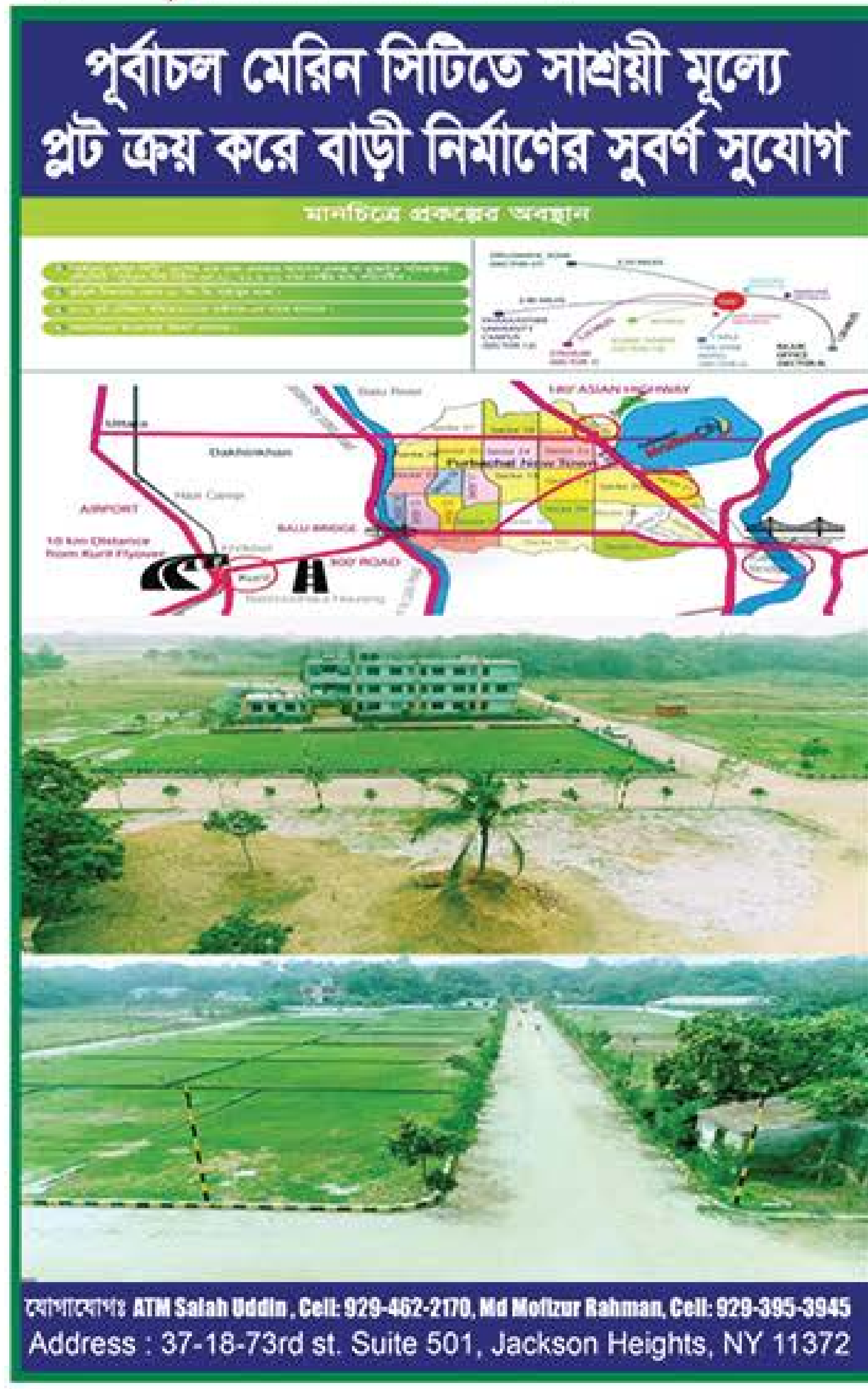
পূর্বাচল মেরিন সিটিতে সাশ্রয়ী মূল্যে
প্লট ক্রয় করে বাড়ী নির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ
মানচিত্রে প্রকল্পের অবস্থান
যোগাযোগঃ ATM Salah Uddin , Cell: 929-462-2170, Md Mofizur Rahman, Cell: 929-395-3945
Address : 37-18-73rd st. Suite 501, Jackson Heights, NY 11372

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

UB
US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.
Chandan Gupta
President
347-239-3408
Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250
Authorized e-file Provider
One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com
Services : Individual & Business Tax Services, Immigration Services, Loan Modification, Real Estate Property Investment.

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন
Dream Cottage Realty Inc
আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড
লোন সহ সকল ব্যাবস্থা করে থাকি।
শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে
সহযোগীতা প্রদান করা হয়
Fazle Shohag Khan
Licensed Real Estate Sales
Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

Video & Photo
PRODUCTION SERVICES
DFC TV
DREAM FRAME CREATIVE
Brand Videos
Event Coverage
Product Demos
Corporate Videos
Video Editing
সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট দরকার? আমাদের হাতে তৈরি করুন ফাস্ট ও স্মার্টলি!
আমাদের সেবাসমূহ: ইভেন্ট ফিল্মিং (বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন) কর্পোরেট ও প্রোমোশনাল ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব কনটেন্ট লাইভস্ট্রিমিং (Facebook, YouTube) ডকুমেন্টারি
ইভেন্ট কভারেজ থেকে কর্পোরেট ভিডিও —সবকিছু এক ছাতার নিচে!
Phone
(646) 457-6732
(929) 498-0979
Website
www.dfcreative.org
Location
Jamaica, NY 11432

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
হেলথ চেকআপ।
দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

WIN ZONE Realty Inc.
WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.
Hard Money Loan Available.
রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর
Somnath Ghosh (SAM)
Licensed Real Estate Agent
Tel: (Direct)
646-597-1760
Office : 81-15 Queens Blvd
2nd FL, Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 516-407-5615
Email:sstreamline@ gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
ব্যক্তিগত পরামর্শ
ইন্টারেষ্ট রেট কম
ইনভেষ্টমেন্ট
ফ্রি এপ্রোভাল
ফাষ্ট ক্লোজিং
দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?

We Pay The Highest Rate

Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES

- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

ঈদ উপলক্ষে **10% DISCOUNT**

DUO NEST
REAL ESTATE TUTORING CENTER

নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন
কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!

DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি

কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?

দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।

শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।

আমাদের সুযোগ ও সুবিধা

- এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
- আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
- দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
- পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
- সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
- পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
- রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CALL US TODAY TO START YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434

duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

CONTRACTOR REQUIRED

We are looking for a Punjabi Speaking Supervisor / Contractor

Requirement :

* Knowledge of Plumbing
* Electrical Work
* General Maintenance

CONTACT

516-218-5223

Free Accommodation Provided at –
101-05 Liberty Ave, Ozone Park , NY 11417

*101-17 Lefferts Boulevard, Queens, NY 11419, USA
*104-05 Liberty Avenue, Ozone Park, NY 11417, USA
*173-29 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11432, USA
*190-27 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11432, USA
*190-29 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11432, USA

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

MAXIMIZE YOUR REFUND

CLAIM EVERY CREDIT & DEDUCTION YOU DESERVE

Tax Prep & Consulting Services for Individuals & Businesses

Our Services

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

- Individual Tax Preparation (Form W-2, 1098, 1099 ...)
- Business Tax Preparation (Corporation, LLC, Partnership, Not-for-Profit ...)
- Self-Employed Tax Preparation (Uber, Lyft, Taxi ...)
- Amended Tax Preparation
- Sales Tax Preparation
- Tax Planning & Consulting
- Year-Round Support
  Notary, Immigration, RAPID DIVORCE, Insurance ~ 7702 Plan, Copy, Scan, Print, E-mail ...
- BUSINESS SETUP LLC, INC., Not-for-Profit, Nonprofit...

Notary Public

You Can Trust Us for Accurate, Reliable, and Professional Tax Filing.

30 MINUTES NO OBLIGATION FREE CONSULTATION

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant
347-266-3376, 646-651-0945

Nadira Hossain, MA
Tax Assistant
646-651-2787

ICOR Multi Services Inc.
icormultis@gmail.com
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

PAY LESS TAXES

PROVEN TAX STRATEGIES

The IRS won't tell you which CREDITS & DEDUCTIONS you are missing—but I WILL.

Small Business Owners, Rental Property Owners, Self-Employed Individuals, and Investors...
Discover what you have been overlooking ...

Customize Tax Planning Can Maximize Your Tax Savings

Tax-Advantaged Accounts are Dedicated Savings Vehicles—Specially Designed to Give You and Your Family Extra Tax Benefits in Exchange for Saving Money for Specific Goals- Like: Retirement, Education, Wealth Creation, Financial Security ...

* Retirement Plans - 401(k), IRA, Roth IRA ...
* Education plans - 529 Plan, Coverdell ESA, UGMA/UTMA ...
* Health Savings Account - HSA
* Flexible Savings Account - FSA
* Achieving a Better Life Experience Account - ABLE
* Tax-efficient investment - ETFs, Index Funds ...
* Tax-advantaged investment - Municipal Bond, Treasury Bond ...

INSURANCE LIFE HEALTH DISABILITY

Income Continuation Plan ~ 7702 Plan – Permanent Life Insurance is a Hybrid Financial Tool / Unique Blend of Financial Protection for you & your business, assets and family / Tax Exempt Financial Asset: MULTI-PURPOSE FUND for you to access for any reason without penalty & taxes – Emergencies, Education, Retirement, Opportunities ... while FINANCIAL SECURITY & TAX-FREE INCOME for your family and loved ones.

Estate Planning : can be used to Equalize Inheritances or Provide Funds For Estate Taxes...

I am a Professional Financial Coach, Tax Advisor, and Licensed Insurance Broker

I am happy to assist you with your Financial Planning, Tax Planning, Budgeting, Debt Management, and Insurance Needs

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant

ICOR Multi Services Inc.
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372
347-266-3376, 646-651-0945 icormultis@gmail.com

SOUTH ASIAN AMERICAN REALTOR ASSOCIATION (SAARA)

94-12 215 Pl, Queens Village, NY 11428, E-mail: saaranov2024@gmail.com, Phone : 347-468-0981 | 347-665-7580 | 516-288-8881

Executive Committee 2026-2028

Mohammad Belal Hossain
President

Nuruzzaman Sardar
General Secretary

Abul Fazal Islam — Vice President
Md. K Ahmed — Vice President
Masud M Paramanik — Vice President
Mohammad H Mirza — Joint Secretary
Mohammad S Reza — Joint Secretary
Shamim Naser — Treasurer
Mizanur Rahman — Organizing Secretary

Adan Islam — Women Secretary
Golam Hasan — Publication Secretary
Ataur Rahman — Publicity Secretary
Salim Ibrahim — Cultural Secretary
Farhana F Chowdhury — Education Secretary
Sadman Zaman — Social Welfare

Md. Masud Sirazi — Member
H.M. Iqbal — Member
Shamim Ahmed — Member
Md. Samiul K Alamgir — Member
Md. M Rahman — Member
Riyad Hossain — Member
Md. Habib — Member

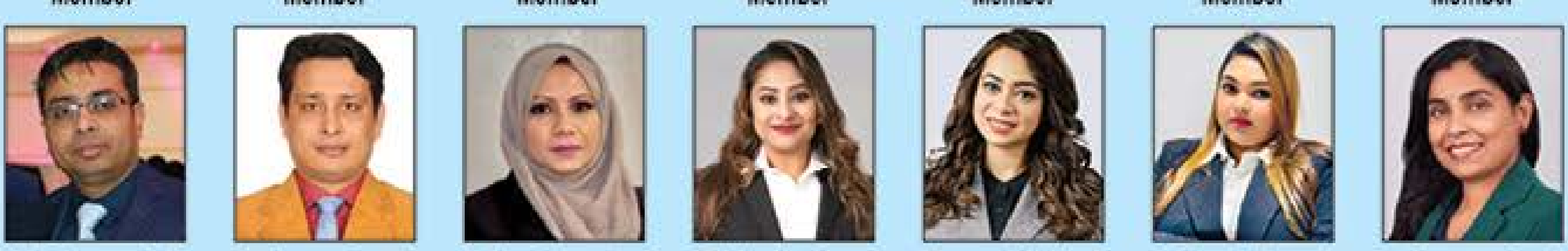

Md. Rahman Sadi — Member
Sumon Roy — Member
Sabina Chowdhury — Member
Shaharia Alam — Member
Jannatul Mohima — Member
Zineah Akter — Member
Munmun Shaha — Member

Advisory Board

Sarwor Khan Babu
Chief Advisor

Meher Khanzada — Advisor
Kazi B Ahmed — Advisor
Jashim Chowdhury — Advisor
Mohammad Chowdhury — Advisor
Mohammed Talukder — Advisor
Md. Saiful Islam — Advisor

বাংলাদেশ কি বিভাজনের রাজনীতি থেকে বের হতে পারবে

৫ পৃষ্ঠার পর

মানবাধিকার চাই কিন্তু রাজনৈতিক শত্রুর মানবাধিকার নিয়ে অস্বস্তি বোধ করি। ফলে রাষ্ট্রের নৈতিক ভাষা ক্রমেই দলীয় ভাষায় পরিণত হয়। যে দল ক্ষমতায় থাকে, তার কাছে আইনশৃঙ্খলা মানে বিরোধী দলকে নিয়ন্ত্রণ। যে দল বিরোধী দলে থাকে, তার কাছে গণতন্ত্র মানে ক্ষমতায় ফেরার রাস্তা। রাষ্ট্র, নাগরিক এবং প্রতিষ্ঠান মাঝখানে চাপা পড়ে।

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলা বাংলাদেশের রাজনীতিতে অবিশ্বাসকে আরও গভীর করে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে প্রধান বিরোধী নেত্রীকে হত্যার চেষ্টা শুধু রাজনৈতিক সহিংসতা নয়, এটি পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ। এ ঘটনার বিচারপ্রক্রিয়া নিয়েও দীর্ঘ রাজনৈতিক বিতর্ক ছিল। একইভাবে বিএনপি নেতৃত্বের ওপর দমন, তারেক রহমানের ওপর নির্যাতন, তার নির্বাসন এবং খালেদা জিয়াকে ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ- বিএনপির রাজনৈতিক স্মৃতিতে অপমানের উপাদান হিসেবে থেকে গেছে। যে রাজনীতিতে প্রতিটি পক্ষ নিজেকে ভুক্তভোগী এবং অন্য পক্ষকে অপরাধী মনে করে, সেখানে রাষ্ট্রের সাধারণ ন্যায়বোধ দুর্বল হয়ে পড়ে।

২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনগুলো বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংকট করেছে আরও তীব্র। এ ধারাবাহিকতার পর ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান অনেকের কাছে নতুন সুযোগ হিসেবে এসেছিল। কিন্তু সুযোগ আর নিশ্চয়তা এক জিনিস নয়।

সমস্যা হলো, গণঅভ্যুত্থানের পরও পুরনো রোগ ফিরে এসেছে। বিচারকে পাশ কাটিয়ে প্রতিশোধকে অগ্রাধিকার দেওয়া, আইনের বদলে মবকে নৈতিক ক্ষমতা দেওয়া, ইতিহাসকে পুনর্ব্যাখ্যা না করে মুছে ফেলতে চাওয়া- এগুলো গণতন্ত্রের পথ নয়। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়ি ভাঙার ঘটনা সেই কারণে শুধু একটি স্থাপনা ভাঙনের ঘটনা নয়। এটি দেখায় যে, আমরা এখনো ইতিহাসের সঙ্গে পরিণত সম্পর্ক গড়তে পারিনি। কোনো রাজনৈতিক শাসন বা পরিবারতন্ত্রের সমালোচনা করা এক জিনিস কিন্তু স্বাধীনতার স্মৃতিবাহী একটি ঐতিহাসিক স্থাপনাকে মবের হাতে তুলে দেওয়া আরেক জিনিস।

বাংলাদেশের রাজনীতির ভালো উদাহরণও আছে। খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে পাশাপাশি বসে দেখা গেছে হাসতে। নব্বইয়ের গণআন্দোলনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং অন্যান্য দল একসঙ্গে কাজ করেছে। ২০০১ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে ছিল শান্তিপূর্ণ। তারেক রহমানের বঙ্গবন্ধুর টুঙ্গিপাড়ার কবর জিয়ারতে যাওয়াও একটি প্রতীকী রাজনৈতিক মুহূর্ত ছিল। এ ঘটনাগুলো দেখায়, রাজনৈতিক সৌহার্দ্যের সম্ভাবনা কখনো পুরোপুরি মরে যায়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভালো উদাহরণগুলো প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেনি। এগুলো থেকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি হয়নি। বরং খারাপ উদাহরণগুলোই বেশি শক্তিশালী হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্জনও কম নয়। এ রাষ্ট্র দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ-পরবর্তী ভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, সামরিক শাসন, দারিদ্র্য এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা পেরিয়ে খাদ্য উৎপাদন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, নারী শিক্ষা, মাতৃস্বাস্থ্য, শিশুমৃত্যু হ্রাস এবং গড় আয়ু বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু এ অর্জনের ওপর সবসময় ঝুলে থাকে রাজনৈতিক সহিংসতার ছায়া।

রাষ্ট্র যখন বারবার রাজনৈতিক সংঘর্ষে অচল হয় তখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় অর্থনীতি। বিনিয়োগ কমে। প্রশাসন দলীয় হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা মানুষের সংখ্যা বাড়ে কিন্তু দক্ষতার প্রশ্ন চাপা পড়ে যায়। এ সংকট শুধু নৈতিক নয়, অর্থনৈতিকও। বিশ্ব এখন এআই, অটোমেশন এবং ডিজিটাল অর্থনীতির নতুন যুগে ঢুকেছে। এ যুগে শুধু সস্তা শ্রম দিয়ে উন্নয়ন ধরে রাখা যাবে না। দরকার দক্ষতা, ভাষা, গণিত, প্রযুক্তি, সৃজনশীলতা, গবেষণা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা।

আগামী বিশ বছরের বাংলাদেশ কেমন হবে, সেটি শুধু কোন দল ক্ষমতায় থাকবে তার ওপর নির্ভর করবে না। নির্ভর করবে আমরা রাষ্ট্রকে কীভাবে কল্পনা করি তার ওপর। আমরা কি রাষ্ট্রকে বিজয়ীদের সম্পত্তি ভাবব নাকি নাগরিকদের যৌথ প্রতিষ্ঠান ভাবব? আমরা কি বিচার চাইব নাকি প্রতিশোধ চাইব? আমরা কি ইতিহাসকে দলীয় অস্ত্র বানাব নাকি জটিলতা মেনে নিয়ে ইতিহাসের সঙ্গে পরিণত সম্পর্ক গড়ব? আমরা কি তরুণদের মবের শক্তি শেখাব নাকি যুক্তি, শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা শেখাব?

বাংলাদেশ বিভাজনের রাজনীতি থেকে বের হতে পারবে কি না, এর উত্তর তাই দ্বিধাময়। ইতিহাস আমাদের হতাশ করে কিন্তু পুরোপুরি নিরাশ করে না। কারণ, এ দেশ বহুবার অন্ধকারের ভেতর থেকে সড়ক তৈরি করেছে। কিন্তু এবার কাজটা কঠিন। শুধু সরকার পরিবর্তন করে হবে না। দরকার রাজনৈতিক ভাষার পরিবর্তন। দরকার এমন নাগরিক সংস্কৃতি, যেখানে প্রতিপক্ষকে হারানো যায় কিন্তু অপমান করা যায় না; বিচার করা যায় কিন্তু মবের হাতে তুলে দেওয়া যায় না; স্মৃতির সমালোচনা করা যায় কিন্তু স্মৃতি ভাঙা যায় না।

MAHADI
CONSTRUCTION INC.
LICENSED & INSURED
MD NAZRUL ISLAM
347-453-9116
Our Construction Service :
Masonry, Brick, Block, Finishing Basement, Side-work Roofing, Painting, Pointing, Bathroom & Kitchen Renovation,
FREE ESTIMATES
FREE ESTIMATES
New Building Etc,
LICENSED PLUMBER AVAILABLE
73 21 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
347-453-9116, Monir : 929-328-9192

স্মৃতি-বিস্মৃতির নিউ ইয়র্ক বইমেলা

১২ পৃষ্ঠার পর

এবং তিনি চলে গেলেন অনন্তলোকে।

আজ কেন তাঁকে স্মরণ করলাম? কারণ তিনিই আমাকে নিউ ইয়র্কে মুক্তধারা আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ৯০-র দশকে হবে সময়টা। কোন একদিন কাজের মাঝে বললেন, রোকেয়া চলেন সপ্তাহান্তে ট্রেনে করে দিন দুইয়ের জন্য নিউ ইয়র্ক ঘুরে আসি। বললাম, হঠাৎ কি বিষয়? জানালেন- বিশ্বজিতের আমন্ত্রণ, বইমেলায় যেতে হবে। আমার বেড়ানোর শখ চললাম প্রবাসেও। এক স্কুলে বইমেলাটি বসেছে। মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে, জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে, আনন্দমুখর পরিবেশে উদ্বোধন হলো উৎসবটি। পাশের একটি ঘরে কয়েকটি টেবিলে অনেক বই সাজানো। সেই দিনটি চিরউজ্জ্বল হয়ে আছে স্মৃতিতে। আজকের বিশাল আয়োজন, পুরো যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ, ভারত ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত গুণী লেখক-কবি-প্রকাশক-শিল্পী শিশু-কিশোরদের চার দিনের নাচ-গান আলোচনা অনুষ্ঠানের এক মহোৎসবে পরিণত হয়েছে। ৩৫ বছরে কতজনের সঙ্গে পরিচয় হলো। তবে মুক্তধারার বইমেলার প্রথম পরিচয়- পূরবী বসু, জ্যোতি দা (জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত), মোহাম্মদ উল্লাহ ভাই- তাদের সঙ্গে বসে দিলারা হাশেম আর আমি। সবাই মিলে কিছু সময় মহাআনন্দে, রেস্তোরাঁয় বসে, চায়ের কাপে যে ঝড় তুলছিলাম- সে কি ভোলা যায়!

সবার জন্য শুভকামনা নিরন্তর।

লেখক : সাংবাদিক সাবেক প্রধান, বাংলা বিভাগ, ভয়েস অব আমেরিকা।

ইরানিদের কষ্ট যেভাবে ওয়াশিংটনের পুঁজি

৬ পৃষ্ঠার পর

আর তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া একটা কড়া নিষেধাজ্ঞার খসড়া। আমেরিকার ঘরোয়া রাজনীতিটাও বেশ মজার। যুদ্ধ আর অবরোধের জেরে তেলের দাম যখন ব্যারেলপ্রতি ১০৯ ডলারে গিয়ে ঠেকল, তখন আমেরিকার সাধারণ মানুষকে বোঝানো হলো- দেশের স্বার্থে এইটুকু ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে! অথচ মানবতাবাদের মোড়কে মোড়া এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ জাহাজগুলো স্রেফ সরকারকর্মীর ঘুঁটি। যারা ইরানের তেল কিনছে, তাদের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা চাপানোর যুক্তিটাও অদ্ভুত। বেঁচে থাকার সব পথ বন্ধ করো, আর তারপর সেই কান্নাকে নিজেদের 'লেভারেজ' বা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করো। এমনকি তাদের কূটনীতিও আসলে একধরনের চাপ সৃষ্টির কৌশল। সেখানে এই বোধটুকু নেই যে, আঞ্চলিক নিরাপত্তা কোনোদিন স্থানীয় মানুষকে বাদ দিয়ে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। ইরান নিয়ে একটা সুস্থ নীতি যদি তৈরি করতে হয়, তবে ইরানিদের কষ্টকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে। কূটনীতিকে আবার মূল মঞ্চে ফিরিয়ে আনতে হবে। বুঝতে হবে যে গায়ের জোরের একটা সীমা আছে। আর যুদ্ধ এড়ানোর দাওয়াই হিসেবে দেদার নিষেধাজ্ঞা চাপানো বন্ধ করতে হবে। সবশেষে এটা স্বীকার করতেই হবে যে- ভয়, নির্বাসিতদের আমাশা আর ক্ষমতার পালাবদলের দিবাস্বপ্ন ফেরি করে যারা পকেট ভরায়, তাদের হাত দিয়ে অন্তত গণতন্ত্র আসে না।

মিডল ইস্ট মনিটর থেকে অনূদিত। লেখক: মার্কিন সাংবাদিক ও কলামিস্ট দুই পারমাণবিক।

প্রতিবেশীর দ্বন্দ্ব: হুংকারের রাজনীতি নাকি বিবেকের ডাক?

৬ পৃষ্ঠার পর

আধুনিক ভূ-রাজনীতি একটা সরলরৈখিক নয়। বরং যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, সৌদি আরব ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো বৈশ্বিক শক্তিগুলোর কাছে দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা তাদের নিজস্ব স্বার্থের কারণেই অপরিহার্য। এই বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে একটি বহুপাক্ষিক শান্তি উদ্যোগ গড়ে তোলা সম্ভব।

ইউরোপের অভিজ্ঞতা এখানে একটি অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের পর ফ্রান্স ও জার্মানি যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী রক্তক্ষয়ী সংঘাতে লিপ্ত ছিল ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত সম্প্রদায়ের মাধ্যমে পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতার সূচনা করেছিল। সেই ছোট পদক্ষেপই পরবর্তীতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিশাল কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়েছে। একইভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার, ভিসা প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের মতো ছোট ছোট পদক্ষেপ দীর্ঘমেয়াদী আস্থা তৈরির ভিত্তি হতে পারে। অথচ বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য প্রায় শূন্যের কোঠায়, যা উভয় দেশের অর্থনীতির জন্যই ক্ষতিকর। বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী, স্বাভাবিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকলে ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য বার্ষিক ৩৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারত।

দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার দীর্ঘ বিভাজন এবং সীমিত কিন্তু অর্থবহ যোগাযোগের উদ্যোগও ভারত-পাকিস্তান প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক। কেসং শিল্প অঞ্চলের মতো যৌথ উদ্যোগ, এমনকি উত্তেজনার মধ্যেও, দুই দেশের মধ্যে একটি সেতুবন্ধনের কাজ করেছিল। ভারত-পাকিস্তানের ক্ষেত্রে কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর এ ধরনের যৌথ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার প্রস্তাব অতীতে আলোচনায় এসেছিল। সেই ভাবনাকে পুনরুজ্জীবিত করার সময় এসেছে।

সার্ক (SAARC) প্রশ্নটি এই আলোচনায় কেন্দ্রীয় গুরুত্ব বহন করে। ১৯৮৫ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত এই আঞ্চলিক সংস্থা আসিয়ানের মতো একটি কার্যকর সহযোগিতার মঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। আসিয়ান দেশগুলো যাদের মধ্যে ঐতিহাসিক বৈরিতা ও আঞ্চলিক বিরোধ ছিল আজ বিশ্বের অন্যতম সফল আঞ্চলিক জোট। ভিয়েতনাম ও যুক্তরাষ্ট্র একসময় ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, আজ তারা কৌশলগত অংশীদার। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মধ্যেকার কনফ্রন্টাসি যুদ্ধের পরেও দুই দেশ আসিয়ানের ছাতার নিচে সহযোগিতার পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু সার্ক আজ কার্যত মৃত এবং এর প্রধান কারণ ভারত-পাকিস্তান বৈরিতা। এই মৃতপ্রায় সংস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে না পারলে দক্ষিণ এশিয়া বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়বে।

বাংলাদেশের ভূমিকার কথা এ প্রসঙ্গে আলাদাভাবে বলা দরকার। ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের সঙ্গেই বাংলাদেশের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ একদিকে ভারতের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ভাগ করে, অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধন রয়েছে। এই অনন্য অবস্থান বাংলাদেশকে একটি বিশ্বাসযোগ্য মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ জানে যুদ্ধের মূল্য কত বেশি। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই ঢাকা সার্কের পুনরুজ্জীবনে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা নিতে পারে এবং ভারত-পাকিস্তান সংলাপ প্রক্রিয়ায় একটি নিরপেক্ষ মঞ্চ প্রদান করতে পারে।

নাগরিক সমাজের ভূমিকার প্রশ্নটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাজা আসিফ নিজেই স্বীকার করেছেন যে ভারতে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক কণ্ঠস্বর রয়েছে এবং সেনাবাহিনী ও নাগরিক সমাজের অবস্থান এক নয়। একইভাবে পাকিস্তানেও শান্তিকামী নাগরিক সমাজ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও ব্যবসায়ীরা সংলাপের পক্ষে। দুই দেশের শান্তিকামী নাগরিক সমাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, যৌথ সাংস্কৃতিক উদ্যোগ এবং ট্র্যাক-টু কূটনীতি : অর্থাৎ সরকারি চ্যানেলের বাইরে অনানুষ্ঠানিক সংলাপ অনেক সময় সরকারি আলোচনার পথ সুগম করে দেয়। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকটে 'জেনেভা ইনিশিয়েটিভ' এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের শান্তি প্রক্রিয়ায় নাগরিক সমাজের ভূমিকা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পারমাণবিক ঝুঁকি হ্রাসের প্রশ্নটি এই আলোচনার সবচেয়ে জরুরি অধ্যায়। ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই পারমাণবিক অস্ত্র অপ্রসার চুক্তি (এনপিটি) স্বাক্ষর করেনি। উভয় দেশের পারমাণবিক মতবাদ, কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং পারমাণবিক অস্ত্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে গভীর উদ্বেগ রয়েছে। পাকিস্তানের 'ফার্স্ট ইউজ' নীতি এবং ভারতের 'নো ফার্স্ট ইউজ' নীতির মধ্যে যে অসামঞ্জস্য রয়েছে, তা যেকোনো সংকটকে দ্রুত পারমাণবিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে। এই ঝুঁকি কমাতে হট লাইন যোগাযোগ পুনরুদ্ধার, পারমাণবিক স্থাপনায় পারস্পরিক আক্রমণ না করার চুক্তি নবায়ন এবং পারমাণবিক ঝুঁকি হ্রাস কেন্দ্র স্থাপনের মতো বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধিমূলক পদক্ষেপ অবিলম্বে নেওয়া দরকার।

সামরিক ব্যয়ের অর্থনৈতিক মূল্যের দিকটিও উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। পাকিস্তান তার জিডিপির প্রায় চার শতাংশ এবং ভারত প্রায় আড়াই শতাংশ সামরিক খাতে ব্যয় করে। এই বিশাল সম্পদ যদি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় হতো, তাহলে উভয় দেশের কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের জীবনমান আমূল পরিবর্তিত হতে পারত। পাকিস্তানে আজও শিশু অপুষ্টির হার বিশ্বের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। ভারতেও দারিদ্র্য ও বৈষম্যের চিত্র উদ্বেগজনক। এই বাস্তবতায় সামরিক হুংকারের রাজনীতি কেবল নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ নয়, এটি অর্থনৈতিকভাবেও আত্মঘাতী।

জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট এই পুরো আলোচনায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর একটি। বন্যা, খরা, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং তাপপ্রবাহ এই সংকটগুলো কোনো রাজনৈতিক সীমান্ত মানে না। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল, পাকিস্তানের সিন্ধু অববাহিকা এবং ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমি সবই এই হুমকির মুখে। এই অভিন্ন সংকট মোকাবেলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা কেবল কাম্য নয়, এটি অপরিহার্য। অথচ দুই দেশ যখন পরমাণু অস্ত্রের হুমকিতে মেতে থাকে, তখন জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমনে যৌথ বিনিয়োগের সুযোগ হাতছাড়া হয়।

পরিশেষে বলতে হয়, ইতিহাসের বিচারে নেতারা দুভাবে স্মরণীয় হন, হয় তারা যুদ্ধ জিতে ক্ষণিকের বীর হন, নয়তো শান্তি প্রতিষ্ঠা করে চিরকালের মহান হন। নেলসন ম্যান্ডেলা বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে যতটা না স্মরণীয়, তার চেয়ে বেশি স্মরণীয় ক্ষমা ও পুনর্মিলনের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকাকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। আনোয়ার সাদাত ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি করে নিজের জীবন দিয়েছিলেন, কিন্তু ইতিহাসে তিনি সাহসী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে চিরস্থায়ী আসন পেয়েছেন। ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃত্বের সামনেও সেই বিকল্প খোলা আছে। 'ইতিহাসে বিলীন' করার ভাষা নয়, 'ইতিহাস রচনার' সাহসই আজ দুই দেশের জনগণের প্রত্যাশা। দুই শত কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই সিদ্ধান্তের ওপর এবং সেই দায়িত্বের ভার কোনো সামরিক বিজয়ের দাবি বা কূটনৈতিক হুংকারে লঘু করার সুযোগ নেই।

লেখক: সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বেসরকারি ব্যাংকিং আর্থিক অপরাধ বিশেষজ্ঞ কলামিস্ট ও কবি।

BECOME A REALTOR
রিয়েল এস্টেট পেশায় আসুন
Make SIX-FIGURE ($$$$$$) or more income/ year !
মাত্র ১ মাসেই লাইসেন্স করা সম্ভব
বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ($$$$$$) আয় করুন
YES, Sky is the Limit! NO MORE ODD JOB!
No Bossing! Work Independently
Work Part-time/ Full-time, We Help You:
Pass Real Estate Exam
[Salesperson in New York State]
মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়
Unlimited Package Deal- Flat Fee - Until You Pass
পাশ-চুক্তি পড়ানো- পাশের নিশ্চয়তা ১০০%
Real Estate Productivity Coaching

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Consultant, Coach & Licensed Realtor
148-45 Hillside Avenue, Suite 201B
Jamaica, NY 11435
Phone: 347 451 7307
Email: realtorhoque64@gmail.com

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

•Residential •Commercial •Investment
•Foreclosures •Auctions •Co-Op & Condo
•Short Sale •Hud •Rentals
•Bank Owned/ REO Properties
List Your Property Faster with TOP $$$
Free Market Analysis
Consultation

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Licensed Realtor
realtorhoque64@gmail.com
azizul.hoque@kw.com
www.azizul-hoque.kw.com
347-451-7307
347-846-1200
347-846-1201
75-35 31st Avenue Suite. 202
Jackson Heights, NY-11370
realtorhoque64 AzizulH48770125
azizul-hoque-880064245

UCS Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, স্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)
www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

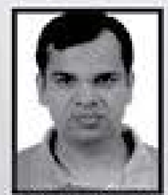
RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH
State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)
Citizenship Without Exam N-648 Waiver
Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন
* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

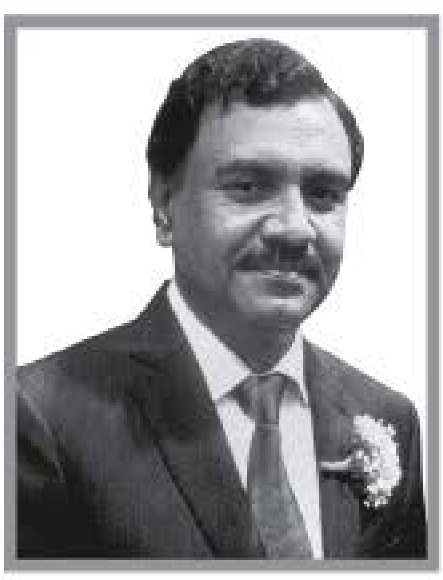

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার
NAEEMA BHUIYA, D.D.S
নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস
Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-0601, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-414-4760

USR BROKERAGE USR BROKERAGE CORP.
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES
FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF
President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37- 21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

Investors wanted

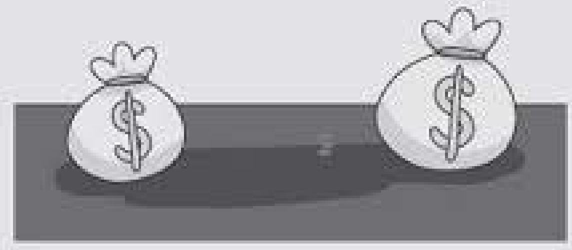

Entertainment Ventures
40% Returns on your
Money in 9 Months

BAVLS
Media Group

Please call for more information
(929) 900-9196

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রস্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাজমা *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

দরবারের নিয়ত

সারা বিশ্বের মহাসাধক পীরজাদা ইব্রাহিম খলিল আল-মাদানী পীর সাহেব বিশ্ব তাবলীগ জামাতের আমির দেশ ও প্রবাসী বাবাদেরকে মনের বাসনা সম্পূর্ণ পূর্ণ হোক সেই আশানুরূপ নিয়ে আপেকানদের প্রতি সব সময় মুগ্ধ থাকেন।

মনের মানুষকে কাছে পাওয়া * বিশ্বের যেকোন লটারীতে জয়লাভ
* প্রেমের বিয়ের বাঁধা দূর করা * স্ত্রীকে পরকীয়া থেকে মুক্তি
* স্বামীকে পর-নারীর আসক্তি থেকে ফিরিয়ে আনা
* মালিক ও কফিলকে বাধ্য করা এবং গ্রীনকার্ড ও ওয়ার্ক পারমিট সহজে পাওয়া * প্রবাসী ছেলেকে জীবনসঙ্গী করে পাওয়া
* স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল সাধন * যে কোন লোককে বশ করা
* ব্যবসায়ে উন্নতি ও শনির রাহু থেকে মুক্তি ইত্যাদি।

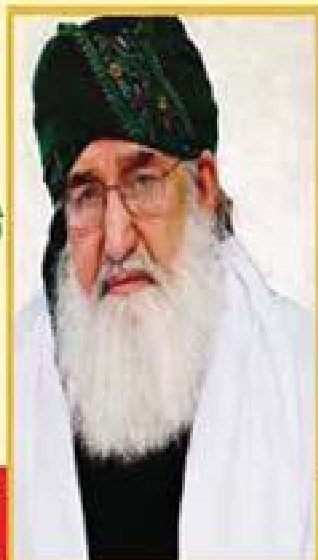

পীর সাহেব মেয়েদের সমস্যাগুলো গোপন রেখে সঠিক তদবীরের মাধ্যমে সমাধান দিয়ে আপনিও সমাধান নিন। কাজের আগে কোন হাদিয়া নেওয়া হয় না।

হুজুরের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা

দরবারের নিয়ত

বায়েজিদ বাওয়ানী গেট, চট্টগ্রাম।

imo 01757 838806

OPEN 24 HOURS

PANSHI NEVER SLEEP

আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি

ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।

$6.99 Midnight & Driver Special

PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

আমাদের সার্ভিস

নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত

স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি

বিয়ে, জন্মদিন, বিসিনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায় — সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমাণ যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যবান।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি সপ্তাহের অর্ধেক আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রতারণার বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ টিতে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

- ৫টি রোড লেসন,
- রোড টেস্টের দিন গাড়ী
- পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
- অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
- নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

- অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
- আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State
PUPIL DRIVING SCHOOL
37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

---

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন

স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল

ঃ সেবা সমূহ ঃ

* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service

মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।

যোগাযোগ

Swadesh Driving School
37-13 74th ST. FL-2
Jackson Heights NY-11372
Phone: 718 255 1231
Cell: 929 670 2871
E-mail: swadeshdrv@gmail.com

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile | h2o | T-Mobile | Univision mobile | Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ওজন পার্ক: তিন বেডরুম, বাথরুম, কিচেনরুম, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের তৃতীয় তলায় অবস্থিত এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এ্যাভিনিউ ৮৪ স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Rent: $2500, 718-552-7242

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলিন: তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, কিচেন, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এভিনিউ এবং পাওয়েল স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Contact: 718-552-7242

Urgent sell

1. One king size bed with mattress
2. One queen size bed with mattress
3. One twin size bed with mattress and storage drawers
4. Wooden dining table with 6 chairs+cushions
5. Wooden coffee table
6. Wooden TV stand with drawers
7. One 3 seater Sofa couch cum bed
8. 2 display tables/racks
9. Two chairs
10. Humidifier - 3
11. Study desk (White) for kids - Ikea
12. Shelf
13. Floor lamps

Electronics:
1. Coffee maker
2. Air fryer oven (has several functions including rotisserie chicken)
3. Braun hand held blender
4. Three set blender
5. Bullet blender
6. Mini waffle maker
7. Hamilton Beach confectionary mixer
8. 17" Monitor for computer with key board (cord less) not used

PICK UP LOCATION:
Roosevelt island New York City

CONTACT:

CELL: +1 (347) 294-9697

DRIVER WANTED

Yellow taxi
ford transit
for rent.

Contact : 917-691-7721

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

Authorized IRS e-file Provider

- **TAX SERVICES**
- **INSURANCE**
  - Life Insurance — MassMutual
  - Health • Auto • TLC
  - Home • Business
- **Immigration Services**
- **DDC.** (6 Hrs. Defensive Class)
- **Private Service Bureau** (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: **347-536-5107**
Office: **917.396.4509**
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস
Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal

৭ দিনই খোলা

Hajj & Umrah Specialist

Emirates | Biman Bangladesh Airlines | EgyptAir | Qatar | Etihad | Kuwait Airways | Saudi Arabia

IATA Accredited Agent

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express | small world | ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620
khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা-এপার্টমেন্ট-কন্ডো-বেসমেন্ট ভাড়া

House for Rent

Three bed rooms + extra small room, 1 bathroom at 90-08 180th street, Jamaica, NY 11432, rent $3500.

Three bed rooms, 2 bath rooms at 146-09 Tuskegee Airmen way, Jamaica, NY 11435, Rent $3200.

One bedroom at 2226 Newbold Ave Bronx, NY 10462, Rent $2000. Two bedrooms basement, rent $1900. One bedroom basement in Queens Village rent $1450

আমরা CityPHEPS, Section-8 সহ সরকারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। বাড়ি ভাড়া দিতে বা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ।

347-465-3220

কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর
আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি
(০১/১০/০০/০৭/পি)

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে ২ বেড, ১ বাথ, কিচেন, পৃথক লিভিংসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ১ম ফ্লোর। ঠিকানা 91-26 218 প্লেস, কুইন্স ভিলেজ, এনওয়াই 11428।
ফোন : 718-313-6244 (১০এম-১পিএম)
(০৫/২২/০০/০২)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ক্লিনটন স্ট্রিট, এলমন্ট নিউইয়র্ক-১১০০৩, এ দুই বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। বাস থেকে তিন মিনিটের হাটা পথ, বাসস্টপ থেকে এন-৬ বাস ধরে জ্যামাইকা সাবওয়ে।
ফোন : 929-288-3835
(০৫/২২/০২/০৩)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

সুন্দর লোকেশন, বাসে মাত্র ১০মিনিটে সাবওয়ে E & F ট্রেন (Guy R Blvd & Sayres Ave) নতুন দুই বেডরুম ডাইনিং সহ আগামী মাস থেকে ছোট ফ্যামিলির নিকট সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে! (অবশ্যই ধূমপায়ী হতে হবে)।
যোগাযোগঃ 347-720-0884
(০৫/২২/০২/০৪)

বাসা ভাড়া

জ্যামাকইকাতে ১০৯-২৯ ১৫৫ স্ট্রিট সাটফিন বুলেভার্ড সাবওয়ে (ই, জেড, এয়ারট্রেন) সন্নিকটে। ৩ বেডরুম, বড় লিভিংরুম, কিচেন ও ১ বাথরুম (প্রথম তলা) ও দ্বিতিয় তলা বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 718-300-8400
(০৫/২২/০২/০৫)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৭৫-১১ ৮৯ এভিনিউতে প্রাইভেট বাসায় ১ম তলায় ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট আগামী জুন ভাড়া হবে। মসজিদ ও এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ৫ মিনিট হাঁটা দূরত্বে।
ফোন : 646-821-5180
(০৫/২২/০২/০৭)

বাসা ভাড়া

জামাইকা ১০৯ এ্যাইভ ১৫৩ স্ট্রিটে ২ রুম, ১ কিচেন কাম লিভিং/ডাইনিং ১ ফুল বাথরুমসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। বাসস্টপ, মসজিদ বাংলাদেশী গ্রোসারী, এলিমেন্টারী স্কুল ৫/৩ মিনিট হাটা দূরত্বে। ই, জি, জে, লং আইল্যান্ড রেল রোড, বাস নিকটেই।
ফোন : 917-832-3931
(০৫/২২/০২/০৮)

বাসা ভাড়া

ব্রংক্সের ৬ ট্রেইন এর জেরোমা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টারের পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিং-রুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে।
যোগাযোগ- 347-748-8745
সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা
(০৫/২২/০২/১০)

বেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্টের ৮৭ স্ট্রিট ও ২৪ এভিনিউতে প্রাইভেট বাসায় ২ বেডরুম, লিভিং, কিচেন উইথ ডাইনিং ও ফুল বাথরুমসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। বাসা থেকে হেঁটে দুই মিনিটের মধ্যে কিউ-৩৩, ৪৭, ৬০, ৭০ ও কিউ ১৯ বাস। নিউলি রিনোভেটেড। নিরিবিলি পরিবেশ। বাসার সামনে বাচ্চাদের খেলার জায়গা আছে। মসজিদ ও স্কুল বাসার কাছেই।
ফোন : 718-844-2857
(০৫/২২/০২/১১)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

১০৪-৪০ ১৯৪ স্ট্রিট সেন্ট আলবান্স, জ্যামাইকায় দুই বেডরুমের ব্র্যান্ড নিউ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। সেপারেট কিচেন, লিভিং রুম ও বাথরুম। ইউটিলিটিসহ ভাড়া ২০৫০ ডলার।
ফোন : 929-404-8573, 929-373-8405
(০৫/২২/০২/১৫)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

হিলসাইড এফ ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল সেন্টজনস ইউনিভার্সিটির কাছে দুই বেডরুম, কিচেন, বাথসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে।
ফোন : 347-259-2954, 347-255-4846
(০৫/২২/০১/১৭)

House for Rent

Basement For Rent in a Private House, 2 Bedrooms, Bathroom & Kitchen at Hollis. Another Appartment also available at 1st Floor, 3 Bedrooms, Bathroom & Kitchen, Leaving in Jamaica NY 11433.
Phone : 516-477-0231
(05/22/02/09)

House for Rent/ বাসা ভাড়া

3 Bedroom,1 large living room, first floor, newly renovated. Close to mosque, school, grocery store & public transport. Address 87-11, 257th street, Floral Park, NY-11001 ready to move, rent $3000.00
Contact : 516-618-8863, 516-618-8864
(05/15/02/04)

House for Rent

Renovated two-bedroom apartment, living room, eat-in kitchen, one bathroom for rent, located at 145-54 Lakewood Avenue, Jamaica, New York 11435. Next to Q41 bus stop, walking distance to Q6, Q8, Q40, Q60 bus stop, fifteen minute walking distance to AirTrain and subway, Sutphin Boulevard.
Call : Mohiuddin 347-238-7407
(05/15/02/08)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মিরিক বুলেভার্ড ও লিবার্টি এভিনিউ কর্নারে প্রাইভেট বাসায় এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া। ইয়র্ক কলেজের পিছনে। বাসার সামনে বাস স্টপ।
ফোন : 347-283-9556, 310-295-8392
(০৪/২৪/০০/১৩)ই

বাসা ভাড়া

হিলসাইড এফ ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল সেন্টজনস ইউনিভার্সিটির কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেডরুম, লিভিং কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে।
ফোন : 347-259-2954, 347-255-4846
(০৫/২২/০১/১৮)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২১৫ স্ট্রিট এবং ৮৮ এভিনিউর কাছে হিলসাইড এভিনিউ থেকে এক ব্লক দূরে এমটিএ বাস স্টপের কাছাকাছি সম্পূর্ণ রিনোভেটেড ২ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। শুধুমাত্র ফ্যামিলির জন্য কল করতে পারেন।
ফোন : 646-644-4948 (বিকাল ৬টার পর)
(০৫/২২/০১/১৯)

বেসমেন্ট ভাড়া

পহেলা জুন থেকে জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্কের 110th St, Union Hall St এর কাছে ২ বেডরুমের একটি বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া : ৳১৬০০-৳১৭০০ (লোকসংখ্যা ও ইউটিলিটির উপর নির্ভরশীল)।
ফোন : 929-366-8207, 631-933-8090
(০৫/২২/০২/২২)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড ১৬৯ স্ট্রিট এফ ট্রেন সাবওয়ে সংলগ্ন ৩ বেডরুম, ফুল ২ বাথরুম, ব্যালকনি, গাড়ি পার্কিংসহ ১ জুন থেকে বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 917-698-1096
(০৫/১৫/০২/০২)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৪৬ স্ট্রিট হিলসাইড এভিনিউতে এফ ট্রেনের স্টেশনের কাছে তিন ফ্যামিলি হাউজের তৃতীয় তলায় দুই বেডরুম, বাথরুম, ড্রয়িং, ডাইনিং কিচেনের বাসা আগামী জুন থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। এছাড়া বেসমেন্টে দুই রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 917-626-8389
(০৫/১৫/০১/০৫)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

আগামী ১ জুন থেকে জ্যামাইকায় ইয়র্ক কলেজের পাশে ১৬০ স্ট্রিট ও ১০৭ এভিনিউতে প্রাইভেট বাসায় সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। সহজ যোগাযোগ। 'ই' ট্রেন ও কিউ-১১৫, কিউ-১১২, কিউ-১১৩, কিউ-১১৪ বাসস্টপ পাশেই।
ফোন : 718-578-5650
(০৫/০৮/০৩/০৪)

বেসমেন্ট ভাড়া

৫০ এভিনিউ ৪৩ স্ট্রিট সানিসাইড এভিনিউতে দুই রুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। এছাড়া জ্যামাইকায় ১৪৬ স্ট্রিট হিলসাইড এভিনিউতে বেসমেন্টে দুই রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 917-626-8389
(০৫/১৫/০১/০৬)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

হলিসে হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ১৯৬ স্ট্রিটে সম্পূর্ণ রেনোভেটেড সেমিবেসমেন্টে ১ বেডরুম (কিচেন ও বাথরুমসহ) স্বামী-স্ত্রীর কাছে ১ জুন থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বাস স্টপ ও ট্রেন স্টেশন সংলগ্ন।
ফোন : 646-258-8543, 646-258-8449
(০৫/১৫/০২/০৭)

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়া ব্লু -বার্ডের সাবওয়ের কাছাকাছি অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশে দুই বেডরুমের একটি বাসা স্বামী-স্ত্রীর অথবা ছোট একটি পরিবারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন এবং বাথরুম পাশের অন্য একটি রুমে পরিবারের একজন সদস্যের সাথে শেয়ার করতে হবে।
যোগাযোগ : 914-303-8160
(০৫/১৫/০২/০৯)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকায় নতুন রেনোভেশন করা সেমিবেসমেন্টে দুই বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুমসহ এবং প্রথম তলায় সেপারেট এক রুম, বাথরুম এবং কিচেনসহ জুন মাস থেকে ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। স্বামী-স্ত্রী বা ব্যাচেলর ভাড়া অগ্রাধিকার। স্ট্রিট পার্কিং এভেইলেবল।
ঠিকানাঃ ১১৪তম রোড, সাটফিন বুলেভার্ড, জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্ক ১১৪৩৪
ফোন : 929-919-4881
(০৫/১৫/০২/১০)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

হিলসাইড এফ ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল সেন্টজনস ইউনিভার্সিটির কাছে দুই বেডরুম, কিচেন, বাথসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে।
ফোন : 347-259-2954, 347-255-4846
(০৫/১৫/০১/১২)

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রায়ারউড, জামাইকা এলাকায় এফ ট্রেনের কাছে, ৩ বেডরুম / ১ বাথরুমের ২য় তলায় একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : 917-618-0740
(০৫/০৮/০২/২০)

জ্যামাইকায় সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকায় ব্র্যান্ড নিউ সেমিবেসমেন্টে দুই বেডরুম, কিচেন, বাথরুমসহ ভাড়া হবে।
ঠিকানা, ৮২-৬০ ১৬৬ স্ট্রিট, কুইন্স হাসপাতালের কাছে।
স্বামী-স্ত্রী বা ব্যাচেলর অগ্রাধিকার।
বাস, এফ ট্রেন, হাসপাতাল মসজিদ, দেশি, গ্রোসারী ওয়াকিং ডিসটেন্সে। স্ট্রিট পার্কিং এভেইলেবল।
917-400-2086, ম্যাসেজ রাখুন।

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগঃ
914-343-2629 (Nuri)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস-এর এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ বড় একটি রুম ভাড়া হবে, বড় কিচেন এবং ড্রয়ইং রুম শেয়ার, শুধু মাত্র কর্মজীবি দুইটি মেয়ে কাছে ভাড়া হবে

বিস্তারিত জানতে কল করুন **+1 (347) 832-6930**

পাত্রী চাই

আমেরিকার নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক পাত্রের জন্য একজন শিক্ষিত ২১ থেকে ২৩ বছরের পাত্রী চাই

যোগাযোগ - **516-770-0607**

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭৬ স্ট্রিট ও ৩৪ এভিনিউতে দুই বেডরুমের বাসায় একটি রুমএকজন মহিলার নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : 646-363-1980
(০৫/২২/০২/২১)

রুম ভাড়া
উডসাইডে ৮৫ স্ট্রিট ৭ ট্রেনের সাবওয়ের নিকটে বেসমেন্টে একটি রুম ১ জনের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। অধূমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ ব্যাচেলর অথবা স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার।
ফোন : 646-517-5295
(০৫/১৫/০২/০১)

Room Rent
One big Room is for Rent on 2nd floor at 86-21 Eliot Ave, Rigo Park. Only student or Female worker. Close to Queens Center Mall and all public transport.
Phone : 646-479-9215
(05/15/02/11)

রুম ভাড়া
এলমহার্স্ট হাসপাতালের ইমার্জেন্সির সামনে লেটন স্ট্রিটের উপর দুই বেডরুমের এপার্টমেন্টের এক রুম জুনের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। (শুধুমাত্র একজন হিন্দু কর্মজীবি পুরুষ বা মহিলা)।
ফোন : 929-719-0175 (4pm-9pm)
(০৫/০৮/০৩/০৯)

রুম ভাড়া
হিলসাইডে ২০১ স্ট্রিটে ১ম তলায় একটি রুম কর্মজীবি মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার। ।
যোগাযোগ : 929-793-8046
(০৫/১৫/০০/১৬)এসি

রুম ভাড়া
জ্যামাইকা হিলসাইডে (আল-আকসা রেস্টুরেন্টের পিছনে) একটি আলাদা রুম ১জন চাকরিজীবী পুরুষের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ৮৭০০।
যোগাযোগ : 716-235-6681
(০৫/১৫/০০/১৮)এইচএম

রুম ভাড়া
বেলরোজ ২৪০ স্ট্রিটে বেসমেন্টে ১টি রুম ভাড়া দেওয়া হবে (মহিলা/ছাত্রী)।
ফোন : 929-793-8046, 917-412-5998

জ্যাকসন হাইটসে অফিস ভাড়া

জরুরি ভিত্তিতে 72-10 Jackson Height-এর প্রাণ কেন্দ্রে 37 এভিনিউর উপর (Apna Bazar এর পাশে) সম্পূর্ণ নতুন অবস্থায় বিভিন্ন সাইজের অফিস রুম ভাড়া দেওয়া হবে।
929-395-5081
917-562-3677

Proffesional Office Rent (Sublet)

Professional office rent (Sublet)
Jackson Heights (Main Point)
73rd Street, Broadway
——: Call and text :——
718-500-3757

রুমমেট আবশ্যক

রুমমেট : এলমহার্স্ট হসপিটালের পেছনে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একজন পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। ৭৯ স্ট্রিট।
ফোন : **718-813-1269**
(০৫/২২/০১/০১)

রুমমেট :জ্যামাইকায় পারসন বুলেভার্ড এফ ট্রেন সাবওয়ে স্টেশনের ৫ মিনিট হাঁটা দূরত্বে সেমিবেসমেন্টের আলাদা রুমে একজন মহিলা রুমমেট আবশ্যক। বাথরুম কিচেন শেয়ার করতে হবে।
ফোন : **347-503-5692**
(০৫/২২/০২/০৬)

রুমমেট : জ্যাকসন হাইটসের ৯০ স্ট্রিট এবং ৩৪ এভিনিউতে এপার্টমেন্টে ৪র্থ তলায় একরুমে একজন রুমমেট আবশ্যক, ভাড়া বিলসহ ৪০০ ডলার। এছাড়া একটি স্বতন্ত্র রুম বিলসহ ৭৫০ ডলারে ভাড়া দেওয়া হবে। এখনই উঠা যাবে। এলিভেটর আছে।
ফোন : **929-346-9156**
(০৫/১৫/০২/১৪)

রুমমেট : এলমহার্স্ট সাবওয়ের পাশে ৮৩-৪৫ ব্রডওয়ের এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একজন পুরুষ রুমমেট চাই।
ফোন : **929-608-9751** (রাত ৯টা থেকে সকাল ১২ টা)
(০৫/১৫/০২/০৩)

রুমমেট : জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরিবিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক।
ফোন : **646-515-2094**
(০৫/২২/০২/১৪)

জ্যাকসন হাইটসে অফিস/স্টোর ভাড়া

শেয়ারিং অফিস অথবা স্টোর স্পেস ভাড়া। ১ জুন হইতে জ্যাকসন হাইটসের ৩৭-২৯ ৭২ স্ট্রিট বেসমেন্ট Dera রেস্টুরেন্ট সাথে লাগোয়া অফিস অথবা স্টোরেজ স্পেস ভাড়া দেওয়া হবে । ভাড়া আনুমানিক ৮১২০০ কম-বেশি।
Call or text : 646-528-7692, 646-578-9511

পাইকারী ব্যবসা বিক্রি

একটি অত্যন্ত লাভজনক ও চলমান পাইকারি ব্যাবসা (আমদানিকারক/পরিবেশক) বিক্রয় করা হবে। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দেশিয় পণ্যের মজুদ (inventory), একটি সচল ফ্রিজার, দুটি ডেলিভারি গাড়ি, একটি ফর্মলিফট ইত্যাদি।
শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতাগণই যত দ্রুত সম্ভব যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-497-8397

ড্রাইভার আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে বসবাসকারী ২০২৩ জর্ডেঠ ইয়োলো ক্যাবের জন্য একজন দিন অথবা Full Shift driver অবশ্যক।
যোগাযোগ : 347-233-6227

ড্রাইভার আবশ্যক

Ford Transit 2022 ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য একজন ফুল টাইম ড্রাইভার আবশ্যক।
ফোন : 347-740-0478

ড্রাইভার আবশ্যক

ইয়েলো ট্যাক্সি ড্রাইভার আবশ্যক (RAV 4, 2025) রাত ১২টা থেকে দুপুর ১২টা ,অথবা ২/৩ শিফট ডাবল।
যোগাযোগ : 347-544-5309

House Sale

বাড়ি/ কন্ডো বিক্রি
One Family at 109-46 125 street, South Ozone park, 449,000.
Two Family in Bronx at 3247 Hone Ave, Bronx, NY 10469, Asking 630,000.
Two bedrooms, Two Bathrooms Condo in Jamaica at 175-28 89 Ave, Asking 369,900.
Four family at 1715 Saint Peters Ave. Bronx, NY 10461, asking $1,500,000.
আমাদের কাছে ব্রঙ্কস, কুইন্স, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে ১০০+ ব্যাংকের বাড়ি আছে। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন।
আপনার বাড়ি বিক্রি করতে বা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সহায়তা নিন।
347-465-3220
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর, আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি।

Buy-Sell-Rent-Invest

Are you thinking of selling your house for the highest price? Do you know that this is the right time to sell with maximum profit?
I can explain to you about all the tricks about selling house with top dollars. I also wrote a book about it, just call me and I will send you a free copy of my book.
My name is Jannat Rahman, Realtor with more than 10 years of experience working with Exit Realty Prime. My number is....
917-582-2582.
Please call today.

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়
(নতুন ও পুরাতন)

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এল ই ডি, চ্যানেল লেটার মেনু বোর্ড, ব্যানার, স্টোর ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এলোমোনিয়াম ফ্রেমিং এর কাজ করা হয়।

NOVA INTERIOR DECORATION & SIGN
NOVA CONSTRUCTION & RAKA SIGN INC.
7034 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com
Tel: 646-920-7788

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

মহিলা শিক্ষিকা/ Female Teacher

1st Grage থেকে 9th Grade পর্যন্ত পড়াতে চাই। Woodside, Jackson Heigts, Sunnyside এলাকা।

212-203-2581, 347-652-9500

ফুড ভেন্ডর লাইসেন্স চাই

জরুরি ভিত্তিতে
Food Vendor License
Rent নিতে চাই।
জ্যামাইকা নিউইয়র্কের জন্য।
যোগাযোগ **646-662-9353**

শেফ/লোক আবশ্যক

ম্যানহাটনে অবস্থিত একটি বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে শেফ ও কাউন্টারে কাজ করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে ২ জন লোক আবশ্যক।

646-217-9551, 347-639-4952

কেয়ার গিভার আবশ্যক

একজন বয়স্ক পুরুষ রোগীর জন্য হোম কেয়ারের অধীনে বাসায় কাজের জন্য অভিজ্ঞ, সৎ, ভদ্র মহিলা আবশ্যক। জ্যামাইকাতে বসবাসকারীরা অগ্রগণ্য।

929-703-6177

বান্ধবী চাই

চাকুরিরত ভদ্র, মার্জিত পঞ্চাশ বাক্তির জন্য বিধবা, স্বামী নাই, বান্ধবী চাই। মাঝেমধ্যে দেখা করা, কথা বলা, খেতে যাওয়া, ইত্যাদি। সব ধরণের সহযোগিতা করা হবে। গোপনীয়তা বজায় থাকবে।

ফোন : **917-283-8613**
ইমেইল nadir8131@yahoo.com

পাত্র/পাত্রী চাই

: পাত্র চাই :

আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। এখানে যারা একা থাকেন তাদের জন্য। পাত্রীর বয়স ২৫ বছর।

ফোন : **929-401-7536**
(০৪/২৪/২৫/০১)

: পাত্রী চাই :

আমেরিকায় জন্ম ও প্রতিষ্ঠিত একজন অবিবাহিত মুসলিম পাত্রের জন্য একজন উপযুক্ত অবিবাহিত মুসলিম পাত্রী চাই। পাত্রের বয়স ২৯ বছর। পাত্রীর বয়স ২২-২৫ বছর হতে হবে। শিক্ষিত, নম্র, ভদ্র, ও পারিবারিক মূল্যবোধসম্পন্ন পাত্রী অগ্রাধিকার। অনুগ্রহ করে পাত্রীর অভিবাকরা পাত্রের অভিবাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন : **646-937-0502**
(০৪/১০/০২/০৮)

লোক আবশ্যক

হালাল ফুড জায়রো গাড়ীতে ফুডভ্যানডার লাইসেন্স ধারী এক জন কাজের লোক লাগবে।
–যোগাযোগ–
929-867-6250
347-679-4465

পাত্র চাই

আমেরিকায় বসবাসরত উচ্চশিক্ষিত, ফার্মেসীতে অনার্স, নামাজী, ফর্সা সুন্দর, সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্র উচ্চ শিক্ষিত হতে হবে। পাত্রীর আগে ইস্যু আছে। পাত্রের বয়স ৩০+ বছর হতে হবে। পাত্র নিজে সিভিসহ যোগাযোগ করুন।

allow1686@gmail.com

ফোন : **718-912-8057**

FS CLOUD TECH

প্রফেশনাল কম্পিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

সুলভ মূল্যে কম্পিউটার ট্রেনিং!
আইটি ক্যারিয়ার গড়তে আজই ভর্তি হোন

কোর্সসমূহঃ

1. **IT Support & Computer Networking**
   - Windows Server, Linux, Active Directory
   - DHCP, DNS, VPN Configuration
   - AWS & Azure Cloud (EC2, VPC, IAM, S3, CloudWatch)
   - Switch & Router Configuration
2. **Database Administration & Data Analyst**
   - SQL Server, Oracle
   - Python for Data Analysis
   - Advanced Excel
   - Power BI (Data Visualization)

কোর্স ফি মাত্র **$500**

বিশেষ সুবিধাসমূহঃ

- বাস্তবভিত্তিক প্রজেক্টে কাজের সুযোগ
- CV/Resume ও Interview Preparation সহায়তা
- সপ্তাহে ২ দিন অনলাইন ক্লাস + ১ দিন রিভিউ ক্লাস
- অনলাইন সার্টিফিকেট ও জব প্রেসমেন্ট সহায়তা
- অভিজ্ঞ ও মাইক্রোসফট সার্টিফাইড ট্রেইনার দ্বারা প্রশিক্ষণ
- কোর্স ফি মাত্র $500

নতুন ব্যাচ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই!
সীমিত আসন – এখনই ভর্তি নিশ্চিত করুন

যোগাযোগঃ
646-360-2546
914-877-0539
ইমেইল: fscloudtechnology@gmail.com

আপনার আইটি ক্যারিয়ারের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী – FS Cloud Tech

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি

PLUS PHYSICAL THERAPY PC

74-09 37th Ave, #201 Jackson Heights, NY 11372

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : ৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮

3 Bedroom Apartment for Rent

Jamaica, Queens (147 St & Hillside Ave)
Individual room: $1,000 + bills
Shared room (2 persons): $600 each+bills

Please call or text

929-427-4760, 718-790-1385

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

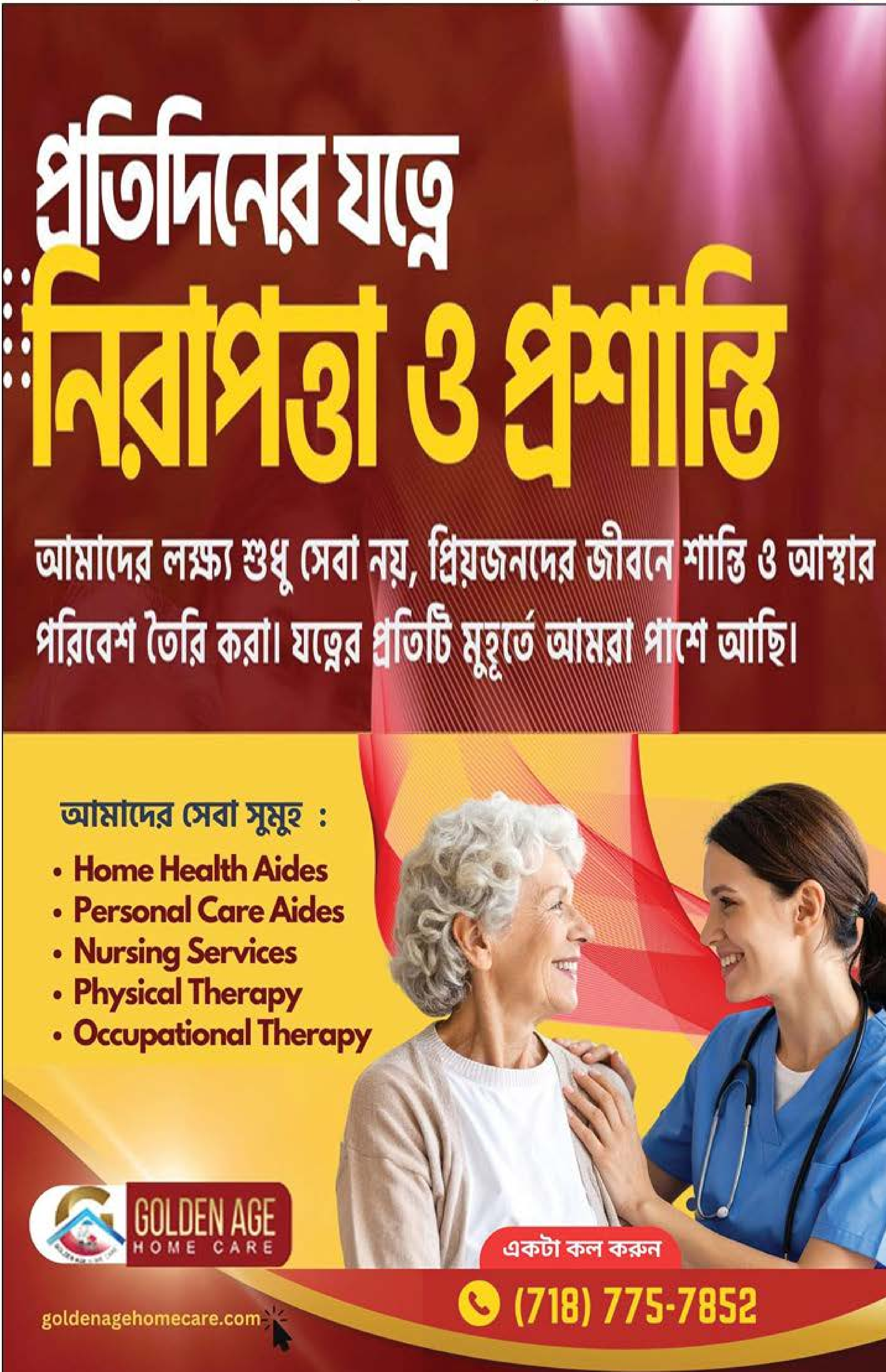
প্রতিদিনের যত্নে
নিরাপত্তা ও প্রশান্তি
আমাদের লক্ষ্য শুধু সেবা নয়, প্রিয়জনদের জীবনে শান্তি ও আস্থার
পরিবেশ তৈরি করা। যত্নের প্রতিটি মুহূর্তে আমরা পাশে আছি।
আমাদের সেবা সুমুহ :
• Home Health Aides
• Personal Care Aides
• Nursing Services
• Physical Therapy
• Occupational Therapy
GOLDEN AGE
HOME CARE
একটা কল করুন
(718) 775-7852
goldenagehomecare.com

বদরুল হুদা সোহেল-এর কলাম পোশাক বদলেই কি সব সমস্যার সমাধান?
০৭ পৃষ্ঠায়

আবুল কাসেম ফজলুল হক-এর কলাম গণতন্ত্রীরা ব্যর্থ হলে উগ্র শক্তির প্রভাব আরও বাড়বে
০৫ পৃষ্ঠায়

সহিদুল আলম স্বপন-এর কলাম প্রতিবেশীর দ্বন্দ্ব: হুংকারের রাজনীতি নাকি বিবেকের ডাক?
০৬ পৃষ্ঠায়

ইমিগ্রেশন কোর্টে অভিবাসী গ্রেফতারের বিপক্ষে বিচারক

আজকাল রিপোর্ট

নিউ ইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব নিউ ইয়র্কের ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক পি. কেভিন কাস্টেল রায়ে ম্যানহাটনের ইমিগ্রেশন কোর্টগুলোতে আইস এজেন্টদের অভিবাসী গ্রেফতার কার্যক্রম অনেকাংশে বন্ধ করে দিয়েছেন। ম্যানহাটন ফেডারেল কোর্টের বিচারক পি. কেভিন কাস্টেল বলেন, আগের সিদ্ধান্তে স্পষ্ট ভুল ছিল এবং তা সংশোধন করা প্রয়োজন। বিচারকের এই সিদ্ধান্ত ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন দমন নীতির বিরুদ্ধে একটি বড় আইনি ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। সারা দেশে এই রায় কার্যকর হবে না।

গত বছর থেকে ম্যানহাটনের ২৬ ফেডারেল প্লাজা ইমিগ্রেশন কোর্টে নিয়মিত শুনানিতে অংশ নিতে আসা অভিবাসীদের হঠাৎ আটক করার ঘটনা ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবার সদস্যদের সামনে থেকেই অভিবাসীদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। এসব ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে মানবাধিকার সংগঠন, আইনজীবী এবং রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ডেমোক্র্যাট নেতা এবং নিউ ইয়র্ক সিটির সাবেক কম্পট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডার, যিনি বর্তমানে কংগ্রেস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি বলেন, সরকারের অবস্থান পরিবর্তন ছিল বিস্ফোরক মিথ্যার স্বীকারোক্তি। তার ভাষায়, হাজারো অভিবাসীকে আটক করার এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

৩৫তম আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা উদ্বোধন আজ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে ৩৫তম আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৬ শুরু হচ্ছে আজ, ২২ মে। কুইন্সের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে চার দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য এই আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খ্যাতিমান লেখক, কবি, গবেষক, প্রকাশক ও সংস্কৃতি অনুরাগীরা অংশগ্রহণ করবেন।

মেলায় বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা সম্পন্ন

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটির ইভানজেল ক্রিস্টীয়ান সেন্টারে গত ১৫ মে ২০২৬ শুক্রবার থেকে তিনদিনব্যাপি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বই মেলা ২০২৬ বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা)র অর্ধ শতাধিক শিল্পীর উদ্বোধনী সঙ্গীত, বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত এবং একদল বাদ্যযন্ত্রীর ঢোল,মন্দিরা আর নাচের তালে তালে মঞ্চে আরোহনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তিন দিনব্যাপী। আহ্বায়ক ডঃ নুরুন নবী, প্রধান অতিথি ক্যারোলিন রাইট, প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ এ কে এ মোমেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

এসএএআরএ সভাপতি বেলাল সাধারণ সম্পাদক নূরুজ্জামান

আজকাল রিপোর্ট

সাউথ এশিয়ান আমেরিকান রিয়েলেটর এসোসিয়েশনের ১৫ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন রিয়েলেটর মোহাম্মদ বেলাল হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন নূরুজ্জামান সর্দার।

গত ১১ মে জ্যামাইকার হালাল ডাইনারে অনুষ্ঠিত সংগঠনের সাধারণ সভায় নতুন কমিটি গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্তমান সভাপতি সারওয়ার খান বাবু এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল হোসেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ জন বোর্ড অব ডিরেক্টর নির্বাচিত করা হয়। উপস্থিত ১৫ জন বোর্ড অব ডিরেক্টর এর এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার সভাপতি সাখাওয়াত সম্পাদক সুব্রত

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলায় ২য় দিন গত ১৬ মে ২০২৬, এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সের সমর্থন পেলেন শামসুল হক

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির ডিস্ট্রিক্ট ৩০ নির্বাচনে বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রার্থী শামসুল হককে সমর্থন জানিয়েছেন সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স। গত ১৫ মে তিনি কুইন্সের কর্মজীবী পরিবার, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ এবং তৃণমূল নেতৃত্বের প্রতি শামসুল হকের অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেন। এ সমর্থন ক্যাম্পাইনের জন্য একটি বড় মুহূর্ত এবং আরো সাশ্রয়ী ও ন্যায়ভিত্তিক নিউ ইয়র্ক গড়ার হকের ভিশনের পক্ষে বাড়তে থাকা জনসমর্থনকে আরো শক্তিশালী করে।

শামসুল হক বলেন, বার্নি স্যান্ডার্স তার কর্মজীবন জুড়ে কর্মজীবী মানুষের অধিকার, স্বাস্থ্যসেবাকে মানবাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা, এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যালের আয়োজন আগামী ৭ জুন

আজকাল রিপোর্ট

উৎসব গ্রুপের দিনব্যাপী 'বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল' আগামী ৭ জুন (রোববার) আয়োজন করা হয়েছে। বর্ণাঢ্য এই আয়োজন করা হয়েছে নিউইয়র্ক শহরের কুইন্সের জ্যামাইকা এলাকার আরচি স্প্রিংগার পার্ক, ম্যারিক বুলেবার্ড-এ। এই ফ্যাস্টিভ্যালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও থাকছে নানা আয়োজন। এদিন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন প্রতীক হাসান, নাজু আখন্দ, ডিজে রাহাত, পারভেজ সাজ্জাদ, কামরুজ্জামান বকুল, রেশমী মির্জা ও সুজন আরিফ। বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যালে নাচ ও গানের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ছাড়াও থাকবে এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE

Our Services

- TLC Insurance
- Private Auto Ins.
- Commercial Auto Ins.
- Home & Business Ins.
- DMV Express Service
- TLC Plate Rent
- TLC Base (Black & Green Cab)
- Defensive Driving Course Certificate

NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE

- NEW REGISTRATION & PLATE
- REGISTRATION RENEWAL
- DUPLICATE TITLE
- CUSTOM PLATES
- VEHICLE TRANSFER
- SURRENDER PLATES
- TLC NEW APPLICATION
- TLC PLATE RENEWAL

NEW YORK ABC-1234
NEW YORK T000000C T&LC

CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com

Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

সাপ্তাহিক আজকাল

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 923 | 22 May 2026

সাহিত্য পাতায় লুৎফর রহমান রিটন-এর মঞ্চপ্রিয় নার্সিসিস্টের ছড়া

>> ১৬ পাতায়

লাল-সবুজের পতাকায় বাংলাদেশ ডে প্যারেড

হাসান মাহমুদ

নিউইয়র্কের বিশাল একালাজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়কে বাংলাদেশের পতাকায় ছেয়ে যায় প্যারেড গ্রাউন্ড। লাখ বাঙালির প্রাণের উচ্ছ্বাস, দেশাত্মবোধ, সংস্কৃতির বন্ধনকে সামনে রেখে গত ১৭ মে রোববার জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০২৬'। এদিন সকাল থেকেই নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকা থেকে পরিবার-পরিজন, শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী, প্রবীণসহ নানা শ্রেণিপেশার মানুষ যোগ দেন এই আয়োজনে। রাস্তাজুড়ে ছিল লাল-সবুজের পোশাক, ঢাক-ঢোল, ব্যানার, ফেস্টুন, বাংলা গান আর উৎসবের আমেজ। বাংলাদেশি কমিউনিটির নানা সংগঠন, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে এবারের আয়োজন পরিণত হয় এক বিশাল মিলনমেলায়।

জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন (জেবিবিএ), হিউম্যানিটি এম্পাওয়ারমেন্ট রাইটস এবং ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল যৌথভাবে এই প্যারেডের আয়োজন করে। গরম আবহাওয়া উপেক্ষা করে বাঙালিয়ানায় হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ ডে প্যারেডে। বাংলাদেশ ডে প্যারেডটি বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত হয়। জ্যাকসন হাইটসের ৬৯ স্ট্রিট থেকে এই প্যারেড শুরু হয় এবং ৮৭ স্ট্রিটে গিয়ে শেষ হয়। নানা রঙের পোস্টার, বাংলা নববর্ষের কার্টুন, নৃত্য, সংগীত, ঢাকঢোল সবকিছুর আয়োজন ছিল। এবারের বাংলাদেশ ডে প্যারেডে ব্যাপক সংখ্যক সংগঠন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। মানুষের রঙিন উপস্থিতি, রঙিন উপস্থাপন পুরো এলাকাকে রাঙিয়ে তোলে। আনন্দে গানে, নৃত্যে- ঢাকঢোলে যখন প্যারেড এগিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় এক অন্যরকম অনুভূতি কাজ করছিল। হৃদয়ে ধারণ করা বাংলাদেশটি এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

'দেশী প্যারেডে বিদেশী নৃত্য'

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে 'বাংলাদেশ ডে প্যারেডে' বিদেশি মেয়েদের দিয়ে উদ্দাম নৃত্য, স্বল্প পোশাকের নাচের দৃশ্য বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে কালিমা লেপনের ঘটনা বলে কমিউনিটিতে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। সারা দুনিয়ায় এই ছবি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে। অতীতে কোন প্যারেডে স্প্যানিশ মেয়েদের দিয়ে নৃত্য করানোর মতো ঘটনা ঘটেনি বলে সাধারণ বাংলাদেশিরা ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, 'আগামীতে সপরিবারে আর প্যারেডে অংশগ্রহণ করার মতো পরিবেশ রাখা হয়নি।' প্যারেডের পরিবেশ বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে ধারণ করে কি-না সেই প্রশ্নও উঠেছে এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি'র অভিষেক অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশে প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলার প্রবাসীদের সংগঠন 'প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ'র নতুন কমিটির কর্মকর্তাদের অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে। বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর উপস্থিতিতে পুরো অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অতিথিরা অনুষ্ঠানটিকে অত্যন্ত মনকাড়া,সুশৃঙ্খল ও স্মরণীয় আয়োজন হিসেবে অভিহিত করেন।শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে ঈদমেলা ও বিনোদন অনুষ্ঠান ২৪ মে

আজকাল রিপোর্ট

ঈদুল আজহা উপলক্ষে আগামী ২৪ মে রোববার নিউইয়র্কের উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঈদ মেলা ও আকর্ষণীয় বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান। নিউইয়র্কের সকলের পরিচিত ও একমাত্র নারী সংগঠন 'তারার আলো উইমেন্স সোসাইটি ইনক ইউএসএ' আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানকে সফলভাবে উপস্থাপন ও দর্শকদের আনন্দ দেয়ার লক্ষে নানা রকম আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারার আলোর প্রেসিডেন্ট মীনা ইসলামের নেতৃত্বে গত ১৮ মে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আরো অংশগ্রহণ করেন পান্না কবির, মলি, শিবলী, ডাঃ নার্গিস রহমান , আনিসুর রহমান , মোহর খান ও তারার এরপর ৪৬ পৃষ্ঠায়

প্রধানমন্ত্রীর এসিড টেস্ট 'স্থানীয় সরকার নির্বাচন'

আজকাল প্রতিবেদক, *ঢাকা থেকে*

স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকারের সামনে প্রথম এসিড টেস্ট। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থেকে কতটা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে পারে তার পরীক্ষা হবে এই বছরেই। সরকারের তরফে বলা হচ্ছে। আগামী সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবর মাসে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠান শুরু হবে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত হবে এই ভোটযুদ্ধ। সরকার ইতিমধ্যেই সিটি করর্পোরেশন, উপজেলা ও পৌরসভায় প্রশাসক নিয়োগ করেছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, স্থানীয় সরকার নির্বাচন কোনও দলীয় প্রতীক ব্যবহার করা হবে না। তবে রাজনৈতিক দলগুলো এরিমধ্যে এরপর ৩০ পৃষ্ঠায়

রিয়েল স্টেট, মর্টগেজ ও ট্যাক্স শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

রিয়েল স্টেট, মর্টগেজ ও ট্যাক্স শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো রোববার ১৭ মে। এর উদ্যোক্তা ছিল নিউইয়র্কের কবিরহাট উপজেলা এরপর ৪৬ পৃষ্ঠায়

সিটিতে প্রি-কে'র আসন সংখ্যা বাড়লো

আজকাল রিপোর্ট

নিউ ইয়র্ক সিটির তিন বছর বয়সী শিশুদের জন্য চালু থাকা ইউনিভার্সাল প্রিস্কুল কর্মসূচি প্রি-কে এবার আরো বড় পরিসরে এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

নিজে কোরআন হাদিছ শিখুন ও বাচ্চাদের শিক্ষা দিন
অনলাইনে কোরআন মজিদ শেখার সুবর্ণ সুযোগ
প্রয়োজনে কল করুন;
৩৪৭-৮৭২-৪৫৭৭

পিঠা ঘর
জ্যামাইকার হিলসাইডে অবস্থিত
সব ধরনের মিষ্টি, পিঠা ও ঝাল সামগ্রী পাওয়া যায়
সুলভ মুল্যে ঘরোয়া ও সকল ধরনের পার্টির অর্ডার নেয়া হয়
কল করুন
929-549-1942, 718-607-9002
163-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Md. Kamroul Hasan
President & CEO
TLC সহ সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স দক্ষতার সাথে করে থাকি
HASAN BROKERAGE INC.
AUTO - HOME-PERSONAL-BUSINESS & COMMERCIAL
2115 Starling Ave 2nd Fl, Bronx, NY 10462
Tel: 718-612-8825, 914-294-1845
Email: hasanbrokerage@gmail.com

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

ইস্ট এলমহার্স্টের আবু হোরায়রা মসজিদের সন্নিকটে হালাল বাংলাদেশী নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ফ্রেশ মাছ -মাংস ও ফল মূলের বিশ্বস্ত বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
* আমরা EBT গ্রহণ করি
* ক্রেতাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
৩১ এভিনিউ গ্রোসারি এন্ড ৯৯ সেন্ট স্টোর
৮০-০৫, ৩১ এভিনিউ , ইস্ট এলমহার্স্ট
সিইও : নাদিম হোসেন
ফোন : ৭১৮-২১০-১৯৯৬ / ৬৪৬-৭২৬-৮২১০

ট্রপিক্যাল হালাল লাইভ পোল্ট্রি
TROPICAL HALAL LIVE POULTRY
IN FRONT OF TLC INSPECTION OFFICE
ASTORIA BLVD. STEINWAY ST. 25 AVE 49ST 50ST BROOKLYN QUEENS EXPY
১০টি চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি
পার্শ্ববর্তী স্টেটের ক্রেতাদের জন্য ফ্রোজেন করে সরবরাহের ব্যবস্থা
WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK 8:00 AM TO 8:00 PM
BETWEEN 49 & 50 ST. ON 25TH AVENUE (এস্টোরিয়ার শেষ প্রান্তে এবং উডসাইডের শুরুতে)
গাড়িতে জ্যাকসন হাইটস থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্ব
FREE DELIVERY
WE ACCEPT
ফোনে অর্ডার নেয়া হয়।
49-10 25 Ave. Woodside, NY 11377 Tel: (718) 626-6196, (347) 683-6382

FAUMA INNOVATIVE CONSULTANCY GROUP
ALL CHOICE ENERGY
WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3STAR STAFFING
MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
Fahad R Solaiman
President / CEO
Office : 718 205 5195 Cell: 347 393 8504
Email: fahad@faumainc.com, fauma@faumainc.com
37-18 73RD ST. Suite 502, Jackson Heights, NY 11372

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স | AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ENROLLED AGENT
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

GOLDEN AGE HOME CARE
PCA SERVICE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com